রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِناً، وَلاَ يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ

“একজন খাঁটি মু’মিন ছাড়া অন্য কাউকে সাথী বানাবে না। আর একজন মুত্তাক্বী ছাড়া তোমার খানা যেন অন্য কেউ না খায়”।

(তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৫ আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৩২)

حَامِلُ الْمِسْكِ وَنَافِخُ الْكِيْرِ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কোর‘আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

সুসঙ্গী বনাম কুসঙ্গী

সংকলনে:

মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনায়:

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদশাহ খালিদ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোন: ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্স: ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফর আল-বাতিন ৩১৯৯১

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্য যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাগণের প্রতিও রইলো অসংখ্য সালাম।

প্রবাদ আছে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস; অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। প্রবাদটি একেবারেই সত্য। কারণ, আপনার নেককার বন্ধু আপনাকে সর্বদা সৎ কাজে উৎসাহিত এবং তা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করবে। তাকে দেখলে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ হবে। সে আপনার যে কোন দোষ ধরিয়ে দিয়ে তা থেকে নিস্কৃতির পথ আপনাকে বাতিয়ে দিবে। তার সাথে চললে অন্তত আপনার অন্তর থেকে গুনাহ্'র অদম্য স্পৃহা দূর হয়ে যাবে। ঠিক এরই বিপরীতে আপনি কোন বদ্কারের সাথে চললে সে আপনাকে সর্বদা গুনাহ্'র দিকে ধাবিত করবে। গুনাহ্'র কাজে প্রতিনিয়ত আপনাকে উৎসাহিত করবে। তাকে দেখলে আপনার গুনাহ্'র কথা স্মরণ হবে। আপনার দোষগুলো সে ধরিয়ে না দিয়ে বরং তা আপনার সামনে আরো সুন্দর করে তুলে ধরবে। এমনিভাবে একদা আপনি ছোট পাপী থেকে আরো বড় পাপীতে রূপান্তরিত হবেন। তাই সৎ সঙ্গ ও অসৎ সঙ্গের সমূহ উপকারিতা ও অপকারিতা সঠিকভাবে অনুধাবন করা আমাদের সকলের জন্য একেবারেই অত্যাবশ্যক। তাহলে আমরা অতি সহজেই সৎ সঙ্গ গ্রহণ করে নিজ জীবনকে পূত-পবিত্র করে দ্রুত জান্নাতের উপযোগী হতে পারবো। আর উক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমাদের সকলকে বিশেষ করে একজন যুবক ও যুবতীকে এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের জীবনের সাথী ও বন্ধু যেন আমাদের সহজাত ভালোবাসা, মেযাজ ও রুচির ভিত্তিতে না হয়। বরং তা যেন হয় একমাত্র ইসলামী শরীয়াহ্'র মানদণ্ডের ভিত্তিতে। কারণ, আমরা দেখতে পাই যে, একজন মানুষ অনেক সময় নিজ প্রিয় খাদ্য-পানীয় কিংবা কোন স্বভাবগত কাজের প্রবল ইচ্ছা অতি সহজেই দমন করে ফেলে একমাত্র নিজ দূর ও অদূর ভবিষ্যতের খারাপ পরিণতির

কথা চিন্তা করে। তাই আমাদেরকেও পরকালের সমূহ শাস্তির কথা মনে রেখে শরীয়ত বিরোধী সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাহলেই আমরা একদা পরকালের জীবনে সফল হতে পারবো।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল ﷺ সম্পর্কীয় যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত সেগুলোর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ 'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আল্বানী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছিনে। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে তার আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ আশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এবং পরিশেষে তাঁকে জান্নাত দিয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

মুখবন্ধ :

إِنَّ الْحَمْدُ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আমরা সবাই তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও খারাপ আমল থেকে। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াত দিবেন তাকে পথভ্রষ্ট করার আর কেউ নেই এবং যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট করবেন তাকে হিদায়াত দেয়ারও আর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও একমাত্র তাঁরই প্রেরিত রাসূল।

আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে অতি সুন্দরভাবেই মানুষ ও জিন সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে দিয়েছেন। আর তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার একচ্ছত্র ইবাদাত করা। তাঁর ইবাদাতে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক না করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] .

"আমি জিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"। (যারিয়াত: ৫৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] .

"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট এ মর্মে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা এক আল্লাহ্'র ইবাদাত করো এবং তাগূত তথা আল্লাহ্ বিরোধী শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করো"। (না'হ্লঃ ৩৬)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

﴿تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝١ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۝٢﴾ [الملك: ١ – ٢].

"বরকতময় সে সত্তা যাঁর হাতে সর্বময় ক্ষমতা ও রাজত্ব। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মৃত্যু তোমাদেরকে এ ব্যাপারে পরীক্ষা করার জন্য যে, আমলের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি মহা শক্তিধর, অতি ক্ষমতাশীল"। (মুল্কঃ ১-২)

এ জাতীয় আরো অন্যান্য আয়াত এ কথা প্রমাণ করে যে, মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার একক ইবাদাত।

এ দিকে মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই একে অপরের সাথে মিশতে, বসতে ও কথা বলতে চায়। সে কখনো একাকী থাকতে ভালোবাসে না। তবে এ একত্রে উঠাবসার এক ধরনের এক সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে মানুষের চিন্তা, চরিত্র ও চাল-চলনে। আর এটিই একজন মানুষের শুভাশুভ পরিণতি এবং তার দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও শান্তি নির্ধারণে নিশ্চিত একটি ক্রিয়াশীল ভূমিকা রাখে। কারণ, মানুষ বলতেই সে নিজ সাথী ও সঙ্গী কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ধীরে ধীরে সে একদা নিজ সাথীর চিন্তা-চেতনা, চাল-চলন ও সার্বিক কর্মকাণ্ডে তার রঙ্গেই রঞ্জিত হয়। এ কথা শুধু আমাদের মুখের নয়। বরং তা শরীয়ত, বিবেক-বুদ্ধি, বাস্তবতা ও তাবৎ মানুষের দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নির্ণীত ও সবার নিজ চোখেরই দেখা।

একজন সাথীর উপর তার অন্য সাথীর সুদূরপ্রসারী প্রভাবঃ

একজন মানুষের জীবনে তার সাথীর প্রভাব সত্যিই অনস্বীকার্য।

একজন সাথী সাধারণত তার সাথীর স্বভাবই ধারণ করে থাকে। তেমনিভাবে সে তার সাথীর মতোই কর্মকাণ্ড করে। আর এ প্রভাবটুকু অধিকাংশ সময় আরো ক্রিয়াশীল হয় যখন তার সাথী তার থেকেও আরো সম্মানী এবং আরো বয়োবৃদ্ধ হয়।

কিয়ামতের দিন একজন যালিম দুনিয়াতে পথভ্রষ্টদের সাথী ও সঙ্গী হওয়ার দরুন সে দিন এ জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও আফসোস বোধ করবে। যা পরকালে তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ ﴾ [الفرقان: ٢٧ – ٢٩].

"যালিম ও অপরাধী সে দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে: 'হায় আফসোস! আমি যদি সে দিন রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম। 'হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে সে দিন সাথী ও বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। সেই তো সে দিন আল্লাহ্ তা'আলার মহান উপদেশ বাণী তথা আল-কুর'আন আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার পরও তা গ্রহণ করা থেকে আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। মূলতঃ শয়তান মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতক"। (ফুরক্বান: ২৭-২৯)

আল্লামাহ্ ইব্নু জারীর ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "যালিম ও মুশ্‌রিক সে দিন আল্লাহ্ তা'আলার শানে চর্চিত নিজ সমূহ কৃতকর্ম তথা নিজ বন্ধুর একান্ত আনুগত্য করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শির্ক ও কুফরের মতো অপরাধের জন্য লজ্জায় ও আফসোসে নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে: হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি দুনিয়াতে রাসূলের তথা আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে নিস্কৃতির পথ অবলম্বন করতাম। দুনিয়াতে যে সে নিজ বন্ধুর আনুগত্য করতে গিয়ে নিজ প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছে সে

দিন তার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অপদস্থ হয়ে বলবে: নিশ্চয়ই আমার এ বন্ধুই তো সে দিন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার নিকট সুস্পষ্ট কুর'আন আসার পরও তার উপর ঈমান আনতে আমাকে বাধা দিয়েছিলো"। (ত্বাবারী: ১৯/৭)

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে উক্ত আয়াতগুলোর শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর একটি বিশুদ্ধ উক্তি উল্লেখ করে বলেন: "উক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে 'উক্ববাহ্ বিন্ আবু মু'আইত্ব নামক জনৈক কাফিরের ব্যাপারে। সে একদা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। তখন তার প্রিয় বন্ধু অনুপস্থিত ছিলো। সে তখন শাম দেশে অবস্থান করছিলো। যখন সে ফিরে এসে দেখলো, উক্ববাহ্ মোসলমান হয়ে গেছে তখন সে তার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হলো। অতঃপর উক্ববাহ্ তার কাফির বন্ধুর মন রক্ষা করতে গিয়ে ইসলাম ছেড়ে পুনরায় কাফির হয়ে গেলো"। (সুয়ূত্বী: ৬/২৫০)

'আল্লামাহ্ ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "আয়াতগুলো যদিও 'উক্ববাহ্ বিন্ আবু মু'আইত্ব নামক কাফিরের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তবে তা সকল যালিমের ব্যাপারেই ব্যাপক। (ইব্নু কাসীর: ৬/১১৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧].

"বন্ধুগণ সে দিন তথা কিয়ামতের দিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। তবে মুত্তাক্বীরা ছাড়া"। (যুখ্রুফ: ৬৭)

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে বন্ধু হলে তারা কিয়ামতের দিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। আর এ শত্রুতার কারণ হচ্ছে, বাতিলের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা। ভ্রষ্টতা ও বিশৃঙ্খলতার দিকে একে অপরকে আহ্বান করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ দিকে মুত্তাক্বী বন্ধুগণ কিয়ামতের দিন তাদের একের প্রতি অন্যের ভালোবাসা দুনিয়ার তুলনায় আরো দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। কারণ, তারা দুনিয়াতে একে অপরকে কল্যাণকর কাজে

উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছে। আর অকল্যাণকর কাজে একে অপরকে সতর্ক করেছে।

আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحاً طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحاً خَبِيْثَةً .

"নেককার সাথী ও বদ্‌কার সাথীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে মেশকের মতো সুগন্ধি বহনকারী ও হাপরে ফুৎকারকারী কামারের ন্যায়। মেশকের মতো সুগন্ধি বহনকারী হয়তোবা আপনাকে কিছু হাদিয়া দিবে, তা নাহলে আপনি তার থেকে কিছু কিনে নিবেন অথবা অন্ততপক্ষে আপনি তার কাছ থেকে কিছু সুঘ্রাণ তো পাবেনই। এ দিকে হাপরে ফুৎকারকারী কামার সে আপনার কাপড় পুড়িয়ে দিবে অথবা অন্ততপক্ষে আপনি তার কাছ থেকে কিছু দুর্গন্ধ তো পাবেনই"। (বুখারী, হাদীস ২১০১, ৫৫৩৪ মুসলিম, হাদীস ২৬২৮)

উক্ত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, একজন সাথীর প্রভাব অন্য সাথীর উপর নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য। চাই তা ভালোর প্রভাব না হয় মন্দের প্রভাব। তবে তা একান্তভাবে নিজ সাথীর ভালো-মন্দের উপরই নির্ভরশীল। উক্ত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নেককার সাথীকে মেশকের মতো সুগন্ধি বহনকারীর সাথে তুলনা করেছেন। তার সাথে উঠাবসা করলে তিনটির একটি অবশ্যই আপনি পাবেন। সে আপনাকে কিছু সুগন্ধি হাদিয়া দিবে, না হয় আপনি তার কাছ থেকে কিছু সুগন্ধি খরিদ করবেন অথবা অন্ততপক্ষে আপনি তার কাছ থেকে কিছু সুঘ্রাণ তো পাবেনই। যা আপনার শরীর ও কাপড়কে একদা সুগন্ধিময় করে তুলবে। তথা নেককার সাথীর সাথে উঠাবসা করলে আপনি যে কোনভাবে তাকে দিয়ে উপকৃত হবেন।

তেমনিভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদ্‌কার সাথীকে হাপরে ফুৎকারকারী

কামারের সাথে তুলনা করেছেন। তার সাথে উঠাবসা করলে দু'টির একটি অবশ্যই আপনি পাবেন। তার হাপর থেকে কোন স্ফুলিঙ্গ উড়ে এসে আপনার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে। না হয় আপনি অন্ততপক্ষে তার কাছ থেকে কিছু দুর্গন্ধ তো পাবেনই। যা আপনার শরীর ও কাপড়কে একদা দুর্গন্ধময় করে তুলবে। তথা বদ্‌কার সাথীর সাথে উঠাবসা করলে আপনি যে কোনভাবে তাকে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: উক্ত হাদীসে মুত্তাক্বী, চরিত্রবান, মানব কল্যাণকামী, ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী ও নেককারদের সাথে সর্বদা উঠাবসা করার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। তেমনিভাবে পাপী, পরদোষ চর্চাকারী, বিদ্'আতী ও খারাপ লোকদের সাথে উঠাবসার প্রতি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। (মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ: ১৬/১৭৮)

'আল্লামাহ্ ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "উক্ত হাদীসে যাদের সাথে উঠাবসা করলে দুনিয়া বা আখিরাতের ক্ষতি হয় এমন লোকদের সাথে উঠাবসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তেমনিভাবে যাদের সাথে উঠাবসা করলে দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়েদা হয় এমন লোকদের সাথে উঠাবসা করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে"। (ফাত্'হুল-বারী: ৪/৩২৪)

'আল্লামাহ্ সা'দী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: নবী ﷺ এ দু'টি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এ কথা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, নেককারদের সাথে উঠাবসা করলে আপনি সর্বদাই লাভবান। মেশকের মতো সুগন্ধি বহনকারীর ন্যায়। আপনি তার থেকে সর্বদাই লাভবান। পয়সা দিয়ে তার থেকে সুগন্ধি নিবেন অথবা ফ্রি পাবেন। অন্ততপক্ষে তার সাথে বসলে মেশকের সুগন্ধে আপনার মন প্রফুল্ল হবে। একজন নেককারের সাথে উঠাবসা করলে আপনি এর চেয়েও বেশি লাভবান হবেন। সে আপনাকে দীন ও দুনিয়ার সমূহ লাভজনক জ্ঞান শিক্ষা দিবে। প্রয়োজনে আপনাকে ভালোর উপদেশ দিবে। ক্ষতিকর বস্তু থেকে আপনাকে সতর্ক করবে। সে সর্বদা আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য, মাতা-পিতার সেবা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার প্রতি উৎসাহিত করবে। সে আপনার

দোষগুলো অতি সম্মান ও ভালোবাসার সাথে আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে তা সংশোধনের পরামর্শ দিবে। সে সর্বদা আপনাকে তার কথা, কাজ ও অবস্থার মাধ্যমে উত্তম চরিত্র ও ভালো গুণাবলীর দিকে আহ্বান করবে। কারণ, মানুষ সাধারণত তার সাথী ও বন্ধুর অনুসরণ করে থাকে। পাশাপাশি অবস্থান করলে একে অপরকে ভালো কিংবা খারাপের দিকে টেনে নিবে। অন্ততপক্ষে আপনার নেককার সাথী থেকে যে লাভটুকু সর্বদা পাবেন তা হলো, তার বন্ধুত্বটুকু রক্ষা করতে গিয়ে কমপক্ষে আপনি সকল গুনাহ্ ও পাপ থেকে রক্ষা পাবেন। কল্যাণের প্রতি উৎসাহ বোধ করবেন। খারাপ থেকে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা চালাবেন। সে আপনার উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে আপনার মাল ও ইয্যত রক্ষা করবে। তার ভালোবাসা ও দো'আ আপনার জীবদ্দশা ও পরকালে আপনাকে লাভবান করবে। আপনার সাথে তার যোগাযোগ ও ভালোবাসার দরুন শরীয়ত সম্মতভাবে সে আপনার পক্ষাবলম্বন করবে। সে এমন লোকের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিবে যে প্রয়োজনে আপনার উপকারে আসবে। সে আপনাকে এমন কাজ শিক্ষা দিবে যা আপনাকে লাভবান করবে। আরো কতো কি? (বাহ্জাতু কুলুবিল-আব্রার, হাদীস ৬৮)

কুরাইশ বংশের পুরুষগণ তথা মুহাজির সাহাবীগণ মক্কায় থাকাবস্থায় মহিলাদের উপর পুরো কর্তৃত্ব চালাতেন। তাঁরা সাধারণত কোন ব্যাপারেই মহিলাদের মতামত গ্রহণ করতেন না। যখন তাঁরা মদীনায় হিজরত করে আসলেন তখন দেখলেন আন্সারী সাহাবীগণের স্ত্রীগণ তাঁদের উপর কর্তৃত্ব খাটান। তখন কুরাইশ বংশের মহিলাগণ আন্সারী মহিলাগণের নিকট থেকে তাঁদের এ অভ্যাসটুকু গ্রহণ করেন। তাঁরাও আন্সারী মহিলাগণের ন্যায় নিজ নিজ স্বামীদের সাথে যে কোন বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ ও নিজ কর্তৃত্ব খাটাতে শুরু করেন।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার মনে সর্বদা এ ইচ্ছাটুকু উঁকি মারতো যে, আমি কখনো সুযোগ পেলে 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সে স্ত্রীদ্বয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো যাঁদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيۡهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤] .

"তোমরা উভয় যদি খাঁটি তাওবাহ্ করে আল্লাহ্'র দিকে ফিরে আসো তা হলে তা তোমাদের জন্য সত্যিই উত্তম। কারণ, তোমাদের অন্তর সত্যিই অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সহযোগিতা করো তা হলে জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ্ই তার মালিক ও রক্ষক। এ ছাড়া জিব্রীল, নেককার মু'মিনগণ ও ফিরিশ্তাগণ রয়েছেন তার সাহায্যকারীরূপে"। (তাহ্রীম: ৪)

উক্ত ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়েই 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: "আমরা কুরাইশরা একদা মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব খাটাতাম। আর যখন আমরা হিজ্রত করে আনসারীদের নিকট আসলাম তখন দেখতে পেলাম, এরা এমন এক সম্প্রদায় যাদের মহিলারাই তাদের উপর কর্তৃত্ব খাটায়। অতঃপর আমাদের মহিলারা আন্সারীদের মহিলা থেকে উক্ত স্বভাবটি গ্রহণ করে। এমনকি আমার স্ত্রী আমার উপর গোস্বা করে আমার সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। আমি তা অপছন্দ করলে সে বলে: তুমি কেন আমার তর্ক অপছন্দ করো। আল্লাহ্'র কসম! নবীর স্ত্রীগণও তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হন"। (বুখারী, হাদীস ৫১৯১)

এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা আরব বেদুঈন কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرٗا وَنِفَاقٗا وَأَجۡدَرُ أَلَّا يَعۡلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴾ [التوبة: ٩٧] .

"বেদুঈন আরবরা কুফরি ও মুনাফিকিতে সবচেয়ে কঠোর। আর এ ব্যাপারটি তাদের জন্য একেবারেই স্বাভাবিক ও মানানসই যে, তারা আল্লাহ্ যা তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখার ব্যাপারে কিছুই জানবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও মহা প্রজ্ঞাবান"। (তাওবাহ্: ৯৮)

আরব বেদুঈন তথা মরুবাসী কাফির ও মুনাফিকরা শহর তথা মদীনার কাফির ও মুনাফিদের থেকে বেশি কঠোর। কারণ, তাদের মধ্যে মরুর কঠোরতা ও মূর্খতা বিরাজমান। অন্য দিকে মদীনার কাফির ও মুনাফিকরা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের আংশিক সাহচর্য পাওয়ার দরুন তাঁদের কিছু প্রকাশ্য আচার-অভ্যাস ও চাল-চরিত্র ধারণ করতে পেরেছে।

এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশের খ্রিস্টান রাশিয়া, ইউরোপ ও এমেরিকার খ্রিস্টানদের মতো নয়। কারণ, আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশের কোন খ্রিস্টানকে যদি বলা হয় তোমার মেয়ে ব্যভিচার করছে তখন সে লজ্জা পাবে। ঠিক এরই বিপরীতে অন্য অমুসলিম এলাকার খ্রিস্টানকে যদি বলা হয় তোমার মেয়ে ব্যভিচার করছে তখন সে এতটুকুও লজ্জা পাবে না। কারণ, সে তার চতুর্দিকে নিত্য ব্যভিচার দেখেই চলছে।

শুধু মানব সাথীই তার অন্য সাথীর উপর একমাত্র ক্রিয়াশীল নয় বরং একটি পশুর সাহচর্যও মানুষের উপর সত্যিই ক্রিয়াশীল।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِيْ أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ وَالْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ، والسَّكِيْنَةُ فِيْ أَهْلِ الْغَنَمِ.

"কুফরির নেতৃত্ব পূর্ব দিক থেকে। আর গর্ব ও অহঙ্কার ঘোড়া ও উটের মালিক এবং মরুবাসীদের মাঝে। অন্য দিকে প্রশান্তি ও ভদ্রতা ছাগল ওয়ালাদের মাঝে"। (বুখারী, হাদীস ৩৩০১)

উট যখন সর্বদা মাথা উঁচু করে চলে তাই উটের সাথে যারা উঠাবসা করে তাদের মাঝে অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা জন্ম নেয়। আর ছাগল স্বভাবগতভাবেই ঠাণ্ডা প্রকৃতির হওয়ার দরুন তার সাথে যারা উঠাবসা করে তাদের মাঝে সাধারণত প্রশান্তি ও নম্রতা বিরাজ করে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ.

"আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবীগণ বললেন: এমনকি আপনিও? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি কিছু পয়সার বিনিময়ে মক্কার অধিবাসীদের ছাগল চরাতাম"।

(বুখারী, হাদীস ২২৬২)

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি একদা ঘোড়ার পিঠে চড়লে ঘোড়াটি নাচতে শুরু করে। তখন তিনি ঘোড়াটিকে মারলেন। এতে ঘোড়াটির নাচ আরো বেড়ে গেলো। তখন তিনি ঘোড়াটির পিঠ থেকে নেমে গেলেন এবং তিনি বললেন:

مَا حَمَلْتُمُوْنِيْ إِلاَّ عَلَى شَيْطَانٍ، مَا نَزَلْتُ عَنْهُ حَتَّى أَنْكَرْتُ نَفْسِيْ.

"তোমরা আমাকে একটি শয়তানের পিঠে উঠিয়ে দিলে। আমি নিজের মধ্যে পরিবর্তন অনুভব করলাম বলে দ্রুত তার পিঠ থেকে নেমে পড়লাম"।

(ত্বাবারী: ১/৭৬ ইব্নু আবী শাইবাহ্/তারীখে বাগ্দাদ: ৩/৮২২-৮২৩ ইব্নু কাসীর: ১/১৭)

এ থেকে সহজেই বুঝা গেলো যে, আরোহণকারীর অন্তরে ঘোড়ায় চড়া ও তার নাচানাচির কিছু না কিছু প্রভাব রয়েছে। এ জন্যই 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঘোড়াটিকে পরিত্যাগ করেন। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঘোড়ায় চড়া হারাম মনে করেন বলে তার পিঠ থেকে নেমে গেলেন এমন নয়। না। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এমন কোন অধিকার নেই যে, তিনি তা হারাম করবেন যা আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

[النحل: ٨] .

"তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা ওগুলোতে আরোহণ করতে পারো। আর তা শোভা-সৌন্দর্যের জন্যও।

আরো তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা জানো না”।
(নাহ্‌লঃ ৮)

ফাসিক্বদের সাথে উঠাবসা ও ফাসিক্বী কর্মকাণ্ডের প্রচার-প্রসারও ব্যক্তি, সমাজ কিংবা মানব চরিত্রের উপর কম প্রভাব ফেলে না। বরং এর প্রভাবও অতি ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী।

আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেনঃ

﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾

[النساء: ١٤٨] .

“খারাপ কথার প্রচার ও প্রপাগাণ্ডা আল্লাহ্‌ কখনোই পছন্দ করেন না। তবে যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তার কথা আলাদা। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ”। (নিসা’ঃ ১৪৮)

আর তা এ জন্য যে, কোন খারাপ কথা বার বার শুনলে শ্রোতাদের নিকট এর ভয়াবহতা লাঘব পায়। যেমনঃ আপনি যদি হঠাৎ করে শুনেন, অমুক ব্যভিচার করেছে। আপনি তা স্বভাবতই অতি ভয়ঙ্কর কাজ মনে করবেন। কিন্তু যখন তা আপনি বার বার শুনতে থাকবেন তখন আপনি তা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন এবং তা প্রতিরোধ করার চিন্তা আপনার মধ্যে ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। এমনকি এক সময় তা কারো কারোর মনে তেমন কিছুই না বলে মনে হবে এবং তা প্রতিরোধ করার চিন্তা তাদের মধ্যে একেবারেই লোপ পাবে। বরং তারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারের কথা বলতে গিয়ে হয়তোবা বলবেঃ অমুক ছেলে ভুল কাজ করেছে। অমুক মেয়ে ভুল কাজ করেছে।

তেমনিভাবে আপনি যখন শুনবেন, অমুক ব্যক্তি তার মাহ্‌রাম তথা যাদের সাথে তার বিবাহ বন্ধন হারাম (খালা, ফুফী, মা, বোন, মেয়ে ইত্যাদি) তার সাথে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। তখন আপনি তা অতি ভয়ঙ্কর একটি কাজ বলে মনে করবেন। কিন্তু আপনি যখন প্রতি দিন এমন আরো অনেক ঘটনা শুনতে থাকবেন তখন আপনার কাছে তা অতি স্বাভাবিক বলেই মনে হবে। তখন আপনি তা আর কঠিনভাবে প্রতিরোধ করার কোন চিন্তাই করবেন না।

অনুরূপভাবে আপনি যখন শুনবেন, কোন ব্যক্তি ঠিক রাস্তার মাঝখানে সবার চোখের সামনে কোন মেয়ের সাথে ব্যভিচার করেছে তখন আপনি তা কল্পনাই করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যখন তা বার বার শুনতে থাকবেন তখন আপনি তা অতি স্বাভাবিক মনে করবেন। যেমনিভাবে তা ইউরোপ কান্ট্রিগুলোতে অতি স্বাভাবিক বলেই মনে করা হয়।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدُوْا فِيْ الطَّرِيْقِ تَسَافُدَ الْحَمِيْرِ قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَيَكُوْنَنَّ.

"ক্বিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না গাধার ন্যায় রাস্তায় সঙ্গমকর্ম সংঘটিত হয়। আমি বললাম: তা অবশ্যই হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তা অবশ্যই ঘটবে"। (ইব্নু 'হিব্বান/মাওয়ারিদ্, হাদীস ১৮৮৯)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لاَ تَفْنَى هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَقُوْمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيَفْتَرِشَهَا فِيْ الطَّرِيْقِ، فَيَكُوْنَ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُوْلُ: لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ.

"সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! এ উম্মত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না জনৈক ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে রাস্তায় সঙ্গম করে। আর তখনকার সর্বোত্তম লোকটি সে ব্যক্তি যে সাহস করে এ কথা বলবে যে, যদি মহিলাটিকে একটু ওয়ালের পেছনে নিয়ে যেতে!"

(আবু ইয়া'লা': ১১/৪৩)

আল্লাহ্ তা'আলার বাতানো সীমারেখা ও দণ্ডবিধির প্রতি এ ধরনের অবহেলার মূল কারণ হচ্ছে ফাসিকদের সাথে উঠাবসা করা ও এ জাতীয় ঘটনাবলী বেশি বেশি শ্রবণ করা। কারণ, ফাসিকরাই তো এগুলো বেশি বেশি প্রচার করে, মানুষের নিকট সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে ও তা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু ব্যভিচার বলে কোন কথা

নয়। বরং তা সর্বক্ষেত্রে। যেমন: আপনি একজন মদ্যপায়ীকে প্রচুর ঘৃণা করেন। কিন্তু আপনি যখন চতুর্দিক থেকে শুনবেন, এ মদ পান করেছে। ও মদ পান করেছে। আরো আরো। তখন তাদের প্রতি আপনার ঘৃণাবোধটুকু অনেকাংশেই কমে যাবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হিফাযত করবেন সেই রক্ষা পাবে।

আবু সা'ঈদ্ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى.

"আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন নবী পাঠাননি ও এমন কোন খলীফা বানাননি যার দু' জাতীয় ঘনিষ্ঠ সাথী বা বন্ধু না থাকে। এক জাতীয় বন্ধু তাদেরকে ভালোর আদেশ করে ও ভালোর প্রতি উৎসাহিত করে। আর অন্য জাতীয় বন্ধু তাদেরকে খারাপের আদেশ করে ও খারাপের প্রতি উৎসাহিত করে। তবে রক্ষা সেই পেয়েছে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করেছেন"। (বুখারী, হাদীস ৭১৯৮)

একজন সাথীর প্রতি তার অন্য সাথীর কিছু কুপ্রভাবের দৃষ্টান্ত:

ক. ইমাম আব্দুর রায্‌যাক বিন্ হাম্মাম আস-স্বান্'আনী (রাহিমাহুল্লাহ্) শিয়া মতাবলম্বী জা'ফর বিন্ সুলাইমানের সাথে কিছুদিন উঠাবসা করলে জা'ফর তাঁর মধ্যে কিছু শিয়া মতবাদ ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

তাহ্‌যীবুল কামাল কিতাবে জা'ফর বিন্ সুলাইমানের জীবনীতে বর্ণিত আছে যে, জা'ফর বিন্ মুহাম্মাদ বিন্ আবু 'উসমান ত্বায়ালিসী (রাহিমাহুল্লাহ্) ইয়াহ্‌য়া বিন্ মা'ঈন (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি একদা আব্দুর রায্‌যাক থেকে এমন একটি কথা শুনেছি যা আমি শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে তার নিকট প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করি। কারণ, সে মতবাদে আব্দুর রায্‌যাক নিজেও বিশ্বাসী বলে ধারণা

করা হয়। অতঃপর আমি তাকে বললাম: তোমার শিক্ষকরা তো সবাই বিশ্বস্ত ও সবাই সুন্নাতপন্থী। যেমন: মা'মার, মালিক বিন্ আনাস্, ইব্নু জুরাইজ্, সুফইয়ান সাওরী, আওযা'য়ী ও অন্যান্যরা। তাহলে তুমি কোথায় থেকে এ মাযহাব গ্রহণ করলে? সে বললো: আমার নিকট একদা জা'ফর বিন্ সুলাইমান যুবা'য়ী এসেছিলো। অতঃপর আমি তাকে বিশিষ্ট বুযুর্গ আলিম মনে করে তার থেকে এ মতবাদ গ্রহণ করি।

খ. 'ইমরান বিন্ 'হিত্ত্বান তার সুন্দরী স্ত্রী কর্তৃক প্রভাবিত হয়। সে ছিলো মূলতঃ একজন নেককার তাবি'য়ী। তেমনিভাবে সে ছিলো আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতেরও একজন। একদা সে তার এক সুন্দরী চাচাতো বোনকে বিবাহ্ করে। সে মেয়েটি ছিলো খারিজী মতবাদে বিশ্বাসী। শুরুতে সে তার স্ত্রীর হিদায়াত কামনা করছিলো। বাস্তবে তা না হয়ে বরং তার স্ত্রীই উল্টো তাকে খারিজী মতবাদের দিকে টেনে নিয়ে গেলো। তখন সে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতে শুরু করলো। এমনকি তাঁর হত্যাকারী আব্দুর রহ্মান বিন্ মুল্জামেরও অত্যন্ত প্রশংসা শুরু করলো। তার ব্যাপারে সে যা বলেছে তার কিয়দংশ নিমরূপ:

يَا ضَرْبَةً مِنْ تَقِيٍّ مَا أَرَادَ بِهَا ... إِلاَّ لِيَبْلُغَ مِنْ ذِيْ الْعَرْشِ رِضْوَانَا

إِنِّيْ لَأَذْكُرُهُ حِيْناً فَأَحْسَبُهُ ... أَوْفَى الْبَرِيَّةِ عِنْدَ اللهِ مِيْزَانَا

أَكْرِمْ بِقَوْمٍ بُطُوْنُ الطَّيْرِ قَبْرُهُمْ ... لَمْ يَخْلِطُوْا دِيْنَهُمْ بَغْياً وَعُدْوَانَا

"একজন মুত্তাক্বী মানুষের আঘাত। যে আঘাতের মাধ্যমে তিনি একমাত্র আরশের মালিকের সন্তুষ্টি পাওয়ারই ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। আমি যখনই তাঁকে স্মরণ করি তখনই আমি মনে করি, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সৃষ্টিকুলের সবচেয়ে পাল্লাভারী সাওয়াবের মালিক। এমন লোকগুলো কতোই না সম্মানিত যাঁদের কবর হবে পাখির পেট। তাঁরা কখনো তাঁদের ধার্মিকতাকে যুলুম ও অত্যাচারের সাথে মিলিয়ে ফেলেনি"।

ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "যখন তার কবিতাটুকু খলীফা

আব্দুল-মালিক বিন্ মারওয়ানের নিকট পৌঁছলো তখন তাঁকে সাম্প্রদায়িকতা পেয়ে বসলো। কারণ, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর আত্মীয় ছিলেন। তখন খলীফা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাকে পাকড়াও করার জন্য তিনি চতুর্দিকে গোয়েন্দা ছড়িয়ে দিলেন। যখন সে দুনিয়ায় বসবাসের জন্য আর কোন জায়গা খুঁজে পেলো না তখন অবস্থা বেগতিক দেখে সে রাওহ্ বিন্ যিম্বা'র আশ্রয়ে তার অতিথী হলো। রাওহ্ বললো: তুমি কে? সে বললো: আমি আজ্দ বংশের একজন মুসাফির। এভাবে সে তার কাছে এক বছর যাবৎ অবস্থান করলো। ইতিমধ্যে রাওহ্ তাকে অত্যন্ত ভালোবেসে ফেললো। একদা রাত্রিবেলায় রাওহ্ খলীফার সাথে গল্প করতে গেলে খলীফা ও তার মাঝে 'ইমরানের উক্ত কবিতাটির আলোচনা হয়। যখন রাওহ্ ঘরে ফিরলো তখন সে 'ইমরানের নিকট খলীফার সাথে তার কথোপকথনের কথা উল্লেখ করলে সে কবিতার বাকি অংশটুকু তাকে পড়ে শুনায়। রাওহ্ যখন পুনরায় খলীফার নিকট গেলো তখন সে তাঁকে বললো: আমার কাছে এমন একজন মেহমান আছে আমি যখনই যাই শুনি সে তা হুবহু এমনকি তার চেয়ে আরো সুন্দর করেও বলতে পারে। সে 'ইমরানের কবিতাটি আমাকে পুরো পড়ে শুনিয়েছে। তখন খলীফা বললেন: আমাকে তার বর্ণনা দাও। তখন রাওহ্ খলীফার নিকট তার বর্ণনা দিলে তিনি বলেন: আরে তুমি তো 'ইমরান বিন্ 'হিত্ত্বানের বর্ণনাই দিয়েছো। তাকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে বলো। তখন 'ইমরান আরব উপদ্বীপের দিকে পালিয়ে গিয়ে 'আম্মানে পৌঁছুলে তাকে সেখানকার লোকেরা সম্মানিত করে।

কোন কোন আলিম বলেন: 'ইমরান 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হত্যাকারী ইব্নু মুল্জিম কর্তৃক প্রভাবিত হওয়ার বিশেষ কারণ হচ্ছে, নিজ থিওরির উপর ইব্নু মুল্জিমের দৃঢ় অবিচলতা।

'আল্লামাহ্ শান্ক্বীতি (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর কিতাব "আয্ওয়াউল-বায়ানে" লিখেন, যখন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সন্তানরা তার প্রতিশোধ নিতে চাইলো তখন তার হাত-পা কেটে দেয়া হলো। এতে সে কোন প্রকার

বিচলিত হয়নি। অতঃপর তার চোখ দু'টি ফোঁড়ে দেয়া হলো। তখনো সে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করছিলো। সে সূরা 'আলাক্ব পুরোটাই পড়ছিলো। অথচ তার চোখ দু'টো তার চেহারায় ঝুলছিলো। যখন তার জিহ্বা কেটে দেয়ার চেষ্টা করা হলো তখন সে অত্যন্ত বিচলিত হলো। তখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো: আমি এর আশঙ্কা করছি যে, সামান্যটুকু সময় হলেও আমি তা আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ছাড়া অতিবাহিত করবো। এ জন্যই সে ইব্নু মুল্জামের প্রশংসায় উপরোক্ত কবিতাটি পাঠ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা সে কবিকে উত্তম প্রতিদান দিন যিনি তার উত্তরে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করে:

قُلْ لِابْنِ مُلْجِمَ وَالْأَقْدَارُ غَالِبَةٌ ... هَدَّمْتَ وَيْلَكَ لِلْإِسْلاَمِ أَرْكَانَا

قَتَلْتَ أَفْضَلَ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى قَدَمٍ ... وَأَوَّلَ النَّاسِ إِسْلاَماً وَإِيْمَانَا

وَأَعْلَمَ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ بِمَا ... سَنَّ الرَّسُوْلُ لَنَا شَرْعاً وَتِبْيَانَا

صِهْرَ النَّبِيِّ وَمَوْلاَهُ وَنَاصِرَهُ ... أَضْحَتْ مَنَاقِبُهُ نُوْراً وَبُرْهَانَا

وَكَانَ مِنْهُ عَلَى رَغْمِ الْحُسُوْدِ لَهُ ... مَكَانَ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَا

ذَكَرْتُ قَاتِلَهُ وَالدَّمْعُ مُنْحَدِرٌ ... فَقُلْتُ: سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ سُبْحَانَا

إِنِّيْ لَأَحْسِبُهُ مَا كَانَ مِنْ بَشَرٍ ... يَخْشَى الْمَعَادَ وَلَكِنْ كَانَ شَيْطَانَا

أَشْقَى مُرَادَ إِذَا عُدَّتْ قَبَائِلُهَا ... وَأَخْسَرُ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مِيْزَانَا

كَعَاقِرِ النَّاقَةِ الْأُوْلَى الَّتِيْ جَلَبَتْ ... عَلَى ثَمُوْدَ بِأَرْضِ الْحِجْرِ خُسْرَانَا

قَدْ كَانَ يُخْبِرُهُمْ أَنْ سَوْفَ يَخْضِبُهَا ... قَبْلَ الْمَنِيَّةِ أَزْمَاناً فَأَزْمَانَا

فَلاَ عَفَا اللهُ عَنْهُ مَا تَحَمَّلَهُ ... وَلاَ سَقَى قَبْرَ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَا

لِقَوْلِهِ فِيْ شَقِيٍّ ظَلَّ مُجْتَرِماً ... وَنَالَهُ مَا نَالَهُ ظُلْماً وَعُدْوَانَا

يَا ضَرْبَةً مِنْ تَقِيٍّ مَا أَرَادَ بِهَا ... إِلاَّ لِيَبْلُغَ مِنْ ذِيْ الْعَرْشِ رِضْوَانَا

بَـلْ ضَرْبَـةً مِـنْ غَـوِيٍّ أَوْرَدَتْـهُ لَظَـى فَـسَوْفَ يَلْقَـى بِهَـا الـرَّحْمَنَ غَـضْبَانَا

كَأَنَّـــهُ لَمْ يَـــرِدْ قَـــصْداً بِـــضَرْبَتِهِ إِلاَّ لِيَـــصْلَى عَـــذَابَ الْخُلْـــدِ نِيْرَانَـــا

"তুমি ইব্নু মুল্জামকে বলো: যে কোন মানুষের উপর তার তাক্বদীর তো জয়ী হবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ তা কখনো প্রতিহত করতে পারবে না। তবে তোমার ভাগ্য খারাপ! তুমি ইসলামের একটি ভিতকে ধ্বংস করে দিলে। তুমি দুনিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ মানুষকে হত্যা করলে। যিনি ছিলেন তখনকার মানব জাতির (অল্প বয়স্কদের) মধ্যকার সর্ব প্রথম মুসলিম ও মু'মিন। কুর'আন ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাত সম্পর্কে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ এর জামাতা, তাঁর একনিষ্ঠ সাথী ও সহযোগী। যাঁর মর্যাদা আলোর মতো সুস্পষ্ট। বিদ্বেষীদের সমূহ বিদ্বেষ সত্ত্বেও তাঁর সাথে রাসূল ﷺ এর এমন সম্পর্ক ছিলো যেমন সম্পর্ক ছিলো মূসা عليه السلام এর সাথে হারূন عليه السلام এর। তাঁর হত্যাকারীর কথা যখন আমার মনে পড়ে তখন আমার দুগাল বেয়ে বেদনার অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। তখন আমি আশ্চর্য হয়ে বলি: আর্শের মালিক কতোই না মহান! আমার ধারণা, সে এমন একজন মানুষ ছিলো না যে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পায়। বরং সে ছিলো এক আস্ত শয়তান। আরব বংশগুলো গণনা করলে দেখা যায়, সে ছিলো মুরাদ বংশের একজন নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি। সালিহ عليه السلام এর উট হত্যাকারীর ন্যায় যে হিজর এলাকায় সামূদ বংশের ধ্বংস নিয়ে এসেছিলো। যে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিলো: আমি উটটিকে তার মৃত্যুর অনেক আগেই হত্যা করবো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা না করুক যে নিকৃষ্ট দায়িত্ব সে নিজ হাতে তুলে নিয়েছে। তেমনিভাবে 'ইমরান বিন্ 'হিত্ত্বানের কবরকেও যেন আল্লাহ্ তা'আলা নিজ রহ্মত বর্ষিত না করুক। কারণ, সে একদা এক হতভাগা অপরাধী (যে যুলুম ও অত্যাচার তার ভাগ্যে ছিলো তা সে পেয়েছে) সম্পর্কে বলেছিলো: একজন মুত্তাক্বী মানুষের আঘাত। যে আঘাতের মাধ্যমে তিনি একমাত্র আরশের মালিকের সন্তুষ্টি পাওয়ারই ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। না। সে

ঠিক বলেনি। বরং আমি বলছি, সে আঘাত ছিলো একজন পথভ্রষ্টের আঘাত যে আঘাত তাকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। অচিরেই সে এ আঘাতের দরুন আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষভাজন হবে। যেন তার সে আঘাতের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিলো চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়া"।

এ ঘটনা জানার পর প্রত্যেক অবিবাহিত ব্যক্তি যেন এ ব্যাপারে সতর্ক থাকে যে, সে যেন কোন মেয়েকে শুধু চামড়া সুন্দর দেখে বিবাহ্ না করে। বরং সে যেন তার খাঁটি ধার্মিকতা ও সুন্দর গুণাবলী দেখে।

গ. সাহাবীগণ রাসূল ﷺ ও কুর'আন কর্তৃক অকল্পনীয়ভাবে প্রভাবিত হোন। যা ইতিহাস খ্যাত। নবী ﷺ যখন শ্রেষ্ঠ রাসূল। কুর'আন যখন শ্রেষ্ঠ কিতাব। তাই তাঁর উম্মতও শ্রেষ্ঠ উম্মত। তাঁর সাহাবীগণও শ্রেষ্ঠ মানুষ। সাহাবীগণ যখন রাসূল ﷺ এর নিকট অবস্থান করতেন তখন তাঁদের অবস্থা এমন হতো যে, তাঁদেরকে নিশ্চল ও নিস্তব্ধ মনে করে ভুলবশত তাঁদের মাথায় পাখি বসতে পারতো। আর যখন তাঁরা রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের নিকট চলে যেতেন তখন আর এ অবস্থা থাকতো না।

'হান্যালাহ্ বিন্ উসাইদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ এর ওহীর লেখক তিনি বলেন: একদা আমার সাথে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি আমাকে বললেন: হে 'হান্যালাহ্! তুমি কেমন আছো? আমি বললাম: 'হান্যালাহ্ তো মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন: সুব্হানাল্লাহ্! তুমি কি বললে? আমি বললাম: আমরা যখন রাসূল ﷺ এর নিকট থাকি। তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন আমাদের অবস্থা এমন হয় যে, আমরা যেন নিজ চোখের সামনেই তা দেখতে পাচ্ছি। আর যখন আমরা রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে নিজ স্ত্রী, সন্তান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নিকট চলে যাই তখন আর এ অবস্থা থাকে না। তখন আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আল্লাহ্'র কসম! আমারও তো এমন হয়। তখন আমি ও আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূল ﷺ এর নিকট গেলাম। আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ!

‘হান্যালাহ্ তো মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন: তা কিভাবে? আমি বললাম: আমরা যখন আপনার নিকট থাকি। আপনি যখন আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন আমাদের অবস্থা এমন হয় যে, আমরা যেন নিজ চোখের সামনেই তা দেখতে পাচ্ছি। আর যখন আমরা আপনার কাছ থেকে নিজ স্ত্রী, সন্তান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নিকট চলে যাই তখন আর এ অবস্থা থাকে না। তখন আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন রাসূল ﷺ বললেন:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! إِنْ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلَى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ، وَفِيْ الـذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْـمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِيْ طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَـةُ! سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

“সে সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমরা যদি সর্বদা তেমনই থাকতে যেমনিভাবে আমার নিকট আসলে থাকো এবং সর্বদা তোমরা আল্লাহ্ তা‘আলার যিকির করতে তাহলে ফিরিশ্তাগণ তোমাদের শোয়ার ঘরে ও রাস্তা-ঘাটে গিয়ে তোমাদের সাথে মোসাফাহা করতেন। তবে হে ‘হান্যালাহ্! মনে রাখবে, সময় সময় মানুষের পরিবর্তন হয়। রাসূল ﷺ কথাটি তিনবার বললেন”।

(মুসলিম, হাদীস ২৭৫০)

সাথীর উপর সাথীর কুপ্রভাবের দরুনই মূসা عليه السلام একদা তাঁর প্রভুর নিকট ফাসিক সম্প্রদায় থেকে অবমুক্তি কামনা করেন। আল্লাহ্ তা‘আলার সাহায্য সম্পর্কে যাদের ঈমান একীন দুর্বল এবং যারা নিজ প্রভুর একান্ত অবাধ্য হয়েছে। মূসা عليه السلام যখন তাদেরকে বায়তুল-মাক্বদিসে ঢুকার আবেদন জানালেন তখন তারা তাঁর আবেদনটুকু নাকচ করে দিয়ে তাঁর একান্ত অবাধ্য হয়ে বলে:

﴿ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدۡخُلَهَآ أَبَدٗا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤].

"হে মূসা! তারা ওখানে যতদিন থাকবে আমরা ওখানে ততদিন পর্যন্ত কিছুতেই প্রবেশ করবো না। কাজেই তুমি ও তোমার প্রভু চলে যাও। অতঃপর তাদের সাথে যুদ্ধ করো। নিশ্চয়ই আমরা এখানেই বসে থাকলাম"। (মায়িদাহ: ২৪)

তখন মূসা ﷺ বললেন:

﴿ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ إِلَّا نَفۡسِي وَأَخِيۖ فَٱفۡرُقۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٥].

"হে আমার প্রভু! আমি ও আমার ভাই ছাড়া আর কারোর উপর আমার কোন ক্ষমতা নেই। কাজেই আপনি আমাদেরকে ফাসিক ও অবাধ্য সম্প্রদায় থেকে দূরে সরিয়ে দিন"। (মায়িদাহ: ২৪)

তেমনিভাবে ইব্রাহীম ﷺ তাঁর সম্প্রদায়ের মজলিস প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন:

﴿ وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيّٗا ﴾ [مريم: ٤٨].

"আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে ও তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া ডাকছো। আমি শুধু আমার প্রভুকেই ডাকি। আশা করছি, আমার প্রভুকে ডেকে আমি কখনো বঞ্চিত হবো না"। (মারইয়াম: ৪৮)

তিনি আরো বলেন:

﴿ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهۡدِينِ ﴾ [الصافات: ٩٩].

"আমি আমার প্রভুর দিকে চললাম। তিনি আমাকে অবশ্যই সঠিক পথ দেখাবেন"। (স্বাফ্ফাত: ৯৯)

আর এ যালিম সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহীম ﷺ কে যথেষ্ট সম্মান ও উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَۖ وَكُلّٗا جَعَلۡنَا نَبِيّٗا

﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٤٩ – ٥٠].

"অতঃপর যখন সে তাদেরকে ও তারা যাদের ইবাদত করতো আল্লাহ্ ছাড়া তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক্ব ও ইয়াক্বুব। আর তাদের প্রত্যেককেই আমি নবী বানিয়েছি। এ ছাড়াও আমি তাদেরকে প্রচুর অনুগ্রহ করেছি এবং দিয়েছি সত্যিকার নাম-যশের সুউচ্চ খ্যাতি"। (মারইয়াম: ৪৯-৫০)

এভাবেই কেউ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন বদ্কারকে পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্মানিত করবেন। আর এ কথা নিশ্চিত যে, কেউ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন জিনিসকে পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এর চেয়েও আরো উত্তম প্রতিদান দেন।

তেমনিভাবে আমরা দেখতে পাই, জনৈক বিজ্ঞ আলিম একশ' জনকে হত্যাকারী জনৈক তাওবাহ্কারীকে নিজ এলাকা ও বদ্কার সাথী পরিত্যাগ করে নেককারদের এলাকা ও তাদের সাহচর্য গ্রহণের পরামর্শ দেন। যাতে করে সে বদ্কারদের কুপ্রভাবমুক্ত হয়ে নেককারদের নেক আমলের প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারে। আর এটি হচ্ছে যে কোন ফিতনা থেকে বাঁচার একটি বিশেষ মাধ্যম।

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْساً، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْساً، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاساً يَعْبُدُوْنَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوْءٍ،

فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِباً مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ، وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِيْ صُوْرَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوْهُ فَوَجَدُوْهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَنَأَى بِصَدْرِهِ ثُمَّ مَاتَ، فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ، فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا .

"তোমাদের পূর্বে জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বইটি মানুষ হত্যা করে এর একটি ধর্মীয় সমাধানের জন্য দুনিয়ার সর্বোচ্চ জ্ঞানী ব্যক্তিটির অনুসন্ধান করলে দুর্ভাগ্যবশত তাকে একজন মূর্খ বুযুর্গ ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেয়া হলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো: সে নিরানব্বইটি মানুষ হত্যা করেছে। এরপরও কি তার তাওবাহ্ গ্রহণযোগ্য হবে? বুযুর্গ ব্যক্তি বললো: না। তখন লোকটি তাকেও হত্যা করে তার একশত ব্যক্তির কোটাটি সে পুরিয়ে নিলো। এরপরও সে এর একটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্য দুনিয়ার সর্বোচ্চ জ্ঞানী ব্যক্তিটির অনুসন্ধান করলে তাকে এবার একজন সত্যিকার জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেয়া হলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো: সে নিরানব্বইটি মানুষ হত্যা করেছে। এরপরও কি তার তাওবাহ্ গ্রহণযোগ্য হবে? জ্ঞানী ব্যক্তি বললো: হ্যাঁ। কে আছে তোমার তাওবাহ্'র পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে? তুমি ওমুক এলাকায় যাও। তাতে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতকারী কিছু মানুষ আছে। তাদের সাথে থেকে তুমিও আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করো। তোমার এলাকায় আর ফিরে এসো না। কারণ, তোমার এলাকাটি একটি খারাপ এলাকা। তখন সে উক্ত এলাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলে পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে যায়।

তখন তার ব্যাপারটি নিয়ে রহ্মতের ফিরিশ্তা ও আযাবের ফিরিশ্তাগণের মাঝে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। রহ্মতের ফিরিশ্তাগণ বলেন: লোকটি তাওবাহ্ করে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ধাবিত হয়েছে। আর আযাবের ফিরিশ্তাগণ বলেন: সে তো কখনো ভালো কোন কাজই করেনি। তখন তাঁদের নিকট জনৈক ফিরিশ্তা মানুষের আকার ধরে উপস্থিত হলে তাঁরা তাঁকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেন। তখন তিনি বললেন: তোমরা উভয় এলাকার দূরত্ব মেপে দেখো। যে এলাকাটি তার নিকটবর্তী হবে সে এলাকার লোক হিসেবেই তাকে গণ্য করা হবে। তখন তাঁরা উভয় এলাকার দূরত্ব মেপে দেখলে তাকে তার অভীষ্ট এলাকাটির কিছু নিকটবর্তী পাওয়া যায়। তখন তার রূহ্টি রহ্মতের ফিরিশ্তাগণ নিয়ে যান।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, লোকটি মৃত্যুর সময় তার বুক ঠেলে আরেকটু অগ্রসর হয়। আর তখনই তার মৃত্যু এসে যায়। এদিকে তার ব্যাপারটি নিয়ে রহ্মতের ফিরিশ্তা ও আযাবের ফিরিশ্তাগণের মাঝে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। তখন পরিমাপে সে এক বিঘত সমপরিমাণ নেককারদের এলাকার নিকটবর্তী হয়ে যায়। আর তখন তাকে নেককারদের মধ্যেই শামিল করা হয়"। (মুসলিম, হাদীস ২৭৬৬)

ইসলামী শরীয়তে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে বলা হয়েছে। যাতে করে অন্যরা তার প্রভাবে প্রভাবিত না হয়। উপরন্তু সেও যেন অপরাধটিকে নিজ মন থেকে অতি দ্রুত দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ .

"কোন অবিবাহিত পুরুষ যে কোন অবিবাহিতা মেয়ের সাথে ব্যভিচার করলে উভয়কে একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হয়"। (মুসলিম, হাদীস ১৬৯০)

কোন কোন আলিম বলেছেন: যে কোন ব্যভিচারীকে দেশান্তর করার কারণ এই যে, যাতে সে ব্যভিচারের জায়গাটুকুও ভুলে যায়।

কারণ, একবার ব্যভিচারের পর দ্বিতীয়বার সে জায়গায় আসলে ব্যভিচারের কথা স্মরণ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়বার ব্যভিচারের ইচ্ছা জাগে।

এ জন্যই কোন কোন আলিম বলেছেন: কেউ যদি হজ্জকালীন সময়ে অতি উত্তেজনাবশত নিজ স্ত্রীর সাথে হজ্জ এলাকার কোথাও সহবাস করে ফেলে তাহলে দ্বিতীয়বার তারা উভয় হজ্জ করতে আসলে উক্ত জায়গায় আর একত্রে অবস্থান করবে না। যেন তারা দ্বিতীয়বার ওখানে এসে পূর্বের সহবাসের কথা স্মরণ করে আবারো তাতে পতিত না হয়।

তেমনিভাবে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য একজন নেককারের মেয়ে ও আরেকজন বদ্‌কারের মেয়ে একত্রে একই জায়গায় অবস্থান করতে পারে না। যাতে করে একজন নেককারের মেয়ে আরেকজন বদ্‌কারের মেয়ে কর্তৃক প্রভাবিত না হয়।

এ জন্যই রাসূল ﷺ একজন আল্লাহ্‌'র নবীর মেয়ে ও আরেকজন আল্লাহ্‌'র শত্রুর মেয়ের একই ব্যক্তির স্ত্রী হয়ে একত্রে অবস্থান নিষিদ্ধ করেছেন।

'আলী বিন্ 'হুসাইন (রাহিমাহুল্লাহু ওয়ারাযিয়া আন্ আবীহি) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন তাঁরা 'হুসাইন বিন্ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) এর হত্যার পর ইয়াযীদ্ বিন্ মু'আবিয়া (রাহিমাহুল্লাহু ওয়ারাযিয়া আন্ আবীহি) এর কাছ থেকে মদীনায় ফিরলেন তখন মিস্‌ওয়ার বিন্ মাখরামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন: আমার প্রতি আপনার কোন প্রয়োজন আছে যা আমি পূরণ করতে পারি? 'আলী বিন্ 'হুসাইন (রাহিমাহুল্লাহু ওয়ারাযিয়া আন্ আবীহি) বললেন: না আপনার কিছুই করতে হবে না। অতঃপর মিস্‌ওয়ার বিন্ মাখরামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁকে বললেন: আপনি কি আমাকে রাসূল ﷺ এর তলোয়ারখানা দিয়ে দিবেন? কারণ, আমি এ ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি যে, লোকেরা তলোয়ারখানা আপনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিবে। আল্লাহ্‌'র কসম! আপনি আমাকে তলোয়ারখানা দিয়ে দিলে আমার মৃত্যু পর্যন্ত এর প্রতি আর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অতঃপর তিনি বলেন: একদা 'আলী বিন্ আবু ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর নিজের জন্য ফাত্বিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর উপর আবু

জাহ্লের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। তখন আমি রাসূল ﷺ কে এ মিম্বারে উঠে মানুষকে বক্তব্য দিতে শুনেছি। তখন আমি বালিগ ছিলাম। তিনি বলেন:

إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّيْ، وَإِنِّيْ أَخْوَفُ أَنْ تُفْتَنَ فِيْ دِيْنِهَا، وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى: إِنَّ بَنِيْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذَنُوْنِيْ أَنْ يُنْكِحُوْا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ، إِلاَّ أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِيْ طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِيْ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِيْ بُضْعَةٌ مِنِّيْ، يَرِيْبُنِيْ مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِيْنِيْ مَا آذَاهَا .

"নিশ্চয়ই ফত্বিমা আমারই সন্তান। আর আমি ভয় পাচ্ছি (তার উপর অন্যজন আসলে) তার ধার্মিকতা ফিতনার সম্মুখীন হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হিশাম বিন্ মুগীরাহ্ এর বংশধররা আমার নিকট এ ব্যাপারে অনুমতি চাচ্ছে যে, তারা তাদের মেয়েটিকে 'আলী বিন্ আবু ত্বালিবের কাছে বিয়ে দিবে। আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে কোন অনুমতি দেবো না। আবারো বলছি: আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে কোন অনুমতি দেবো না। আবারো বলছি: আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে কোন অনুমতি দেবো না। তবে আবু ত্বালিবের ছেলে ইচ্ছে করলে আমার মেয়েকে ত্বালাক্ব দিয়ে ওদের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। কারণ, আমার মেয়েটি আমার কলিজার টুকরো। সে কোন ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলে আমিও সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করি। সে কোন ব্যাপারে কষ্ট পেলে আমিও সে ব্যাপারে কষ্ট পাই"।

(বুখারী, হাদীস ৩১১০, ৫২৩০ মুসলিম, হাদীস ১৯০৩, ২৪৪৯)

অনিষ্টকারী, ফ্যাসাদী, কাফির, ফাসিক্ব ও গুনাহ্গারদের সাথে উঠাবসা ও তাদের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ এবং তাদের সাথে চলার কিছু ভয়াবহ পরিণতি:

একজন সাথী যখন তার অন্য সাথী কর্তৃক সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তাই কুর'আন ও বিশুদ্ধ হাদীস কাফির,

মুশ্‌রিক, সন্দিহান, কুর'আন ও হাদীস নিয়ে ঠাট্টাকারী, ফাসাদ সৃষ্টিকারী, যালিম, অত্যাচারী, অন্যের উপর আক্রমণকারী ও গাফিলদের কাছ থেকে দূরে থাকতে আদেশ করেছে। যাতে করে অন্যরা তাদের কুপ্রভাব ও শাস্তি থেকে নিজকে মুক্ত রাখতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

"যখন তোমরা ওদেরকে দেখবে যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাস করছে তখন তাদের থেকে তুমি কেটে পড়ো। যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত হয়। আর যখন শয়তান তোমাকে (আল্লাহ্'র উক্ত আদেশ) ভুলিয়ে দেয় তখন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই আর এ যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না"। (আন্'আম: ৬৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠].

"এ কুর'আনে তিনি তোমাদের উপর এ কথা নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ্'র আয়াতের প্রতি কুফরি ও ঠাট্টা করা হচ্ছে তখন তোমরা এ জাতীয় লোকদের সাথে আর বসবেনা যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনায় মনোযোগী হয়। নচেৎ তোমরা তাদের মতোই অপরাধী হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুনাফিক ও কাফিরদের সবাইকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন"। (নিসা': ১৪০)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الأنعام: ٧٠].

"যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে নিয়েছে আর পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছে তুমি তাদেরকে বর্জন করো"। (আন্'আম: ৭০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾ ﴾ [النجم: ٢٩ – ٣٠].

"কাজেই যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্থিব জীবন ছাড়া সে অন্য কিছু কামনা করে না তুমি তাকে এড়িয়ে চলো। তাদের জ্ঞানের দৌড় তো এ পর্যন্তই। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু খুব ভালো করেই জানেন কে পথভ্রষ্ট হয়েছে আর কে সঠিক পথ পেয়েছে"। (নাজ্ম: ২৯-৩০)

তিনি আরো বলেন:

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [التوبة: ٩٥].

"তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা অচিরেই তোমাদের নিকট আল্লাহ্'র নামে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। কাজেই তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই তারা অপবিত্র। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা যা করেছে এটাই তাদের ন্যায্য প্রাপ্য"। (তাওবাহ্: ৯৫)

তিনি আরো বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۖ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۖ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ ﴾ [آل عمران: ١١٨ – ١١٩].

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ঈমানদারদেরকে ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের ক্ষতি করতে এতটুকুও ত্রুটি করবে না। তারা কেবল তোমাদের দুর্ভোগই কামনা করে। বস্তুতঃ তাদের মুখ থেকে শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে। তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রেখেছে তা তো আরো ভয়ঙ্কর। আমি তোমাদের কাছে তাদের লক্ষণগুলো স্পষ্ট করে দিলাম যদি তোমরা অনুধাবন করে থাকো। তোমরা তো সেই লোক যারা ওদেরকে ভালোবাসে; অথচ তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না। উপরন্তু তোমরা সকল কিতাবে বিশ্বাসী। যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে: আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি গোস্বায় নিজেদের আঙ্গুলের মাথাগুলো কামড়াতে থাকে। তুমি তাদেরকে বলো: তোমরা নিজেদের গোস্বায় মরতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালোভাবেই জানেন"।

(আলি-'ইমরান: ১১৮-১১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمۡ هُزُوٗا وَلَعِبٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَٱلۡكُفَّارَ أَوۡلِيَآءَۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٥٧ وَإِذَا نَادَيۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوٗا وَلَعِبٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡقِلُونَ ٥٨ ﴾ [المائدة: ٥٧ – ٥٨].

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আহ্লে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তু বানিয়েছে তাদেরকে এবং অন্যান্য সকল কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহ্কে ভয় করো যদি তোমরা ঈমানদার হও। তোমরা যখন নামাযের জন্য আযান দাও তখন তারা সেটিকে খেল-তামাশা হিসেবে গ্রহণ করে। আর তা এ জন্য যে, তারা হলো একটি নির্বোধ সম্প্রদায়"। (মায়িদাহ্: ৫৭-৫৮)

আল্লাহ্ তা'আলা যালিমদের সাথে উঠাবসা ও তাদের প্রতি কোন ধরনের দুর্বলতা দেখাতে নিষেধ করেছেন। যাতে করে তাদের দ্বারা

প্রভাবিত হয়ে একদা নিজেরাও যালিম না হয়ে যায় এবং তাদের শাস্তি থেকেও নিজেরা নিরাপদ থাকতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ [هود: ١١٣].

"তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। তখন আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তোমাদের অভিভাবক হবে না। অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্যও করা হবে না"। (হূদ: ১১৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَّأَذَقْنَٰكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ ﴾ [الإسراء: ٧٤ – ٧٥].

"আমি তোমাকে দৃঢ় না রাখলে তুমি তাদের প্রতি কিছু না কিছু ঝুঁকেই পড়তে। আর তখন আমি তোমাকে এ দুনিয়ায় দ্বিগুণ এবং পরকালেও দ্বিগুণ আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতাম। তখন তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পেতে না"। (ইসরা/বানী ইসরাঈল: ৭৪-৭৫)

তিনি আরো বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُواْ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴾ [الممتحنة: ١٣].

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না যাদের প্রতি আল্লাহ্ রাগান্বিত। তারা পরকাল সম্পর্কে তেমনি নিরাশ যেমন কবরবাসী কাফিররাও নিরাশ"। (মুমতাহিনাহ্: ১৩)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে মসজিদে যিরারে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। কারণ, তা ছিলো মুনাফিকদের আড্ডা। যাতে করে

সাধারণ মুমিনগণ তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسۡجِدٗا ضِرَارٗا وَكُفۡرٗا وَتَفۡرِيقَۢا بَيۡنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَإِرۡصَادٗا لِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبۡلُۚ وَلَيَحۡلِفُنَّ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّا ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ١٠٧ لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدٗاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ﴾[التوبة:١٠٧-١٠٨] .

"আর যারা মসজিদ তৈরি করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরি ও মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং যারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের ঘাঁটি হিসেবে। তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে: আমাদের উদ্দেশ্য তো একেবারেই সৎ; অথচ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তুমি সে মসজিদে কখনো দাঁড়াবে না। শুরু থেকেই যে মসজিদের ভিত্তি তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত তাতে দাঁড়ানো অধিক শ্রেয়। তাতে এমন কিছু লোক আছে যারা অত্যধিক পবিত্রতা পছন্দ করে। আর আল্লাহ্ অত্যধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন"। (তাওবাহ্: ১০৭-১০৮)

শরীয়তে ফিতনা ও ফিতনার জায়গাগুলো থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। যাতে করে ফিতনায় পড়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার ঈমানটুকুও হারিয়ে না বসে।

আবু সা'ঈদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

"অচিরেই একজন মোসলমানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে ছাগল। যা নিয়ে সে একদা পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে ও পানির জায়গায় যাবে ফিতনা থেকে রক্ষা করার মানসে"। (বুখারী, হাদীস ১৯)

আবু সা'ঈদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! মানুষের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، قَالُوْا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، يَتَّقِيْ اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ .

"এমন একজন মু'মিন যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ'র পথে জিহাদ করে। সাহাবীগণ বললেন: তারপর কে? তিনি বললেন: এমন একজন মু'মিন যে গিরিপথে অবস্থান করছে। নিজে তো আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করছেই তেমনিভাবে অন্যদেরকেও নিজ অনিষ্ট থেকে রেহাই দিচ্ছে"। (বুখারী, হাদীস ২৭৮৬ মুসলিম, হাদীস ১৮৮৮)

সালামাহ্ বিন্ আক্ওয়া' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: তিনি একদা 'হাজ্জাজের নিকট গেলে হাজ্জাজ তাঁকে বললো: হে ইব্নু আক্ওয়া'! আপনি তো মুরতাদ্ হয়ে গেলেন। মরু এলাকায় ফিরে গেলেন কেন? তিনি বললেন: না। বরং আমাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মরু এলাকায় যেতে অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী, হাদীস ৭০৮৭)

তেমনিভাবে ইতিপূর্বে জনৈক বিজ্ঞ আলিমের কথা আলোচনা করা হয়েছে যিনি একশ' ব্যক্তিকে হত্যাকারী জনৈক লোককে তার খারাপ এলাকা ছেড়ে নেককারদের এলাকায় যেতে বলেছেন তাঁদের সাথে থেকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করার জন্য। যাতে করে সে তাওবাহ্'র পর আবারো খারাপ কর্তৃক প্রভাবিত না হয়।

অনুরূপভাবে আমাদেরকে দাজ্জাল থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। যাতে করে কেউ তার ফিতনায় প্রভাবিত না হয়।

'ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيْهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ .

"কেউ দাজ্জালের খবর পেলে সে যেন তার থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। কারণ, আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছি, জনৈক ব্যক্তি তার কাছে আসবে। তার বিশ্বাস সে একজন খাঁটি মু'মিন। অতঃপর সে দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাবে। কারণ, সে দাজ্জালের নিকট কিছু সন্দেহ মূলক কর্মকাণ্ড দেখতে পাবে"।

(আহ্মাদ: ৪/৪৩১ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩১৯ স'হী'হুল-জা'মি', হাদীস ৬১৭৭)

তেমনিভাবে রাসূল ﷺ হিজড়াদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়ার আদেশ করেন। যাতে করে অন্যের উপর তাদের খারাপ প্রভাব না পড়ে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْـمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْـمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ، وَأَخْرَجَ فُلاَناً، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَناً .

"নবী ﷺ মেয়ে মার্কা পুরুষ তথা হিজড়া এবং পুরুষ মার্কা মেয়েদেরকে লা'নত করেছেন। তিনি বলেন: তোমরা ওদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন: নবী ﷺ নিজেও জনৈক হিজড়াকে ঘর থেকে বের করে দেন এবং 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও জনৈক হিজড়াকে ঘর থেকে বের করে দেন"। (বুখারী, হাদীস ৬৮৩৪)

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা তাঁর ঘরেই ছিলেন। এ দিকে জনৈক হিজড়াও তাঁর ঘরে ছিলো। হিজড়াটি উম্মু সালামাহ্'র ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবু উমাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বললো: আল্লাহ্ তা'আলা যদি আগামীতে তোমাদের জন্য ত্বায়িফ এলাকা জয় করে দেন তাহলে আমি তোমাকে গাইলানের মেয়েকে বিবাহ্ করার প্রস্তাব করবো। কারণ, তার পেটে সামনের দিকে চারটি এবং পেছনের দিকে আটটি ভাঁজ রয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন:

لاَ يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ .

"এ যেন আর তোমাদের কাছে না আসে"।

(বুখারী, হাদীস ৫২৩৫ মুসলিম, হাদীস ১৭১৫)

অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ খারাপ কাজ পরিত্যাগ করতে বলেছেন। যাতে করে খারাপের প্রভাবে সেও একদা জাহান্নামবাসী না হয়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ .

"আর সত্যিকার মুহাজির সে ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধ করা বস্তুগুলো পরিত্যাগ করতে পেরেছে"। (বুখারী, হাদীস ১০)

তেমনিভাবে শরীয়তে লা'নতকারী পুরুষ ও সতী মহিলা অথবা আল্লাহ্'র রোষানলে পতিতা মহিলা ও সৎ পুরুষকে একে অপর থেকে দূরে থাকা ও পৃথক হয়ে যাওয়ার বিধান করা হয়েছে। যাতে করে খারাপের প্রভাব ভালোর উপর না পড়ে। মূলতঃ কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে এবং স্ত্রী তা অস্বীকার করলে উপরন্তু তাদের মাঝে কোন সাক্ষী বিদ্যমান না থাকলে পুরুষ মিথ্যুক হলে তার উপর লা'নত আর মহিলা মিথ্যুক হলে তার উপর আল্লাহ্'র গযব কামনা করা হয়।

বানূ সা'য়িদাহ্ গোত্রের লোক সাহ্ল বিন্ সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক আন্সারী সাহাবী রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বলেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার কি মতামত বলুন। জনৈক পুরুষ তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচার করতে দেখলো। সেকি লোকটিকে হত্যা করবে না অন্য কিছু করবে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে সূরা নূরে পরস্পর লা'নতের আয়াত নাযিল করেন। তখন নবী ﷺ বলেন:

قَدْ قَضَى اللهُ فِيْكَ وَفِيْ امْرَأَتِكَ .

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উভয় স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে ফায়সালা নাযিল করেছেন"। (বুখারী, হাদীস ৫৩০৯ মুসলিম, হাদীস ১৪৯২)

বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর তারা উভয়ে মসজিদের ভেতরে একে অপরকে লা'নত করলো। আমি এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। যখন তারা লা'নতের কাজ শেষ করলো তখন পুরুষটি বললো: হে আল্লাহ্'র রাসূল!

এরপরও আমি তাকে আমার স্ত্রী হিসেবে মেনে নিলে আমি তো মিথ্যুক সেজে যাবো। অতঃপর সে রাসূল ﷺ আদেশের আগেই তার স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিয়ে তার থেকে পৃথক হয়ে গেলো। আর তখন থেকেই পরস্পর লা'নতকারীদের মাঝে একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার বিধান চালু হয়।

এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা বানী ইসরা'ঈলের কাফিরদেরকে অন্য কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের দরুন লা'নত করেন। আর এ লা'নতের মূল কারণই হচ্ছে অন্য কাফিরদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব ও সাহচর্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ٧٨ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ٧٩ تَرَىٰ كَثِيرٗا مِّنۡهُمۡ يَتَوَلَّوۡنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ لَبِئۡسَ مَا قَدَّمَتۡ لَهُمۡ أَنفُسُهُمۡ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَفِي ٱلۡعَذَابِ هُمۡ خَٰلِدُونَ ٨٠ وَلَوۡ كَانُواْ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمۡ أَوۡلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُمۡ فَٰسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨ – ٨١].

"বানী ইসরা'ঈলদের কাফিরদেরকে দাঊদ্ ও মারইয়াম পুত্র 'ঈসা (আলাইহিমাস্-সালাম) এর মুখে লা'নত করা হয়েছে। আর তা এ জন্য যে, তারা ছিলো অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা নিজ চোখে অসৎ কর্ম দেখেও একে অপরকে তা থেকে নিষেধ করতো না। তাদের এ ধরনের আচরণ খুবই নিকৃষ্ট ছিলো। তাদের অনেককেই তুমি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তারা যা করেছে তা ছিলো খুবই নিকৃষ্ট কাজ। যার দরুন আল্লাহ্ তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তারা পরকালে চিরস্থায়ীভাবে আযাবে নিমজ্জিত হবে। তারা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর নবী এবং তাঁর উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনতো তাহলে তারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। মূলতঃ তাদের

অধিকাংশই ফাসিক্ব”। (মায়িদাহ্: ৭৮-৮১)

তেমনিভাবে শরীয়তে বিদ্'আতীদের সাথে উঠাবসা করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যাতে করে তাদের কুপ্রভাব অন্যদের উপর না পড়ে।

ইয়াহ্য়া বিন্ ইয়া'মুর (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: তাক্বদীর নিয়ে সর্ব প্রথম অমূলক কথা বলেছে বস্রা এলাকার মা'বাদ আল্জুহানী। সে সময় আমি ও 'হুমাইদ বিন্ আব্দুর রহ্মান 'হিম্য়ারী হজ্জ কিংবা 'উমরাহ্ করতে গিয়েছিলাম। তখন আমরা উভয়ে পরামর্শ করলাম, যদি রাসূল ﷺ এর কোন সাহাবীকে তাক্বদীর সম্পর্কে বর্তমানে যে অমূলক আলোচনাগুলো হচ্ছে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা যেতো! ভাগ্যক্রমে আমরা দেখলাম, আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) মসজিদে প্রবেশ করছেন। তখন আমি ও আমার সাথী তাঁকে তাঁর ডান ও বাম দিক থেকে ঘিরে নিলাম। আমার ধারণা, আমার সাথী আমাকেই তাঁর সাথে কথা বলার দায়িত্ব দিয়েছে। তখন আমি বললাম: হে আবু আব্দুর রহ্মান! আমাদের ওদিকে এমন কিছু লোক বেরিয়েছে যারা কুর'আনও পড়ে এবং ধর্মীয় জ্ঞানও শিখে; অথচ তারা বলছে: তাক্বদীর বলতে কিছুই নেই। সব কিছু নতুনভাবেই ঘটছে। তা ঘটার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তখন তিনি বললেন: তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে বলবে: তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্কই নেই। আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছি: তাদের কেউ যদি উ'হুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ সাদাকা করে তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করবেন না যতক্ষণ না সে তাক্বদীরে বিশ্বাস করে। (মুসলিম, হাদীস ৮)

ইমাম দারিমী (রাহিমাহুল্লাহ্) আইয়ূব (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন:

لاَ تُجَالِسُوْا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، وَلاَ تُجَادِلُوْهُمْ فَإِنِّيْ لاَ آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوْكُمْ فِيْ ضَلاَلَتِهِمْ أَوْ يَلْبِسُوْا عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ .

“তোমরা প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠাবসা এমনকি তাদের সাথে

তর্কও করো না। কারণ, আমি ভয় পাচ্ছি তারা তোমাদেরকে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করবে অথবা তোমাদের জানা কথায় সন্দেহ ঢুকিয়ে দিবে"। (দারিমী: ১০৮)

আইয়ূব (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: সা'ঈদ্ বিন্ যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) আমাকে ত্বাল্ক বিন্ 'হাবীবের নিকট বসতে দেখে বললেন:

أَلَمْ أَرَكَ تَجْلِسُ إِلَى طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ؟! لاَ تُجَالِسَنَّهُ .

"আমি কি তোমাকে ত্বাল্ক বিন্ 'হাবীবের নিকট বসতে দেখিনি?! তার কাছে আর কখনোই বসবে না"। (দারিমী: ১০৮)

ত্বাল্কের সাথে উঠাবসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, সে মুরজিয়াহ্ মতবাদে বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত ছিলো।

ইমাম দারিমী (রাহিমাহুল্লাহ্) 'হাসান ও ইবনু সীরীন (রাহিমাহুমাল্লাহ্) থেকে আরো বর্ণনা করেন তিনি বলেন: তাঁরা বললেন:

لاَ تُجَالِسُوْا أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ، وَلاَ تُجَادِلُوْهُمْ، وَلاَ تَسْمَعُوْا مِنْهُمْ .

"তোমরা প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠাবসা ও ঝগড়া করো না। এমনকি তাদের কথাও শুনো না"। (দারিমী: ১১০)

এমনকি শরীয়তে অপরাধীদেরকে যে কোনভাবে সহযোগিতা করা এবং তাদের প্রতি কোন ধরনের দুর্বলতা দেখাতেও নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَٰفِرِينَ ﴾ [القصص: ٨٦] .

"কাজেই তুমি কখনো কাফিরদের সহযোগী হয়ো না"। (ক্বাসাস: ৮৬)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ [هود: ١١٣] .

"তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। অন্যথায় তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। তখন আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কেউই সহায় হবে না। অতএব তোমাদেরকে তখন কোন সাহায্যই করা হবে না"। (হূদ : ১১৩)

মূসা ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার উপরোক্ত নির্দেশ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿ رَبِّ بِمَآ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِيرٗا لِّلۡمُجۡرِمِينَ ﴾ [القصص: ١٧].

"হে আমার প্রভু! তুমি যেহেতু আমার উপর অনুগ্রহ করেছো। কাজেই আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না"। (ক্বাসাস: ১৭)

একদা 'হাত্বিব বিন্ বাল্তা'আহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মক্কার মুশ্রিকদেরকে চিঠি দিয়ে যুদ্ধের সংবাদ জানিয়ে তাদের প্রতি যখন এতটুকু দয়া করতে চেয়েছিলেন তখন তাঁর উপর যা নাযিল হয় তা নিম্নরূপ:

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ আমাকে এবং যুবাইর ও মিক্বদাদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে একটি বিশেষ মিশনে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন:

ائْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوْهُ مِنْهَا .

"তোমরা রাওযাতু খাখ নামক এলাকায় গিয়ে দেখতে পাবে তাতে একজন মহিলা রয়েছে। তার সাথে একটি চিঠিও রয়েছে। তোমরা উক্ত চিঠিটি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবে"।

(বুখারী, হাদীস ৪৮৯০ মুসলিম, হাদীস ২৪৯৪)

বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর আমরা দ্রুত রওয়ানা করলাম। আমাদের ঘোড়াগুলো দ্রুত ছুটছিলো। কিছু দূর পর সে মহিলার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। আমরা তাকে বললাম: চিঠিটি বের করো। সে বললো: আমার কাছে কোন চিঠিই নেই। আমরা বললাম: অবশ্যই চিঠিটি বের করে দিবে নতুবা তুমি নিজ সমুদয় কাপড় খুলে দেখাবে যে, তোমার কাছে কোন চিঠিই নেই। এরপর সে তার চুলের বেণী থেকে চিঠিটি বের করে দিলো। আমরা চিঠিটি নিয়ে রাসূল ﷺ এর নিকট

আসলাম। তাতে লেখা ছিলো: 'হাত্বিব বিন্ আবু বাল্‌তা'আহ্ থেকে মক্কার কিছু মুশ্‌রিকদের নিকট। তাতে তিনি তাদেরকে রাসূল ﷺ এর যুদ্ধের কিছু ব্যাপার জানিয়ে দিয়েছেন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

يَا حَاطِبُ! مَا هَذَا؟ .

"হে 'হাত্বিব! এটা কী?"

'হাত্বিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: হে রাসূল! আপনি আমার ব্যাপারে দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না। আমি একদা মক্কায় থাকাবস্থায় তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতাম। মূলতঃ আমি তাদের কেউই ছিলাম না। এ দিকে আপনার সকল সাহাবীর আত্মীয়-স্বজন মক্কায় রয়েছে যারা তাঁদের পরিবারবর্গকে হিফাযত করবে। তাই আমি চেয়েছিলাম, মক্কায় যখন আমার বংশের কেউ নেই তাহলে আমি তাদেরকে একটু দয়া করি যার বিনিময়ে তারা আমার পরিবারবর্গকে হিফাযত করবে। আমি কখনো তা মুরতাদ্ বা কাফির হয়ে করিনি। না আমি ইসলামের পর কুফরিকে পছন্দ করি। তখন নবী ﷺ বললেন: صَدَقَ

"লোকটি সত্য বলেছে"।

তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: হে রাসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এ মুশ্‌রিকের গরদান উড়িয়ে দেবো। তখন নবী ﷺ বললেন:

إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ .

"সে তো বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তুমি কি জানো! আল্লাহ্ তা'আলা একদা বদরীদের প্রতি উঁকি দিয়ে বললেন: তোমরা যাচ্ছেতাই করো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি"।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ

وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَـٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الممتحنة: ١] .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা অস্বীকার করছে। রাসূল ﷺ এবং তোমাদেরকে (মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছে। এ কারণে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্'র উপর ঈমান এনেছো। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বের হয়ে থাকো তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছো? আমি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানি। তোমাদের যে কেউই উক্ত কাজ করে সে অবশ্যই সঠিক পথ হতে বিচ্যুত"। (মুম্‌তা'হিনাহ্ : ১)

এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা কিছু লোককে তিরস্কার করে বলেন:

﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠] .

"এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে তাকে ও তার বংশধরকে বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়ে নিচ্ছো। অথচ তারা তোমাদের একান্ত শত্রু। যালিমদের এ বিনিময় কতোই না নিকৃষ্ট!" (কাহ্‌ফ: ৫০)

কিছু লোক যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি খুবই কম। তবে পেটে খুবই চর্বি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বৈঠক সম্পর্কে যা নাযিল করেছেন তা নিম্নরূপ:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা কা'বা শরীফের নিকট তিনিটি লোক একত্রিত হয়েছে। তাদের দু'জন কুরাইশ বংশের আরেকজন বানু সাক্বীফ বংশের কিংবা তাদের দু'জন সাক্বাফী আরেকজন কুরাশী। তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম। পেটে খুবই চর্বি। তাদের একজন বলে: তোমাদের কি মনে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কি

আমাদের সব কথা শুনেন? আরেকজন বললো: তিনি আমাদের উচ্চস্বরের কথাগুলো শুনেন। নিচুস্বরের কথাগুলো শুনেন না। অন্যজন বললো: তিনি যদি উচ্চস্বরে বললে শুনেন তাহলে নিচুস্বরে বললেও তিনি অবশ্যই শুনবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন:

﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾ [فصلت: ٢٢ – ٢٣] .

"দুনিয়াতে তো তোমরা এ ভেবে অপরাধগুলো লুকিয়ে করতে না যে, একদা তোমাদের কান, চোখ ও চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। বরং তোমরা এমন মনে করতে যে, তোমরা যা করো তার অধিকাংশই আল্লাহ্ জানেন না। এটি হচ্ছে তোমাদের ভুল ধারণা যা তোমরা তোমাদের প্রভু সম্পর্কে পোষণ করতে। আর এটিই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হয়ে গেলে"। (ফুস্সিলাত: ২২-২৩) (বুখারী, হাদীস ৭৫২১ মুসলিম, হাদীস ৭৭৫)

এভাবেই নূহ্ عليه السلام এর সম্প্রদায় যখন তাদের মধ্যকার এমন লোকটির অনুসরণ করলো যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব নেমে আসে এবং তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়া ও জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়। তখন তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যকারী পায়নি।

এমনকি যালিমদের মৃত্যুর পরও তাদের এলাকায় যাওয়া নিষেধ। কখনো কোন কারণে সেখানে যাওয়া হলে কাঁদতে কাঁদতে যেতে হবে এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে।

নবী ﷺ একদা নিজ সাহাবীগণকে কিছু আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের এলাকায় যেতে নিষেধ করেছেন। তবে সেখানে যেতে হলে কাঁদতে কাঁদতে যেতে হবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা হিজ্‌রবাসীদের সম্পর্কে বললেন:

لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ

"তোমরা এ শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের এলাকায় যেও না। তবে ক্রন্দনরত অবস্থায় যেতে পারো। তা নাহলে সেখানে যাবে না। যেন তোমরা সে শাস্তিতে পতিত না হও যাতে ওরা পতিত হয়েছে"।

(বুখারী, হাদীস ৩৩৮১ মুসলিম, হাদীস ২৯৮০)

কা'ব বিন্ মালিক ও তাঁর সাথীদ্বয় ﷺ এর ঘটনা:

তাঁরা অলসতাবশত রাসূল ﷺ এর সাথে তাবুক এলাকায় যুদ্ধ করতে যাননি। তখন তাঁদের ব্যাপারে যা নাযিল হয়েছে তা নিম্নরূপ:

কা'ব বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: এমন কোন যুদ্ধ হয়নি যাতে আমি রাসূল ﷺ এর সাথে অংশগ্রহণ করিনি। তবে আমি তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি। এ দিকে আমি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে পারিনি। তবে নবী ﷺ সে ব্যাপারে কাউকে তিরস্কার করেননি। রাসূল ﷺ ও মোসলমানরা তখন কুরাইশদের বাণিজ্যিক ছোট দলটিকে আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। আর ইতিমধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে একান্ত আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় শত্রু পক্ষের সাথে যুদ্ধ বেধে যায়। তবে আমি রাসূল ﷺ এর সাথে আক্বাবাহ্'র রাত্রিতে উপস্থিত ছিলাম। যখন আমরা ইসলামকে রক্ষার উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি। আর এ রাতের পরিবর্তে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা আমার নিকট এতো আকর্ষণীয় নয়। যদিও বদর যুদ্ধ মোসলমানদের নিকট অতি পরিচিত যুদ্ধ। তিনি বলেন: তাবুক যুদ্ধে আমার ব্যাপারটি এমন ছিলো যে, আমি রাসূল ﷺ এর সাথে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি। অথচ আমি সে সময় ছিলাম বেশি শক্তিশালী ও স্বচ্ছল। আল্লাহ্'র কসম! আমি ইতিপূর্বে কখনো দু'টি বাহন একত্রে জোগাড় করতে পারিনি। অথচ এ যুদ্ধের সময় তা করতে পেরেছি। রাসূল ﷺ এ যুদ্ধটি করেছিলেন অত্যন্ত কঠিন গরমের সময়। পথও ছিলো অনেক দূরের। শত্রু সংখ্যাও ছিলো অনেক বেশি।

এ জন্য তিনি ব্যাপারটি মোসলমানদেরকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। যাতে তারা জেনেশুনে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। অতএব রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে নিজেদের গন্তব্যের কথা জানিয়ে দিলেন। আর তখন মোসলমানদের সংখ্যাও বেশি ছিলো। যাদের সঠিক সংখ্যা জানা তখনকার জন্য দুরূহ ছিলো। এমন লোক তখন খুব কমই ছিলো যে যুদ্ধে অনুপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতো। কারণ, সে জানে ওহী আসা পর্যন্তই সে লুকিয়ে থাকতে পারে। আর বেশি নয়। রাসূল ﷺ তখনই যুদ্ধটি করেছিলেন যখন ফল পেকে গিয়েছে এবং বাগান ছিলো ছায়ায় আচ্ছন্ন। আর বাগানের দিকেই আমার ঝোঁক ছিলো তখন বেশি। রাসূল ﷺ ও মোসলমানরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে। ভোর বেলায় উঠে আমি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবো নেবো ভাবছিলাম। অথচ আমি ফিরে আসলাম। যুদ্ধের কোন প্রস্তুতিই আমার নেয়া হয়নি। আর আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এতো আমার জন্য কোন কঠিন বিষয় নয়। আমি যখনই ইচ্ছা করবো তখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারবো। এভাবেই আমার দিনগুলো পার হতে লাগলো। আর সবাই কঠিন প্রস্তুতি নিতে লাগলো। একদা এক ভোর বেলায় রাসূল ﷺ মোসলমানদেরকে নিয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। অথচ আমি এখনো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইনি। ভোর বেলায় উঠে আমি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবো নেবো ভাবছিলাম। অথচ আমি ফিরে আসলাম। যুদ্ধের কোন প্রস্তুতিই আমার নেয়া হয়নি। এভাবেই আমার দিনগুলো পার হতে লাগলো। আর সবাই দ্রুত গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। তারা অনেক দূর চলে গেলো। তারপরও আমি ভাবছিলাম, এখন রওয়ানা করলেও আমি তাদেরকে পেয়ে যাবো। আফসোস! আমি যদি তখন তা করতাম। মূলতঃ আমার ভাগ্যে তা ছিলো না। রাসূল ﷺ চলে যাওয়ার পর আমি যখনই মানুষের মাঝে চলাফেরা করতাম তখনই এ কথা ভেবে আমার মনে কষ্ট লাগতো যে, আমার মতো আর কেউ নেই। শুধু দেখছি মুনাফিক ও অক্ষম ব্যক্তিদেরকে। রাসূল ﷺ তাবুকে যাওয়া পর্যন্ত আমার কথা একবারও স্মরণ করেননি। তাবুকে পৌঁছে তিনি সবাইকে নিয়ে বসাবস্থায় বললেন: কা'ব বিন্ মালিক কোথায়? বানু সালামাহ্'র জনৈক ব্যক্তি বললেন: হে

আল্লাহ্'র রাসূল! জামা-কাপড় ও স্বাস্থ্যের অহঙ্কারে সে যুদ্ধে আসেনি। মু'আয বিন্ জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বলেছো। হে আল্লাহ্'র রাসূল! আল্লাহ্'র কসম! সে একজন ভালো মানুষ। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ করে গেলেন। এমতাবস্থায় তিনি দূর থেকে একজন সাদা কাপড় পরিহিত ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। যে মরীচিকা অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: এ যেন আবু খাইসামাহ্। বাস্তবে তাই হলো। এ আবু খাইসামাহ্ই একদা এক সা' (দু' কিলো চল্লিশ গ্রাম) পরিমাণ খেজুর সাদাকা করলে মুনাফিকরা তাকে তিরস্কার করে।

কা'ব বিন্ মালিক বলেন: যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবুক থেকে ফিরে আসছেন বলে আমার নিকট খবর পৌঁছালো তখন আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তখন আমি অনেক মিথ্যা কথা স্মরণ করছিলাম। যাতে আমি আগামীতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রোষানল থেকে বাঁচতে পারি। আর এ ব্যাপারে আমি আমার পরিবারের সকল বুদ্ধিমানের পরামর্শ নিচ্ছি। যখন আমাকে বলা হলো: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৌঁছে গেছেন তখন আমার মাথা থেকে সকল মিথ্যা কথা দূর হয়ে গেলো। তখন আমি নিশ্চিত হলাম, আমি মিথ্যা কিছু বলে তাঁর কাছ থেকে ছাড়া পাবো না। তাই আমি সত্য কথা বলারই প্রতিজ্ঞা করলাম। এ দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকাল বেলায় পৌঁছে গেলেন। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অভ্যাস ছিলো তিনি সফর থেকে এসে প্রথম মসজিদে ঢুকে দু' রাক'আত নামায পড়তেন। অতঃপর মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি বসতেন। এ দিকে যুদ্ধে না যাওয়া সকল মুনাফিক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে কসম খেয়ে নিজেদের ওযর পেশ করলো। তারা ছিলো সংখ্যায় আশি জনেরও বেশি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বাহ্যিক কথাগুলো মেনে নিয়ে তাদেরকে নতুনভাবে বায়'আত করে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইলেন। আর তাদের ভেতরের ব্যাপারটুকু আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সোপর্দ করলেন। এ দিকে আমি এসে তাঁকে সালাম দিলে তিনি রাগের মুখে মুচকি হেসে বললেন: এ দিকে আসো। তখন আমি আরো সামনে গিয়ে একেবারে তাঁর সামনেই বসলাম। তিনি আমাকে বললেন: কেন যুদ্ধে

গেলে না? তুমি কি যুদ্ধের বাহন কেনোনি? আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আল্লাহ্'র কসম! আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়ার আর কারোর নিকট বসতাম তাহলে আমি যে কোন ওযর পেশ করে তার রাগ থেকে মুক্তি পেতাম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। তবে আল্লাহ্'র কসম! আমি এ কথা বিশ্বাস করি যে, আমি যদি আজ আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলি তাহলে আপনি আমার উপর খুশি হবেন ঠিকই। তবে অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আমার উপর নারাজ করে দিবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি তাহলে আপনি আমার উপর রাগ করবেন ঠিকই। তবে আমি তাতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উত্তম প্রতিদানই কামনা করছি। আল্লাহ্'র কসম! আমার কোন ওযরই ছিলো না। আল্লাহ্'র কসম! আমি এ সময় সব চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন:

أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيْكَ .

"এ তো সত্য কথা বলেছে। অতঃপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি চলে যাও। আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছি"।

তাই আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। এ দিকে বানু সালামাহ্ গোত্রের কিছু লোক আমার কাছে এসে বললো: আল্লাহ্'র কসম! আমরা ইতিপূর্বে কখনো তোমাকে গুনাহ্ করতে দেখিনি। তুমি কি এতোই অক্ষম হয়ে পড়েছো যে, রাসূল ﷺ এর নিকট কোন ওযর পেশ করতে পারলে না। যেমনিভাবে ওযর পেশ করলো যুদ্ধ থেকে পিছে থাকা অন্যান্যরা। রাসূল ﷺ এর ইস্তিগ্ফারই তোমার এ গুনাহ্'র জন্য যথেষ্ট ছিলো।

কা'ব বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: তারা আমাকে বারবার তিরস্কার করছিলো। এমনকি আমার ইচ্ছে হলো রাসূল ﷺ এর কাছে গিয়ে আবার এ কথা বলি যে, আমি ইতিপূর্বে ভুল বলেছি। আমার অবশ্যই ওযর ছিলো। তবে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম: আমার মতো

আর কেউ আছে? যে আমার মতো অপরাধ স্বীকার করেছে। তারা বললো: হাঁ। তোমার মতো আরো দু' জন আছে। যারা তোমার মতোই অপরাধ স্বীকার করেছে। তাদেরকেও তাই বলা হয়েছে যা তোমাকে বলা হয়েছে। আমি বললাম: তারা কে? তারা বললো: মুরারাহ্ বিন্ রাবী'আহ্ আল-'আমিরী ও হিলাল বিন্ উমাইয়াহ্ আল-ওয়াক্বিফী। কা'ব বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: তারা এমন দু'জন নেককার ব্যক্তির নাম বলেছে। যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। যারা আমার জন্য অনুসরণীয়। অতএব আমি তাদের কথা শুনে আর পেছনে গেলাম না। বরং সামনেই অগ্রসর হলাম। এ দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল মোসলমানকে আমাদের তিনজনের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: অতএব আমরা মানুষজন থেকে দূরে সরে গেলাম। তারা এখন আমাদের জন্য অপরিচিত হয়ে গেলো। এমনকি এ দুনিয়াটাই আমার নিকট অপরিচিত মনে হলো। যেন আমি এ দুনিয়াটাকে আর চিনি না। এভাবেই পঞ্চাশ দিন কেটে গেলো। এ দিকে আমার সাথীদ্বয় ঘরে বসে গেলো। সর্বক্ষণ কান্নাকাটি করতে লাগলো। তবে আমি কিন্তু যুবক। আমি ঘরে বসে থাকতে পারছি না। আমি পাঁচ বেলা নামাযে জামাতে উপস্থিত হই। বাজারে ঘুরাফেরা করি। কেউ আমার সাথে কথা বলে না। নামায শেষে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসে থাকেন তখন আমি তাঁকে সালাম দেই। মনে মনে বলি: তিনি কি সালামের উত্তর দেয়ার জন্য নিজ ঠোঁট মোবারক নেড়েছেন না কি নাড়াননি? অতঃপর আমি তাঁর নিকটেই নামায পড়ি। আর কানা চোখে তাঁর দিকে তাকাই। আমি যখন নামাযে মনোযোগ দেই তখন তিনি আমার দিকে তাকান। আর আমি যখন তাঁর দিকে তাকাই তখন তিনি তাঁর চোখখানা আমার দিক থেকে ফিরিয়ে নেন। এভাবেই মোসলমানদের কঠোরতা যখন বেড়েই গেলো তখন আমি একদা আমার চাচাতো ভাই আবু ক্বাতাদাহ্'র দেয়াল টপকে তার নিকট উপস্থিত হলাম। সে ছিলো আমার সব চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। আমি তাকে সালাম দিলাম। আল্লাহ্'র কসম! সে আমার সালামের উত্তর দেয়নি। আমি তাকে বললাম: হে আবু ক্বাতাদাহ! আমি আল্লাহ্'র কসম দিয়ে

তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জানো? আমি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ কে ভালোবাসি। সে চুপ থাকলো। কোন কথাই বললো না। আমি আবারো তাকে আল্লাহ্'র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। সে চুপ থাকলো। কোন কথাই বললো না। আমি আবারো তাকে আল্লাহ্'র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন সে বললো: আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এ সম্পর্কে ভালোই জানেন। তখন আমার দু' চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় পানি পড়তে লাগলো। আর আমি তার কাছ থেকে চলে গেলাম।

এ দিকে আমি একদা মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। আর শাম এলাকার জনৈক খাদ্য বিক্রেতা কৃষক ডেকে ডেকে বলছিলো: কে আমাকে কা'ব বিন্ মালিকের সন্ধান দিবে? লোকেরা তাকে আমার দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলো। অতঃপর সে আমার কাছে এসে গাস্সান রাষ্ট্রপতির একটি চিঠি দিলে আমি তা পড়ে দেখলাম। তাতে রয়েছে, সালাম বাদ কথা হলো এই যে, আমি শুনতে পেয়েছি তোমার সাথী নাকি তোমার উপর যুলুম করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তো তোমাকে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার এলাকায় থাকতে বাধ্য করেনি? তুমি আমার কাছে চলে আসো। আমি তোমাকে সম্মান করবো। আমি চিঠিটি পড়ে মনে মনে বললাম: এ তো আরেক পরীক্ষা। এ বলে আমি চিঠিটিকে চুলোয় দিয়ে জ্বালিয়ে ফেললাম। যখন চল্লিশ দিন পেরিয়ে গেলো। আর এ দিকে আমাদের ব্যাপারে কোন ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে না। তখন রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে জনৈক ব্যক্তি এসে বললো: রাসূল ﷺ তোমাকে আদেশ করছেন নিজ স্ত্রী থেকে দূরে থাকতে। আমি বলালাম: আমি কি ওকে ত্বালাক্ব দিয়ে দেবো না কি অন্য কিছু করবো। সে বললো: ত্বালাক্ব দিতে হবে না। বরং তুমি তার থেকে দূরে থাকো। কখনো তার নিকটবর্তী হয়ো না। আমার সাথীদ্বয়কেও তাই বলা হলো। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম: তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও। সেখানেই থাকো যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন ফায়সালা আসে। এ দিকে হিলাল বিন্ উমাইয়ার স্ত্রী রাসূল ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে বললো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! হিলাল বিন্ উমাইয়া তো একজন বুড়ো

মানুষ। তার খিদমাত করার আর কেউ নেই। আমি তার খিদমাত করলে কোন অসুবিধে হবে? রাসূল ﷺ বললেন: না। কোন অসুবিধে নেই। তবে সে যেন কখনো তোমার নিকটবর্তী না হয় তথা সহবাস না করে। তার স্ত্রী বললো: আল্লাহ্'র কসম! তার মাঝে এখন আর কোন জিনিসের প্রতি আসক্তি নেই। আল্লাহ্'র কসম! সে তো সে দিন থেকেই আজ পর্যন্ত কাঁদছেই কাঁদছে।

এ দিকে আমার পরিবারের কেউ কেউ বললো: তুমি যদি রাসূল ﷺ এর নিকট তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি চাইতে? রাসূল ﷺ তো হিলাল বিন্ উমাইয়ার স্ত্রীকে তার খিদমাত করার অনুমতি দিয়েছে। আমি বললাম: আমি এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর অনুমতি চাইতে পারবো না। আমি জানি না রাসূল ﷺ কি বলবেন? আমি যদি তাঁর কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাই। কারণ, আমি হচ্ছি একজন যুবক মানুষ। এভাবে আরো দশ দিন কেটে গেলো। এতে করে সর্ব মোট পঞ্চাশ দিন হয়ে গেলো। পরের দিন সকাল বেলায় যখন আমি আমাদের কোন এক ঘরের ছাদে ফজরের নামায পড়ে শেষ করলাম তখন জনৈক ব্যক্তি সাল' নামক পাহাড়ে উঠে চিৎকার দিয়ে বললো: হে কা'ব বিন্ মালিক! তোমার জন্য একটি সুসংবাদ। তা শুনেই আমি সিজ্দায় পড়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম, বিপদ দূর হয়ে গেছে।

কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূল ﷺ সে দিন ফজরের নামায পড়ে আমার তাওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারটি সবাইকে জানিয়ে দিলেন। তখন সবাই আমাদেরকে সুসংবাদ দিতে লাগলো। আমার সাথীদ্বয়কেও সুসংবাদ দেয়ার জন্য কিছু লোক চলে গেলো। জনৈক ব্যক্তি ঘোড়া দৌড়িয়ে আমার দিকে আসছিলো। এ দিকে আসলাম গোত্রের আরেকজন দৌড়ে পাহাড়ে উঠলো। আর তার আওয়াজটিই ঘোড়ার আগে আমার নিকট পৌঁছলো। অতঃপর সে আমার নিকট আসলে আমি খুশি হয়ে তাকে আমার কাপড় জোড়াটি খুলে দেই। আল্লাহ্'র কসম! সে দিন আমি এ কাপড় জোড়া ছাড়া আর কিছুরই মালিম ছিলাম না। ফলে আমি দু'টি কাপড় ধার করে পরলাম। অতঃপর আমি রাসূল ﷺ এর দিকে রওয়ানা করলাম। পথিমধ্যে দলে দলে লোকেরা আমার সাথে

সাক্ষাৎ করে আমাকে তাওবাহ্ কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছে। তারা বলছে: তোমাকে তাওবাহ্ কবুল হওয়ার বিশেষ সুসংবাদ। আমি মসজিদে ঢুকলাম। দেখলাম, রাসূল ﷺ মসজিদেই বসে আছেন। তাঁর আশেপাশে বহু লোকজন। ত্বাল্হা বিন্ 'উবাইদুল্লাহ্ দৌড়ে এসে আমার সাথে মোসাফাহা করে আমাকে তাওবাহ্ কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিলো। আল্লাহ্'র কসম! মুহাজিরদের মধ্য থেকে ত্বাল্হা ছাড়া আর কেউই আমাকে দেখে দাঁড়ালো না। তাই কা'ব তার কথা কখনোই ভুলতে পারছে না।

কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি যখন রাসূল ﷺ কে সালাম দিলাম তখন তিনি হাসি মুখে বললেন:

أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ .

"তুমি তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিনটির সুসংবাদ গ্রহণ করো"।

আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! সুসংবাদটি আপনার পক্ষ থেকে না কি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে? তিনি বললেন: না। আমার পক্ষ থেকে নয়। বরং তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। আর রাসূল ﷺ যখন খুশি হতেন তখন তাঁর চেহারা মোবারক চাঁদের টুকরোর ন্যায় জ্বলজ্বল করতো। তা দেখে আমরা বুঝতে পারতাম যে, তিনি খুশি হয়েছেন।

আমি যখন তাঁর সামনে বসলাম তখন বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমার তাওবাহ্'র মধ্যে এটাও ছিলো যে, আমি আমার সকল সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকা করে দেবো। তখন রাসূল ﷺ বললেন:

أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ .

"তুমি তোমার কিছু সম্পদ নিজের কাছেই রেখে দাও। যা পরবর্তীতে তোমারই কল্যাণে আসবে"।

আমি বললাম: তাহলে আমি আমার খাইবারের অংশটি নিজের কাছেই রেখে দিলাম। আমি আরো বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে একমাত্র সত্যবাদিতার দরুনই মুক্তি

দিয়েছেন। তাই আমার তাওবাহ্'র আরেকটি অংশ হচ্ছে, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো সত্য কথাই বলবো। কখনো মিথ্যা বলবো না। কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আল্লাহ্'র কসম! রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উক্ত কথা বলার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি এমন কোন লোক দেখিনি যে সত্য কথা বলার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার মতো এতো সুন্দর সহযোগিতা পেয়েছে। আল্লাহ্'র কসম! সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার মনে কখনো মিথ্যা বলার ইচ্ছাও জাগেনি। আমি আশা করছি বাকি দিনগুলোও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মিথ্যা বলা থেকে হিফাযত করবেন।

কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ব্যাপারে নাযিল করেন:

﴿ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾ ﴾ [التوبة: ١١٧ – ١١٩].

"আল্লাহ্ তাওবা কবুল করেছেন নবী, মুহাজির ও আন্সারী সাহাবীদের। যারা সংকটকালে তার (নবী) অনুসরণ করেছে। তাদের মধ্যকার কিছু লোকের অন্তর বেঁকে যাওয়ার উপক্রম হওয়ার পরও। আল্লাহ্ তাদেরকে আবারো ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও দয়ালু। তিনি আরো তাওবা কবুল করেছেন সে তিনজনেরও যাদের ব্যাপারটি পিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো। যখন পৃথিবী এতো বিস্তৃত হওয়ার পরও তাদের জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে গেলো এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। এমনকি তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলো যে, আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোন আশ্রয়ের জায়গা নেই। অতঃপর

তিনি তাদের তাওবা আবারো কবুল করলেন যেন তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় তাওবা কবুলকারী বড়ই দয়ালু। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সত্যপন্থীদের সাথে থাকো"। (তাওবাহ্: ১১৭-১১৯)

কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আল্লাহ্'র কসম! আমার ইসলামের পর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এমন কোন নিয়ামত দেননি যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সত্য কথা বলার চেয়েও আরো বড়ো। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মিথ্যা বলিনি। যার দরুন আমি ধ্বংস হইনি যেমনিভাবে ধ্বংস হয়েছে মিথ্যুকরা। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ওহীর মাধ্যমে খুব নিকৃষ্ট কথাই বলেছেন। তিনি বলেন:

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٩٦﴾ ﴾ [التوبة: ٩٥ – ٩٦].

"তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা অচিরেই তোমাদের নিকট আল্লাহ্'র নামে শপথ করবে। যাতে করে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। কাজেই তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। কারণ, তারা নাপাক এবং তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। তাদের কৃতকর্মের ফল সরূপ। তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের উপর খুশি হয়ে যাও। তোমরা তাদের উপর খুশি হলেও নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি খুশি হবেন না"। (তাওবাহ্: ৯৫-৯৬)

কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমরা তিনজন তাদের পেছনেই ছিলাম। তারা যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট কসম করলো তখন তিনি তাদেরকে বায়'আত করলেন ও তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের তিনজনের ব্যাপারটি পিছিয়ে দিলেন যাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ব্যাপারে ফায়সালা করেন। এ

জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ ﴾ [التوبة: ١١٨] .

"তিনি আরো তাওবা কবুল করেছেন সে তিনজনেরও যাদের ব্যাপারটি পিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো"। (তাওবাহ: ১১৮)

আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে আমাদের যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখ করেননি। বরং রাসূল ﷺ যে কসমকারীদের কসম গ্রহণ করলেন আর আমাদের ব্যাপারটি পিছিয়ে দিলেন সে ব্যাপারটিই তিনি উল্লেখ করেছেন। (বুখারী, হাদীস ৪৪১৮ মুসলিম, হাদীস ২৭৬৯)

ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবের আদাব অধ্যায়ে একজন গুনাহ্গারের সাথে কথা বন্ধ করে দেওয়া যে জায়িয এ ব্যাপারে একটি পরিচ্ছদ তৈরি করে উক্ত হাদীসের নিছের অংশটুকু উল্লেখ করেন। তিনি বলেন:

وَقَالَ كَعْبٌ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ الْـمُسْلِمِيْنَ عَـنْ كَلاَمِنَا .

"কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন নবী ﷺ এর পেছনে থেকে গেলেন তখন নবী ﷺ মোসলমানদেরকে তাঁদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন। সেখানে তিনি পঞ্চাশ দিনের কথাও উল্লেখ করেন"।

আল্লামাহ্ 'হাফিয ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) সেখানে বলেন: মুহাল্লাব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত পরিচ্ছদটি উল্লেখ করে কারোর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়ার জায়িয পন্থাটিই উল্লেখ করেছেন। আর কারোর সাথে এ কথা বলা বন্ধ করে দেয়ার ধরন ও প্রকৃতি অপরাধ অনুসারে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি গুনাহ্গার তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়ে তাকে পরিহার করা যেতে পারে। যেমনটি কা'ব ও তাঁর সাথীদ্বয় ﷺ এর সাথে করা হয়েছে। আর নিজের পরিবার ও বন্ধুদের সাথে রাগারাগি হলে তাদের সাথে কথা ও সালাম বন্ধ না দিয়ে শুধুমাত্র তাদের নাম উচ্চারণ না করে অথবা তাদের সাথে হাসিমুখে কথা না বলে তাদেরকে আংশিকভাবে

পরিহার করা যেতে পারে।

কির্‌মানী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: হয়তো-বা মুহাল্লাব (রাহিমাহুল্লাহ্) কেউ কারোর সাধারণ কোন আদেশ অমান্য করার কারণে তার নাম উল্লেখ না করে তাকে পরিহার করার ব্যাপারটিকে শরীয়তের কোন বিধান না মানার কারণে কারোর সাথে কথা বন্ধ করে দেয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

ইমাম ত্বাবারী বলেন: কা'ব বিন্ মালিকের ঘটনাটি কোন গুনাহ্গারের সাথে কথা বন্ধ দেয়ার ব্যাপারে অবশ্যই মূল প্রমাণ। তবে কোন ফাসিক ও বিদ্'আতীর সাথে কথা বন্ধ দেয়া জায়িয হওয়ার ব্যাপারটি সত্যিই জটিল। কারণ, তারা উভয় তাওহীদপন্থীই বটে। আর কোন কাফিরকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারটি তো একেবারে বিধিবদ্ধ নয়। অথচ সে আরো বড়ো পাপী।

ইব্নু বাত্ত্বাল (রাহিমাহুল্লাহ্) তার উত্তরে বলেন: আল্লাহ্ তা'আলার কিছু বিধান রয়েছে। যার মাঝে সত্যিই মানুষের অনেক কল্যাণ রয়েছে। যা আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। আর মানুষের কাজ হচ্ছে তাঁর আদেশটুকু মেনে নেয়া।

তিনি বলতে চাচ্ছেন, কাউকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারটি নিতান্ত ধর্মীয় ব্যাপার। যার সাথে অন্য কিছুর তুলনা চলবে না।

আবার কেউ কেউ বলেন: কাউকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারটি দু' ধরনের হয়ে থাকে। অন্তরের পরিত্যাগ ও মুখের পরিত্যাগ। অতএব, কাফিরকে পরিত্যাগ করা হচ্ছে অন্তর দিয়ে। তাকে কোনভাবে ভালোবাসা ও সহযোগিতা করা যাবে না। বিশেষ করে সে যদি 'হারবী তথা মোসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত এমন হয়ে থাকে। উপরন্তু তার সাথে কথা বলা বন্ধ করা জায়িয নয়। কারণ, সে এতে করে কুফরি থেকে ফিরে আসবে না। ঠিক এর বিপরীত হচ্ছে যে কোন মোসলমান গুনাহ্গার। কারণ, তাকে পরিত্যাগ করলে সে হয়তোবা গুনাহ্ থেকে ফিরে আসবে। তবে এখানে এ কথা অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত যে, কাফির ও গুনাহ্গার মোসলমান উভয়ের সাথেই উপদেশ মূলক যে কোন কথা বলা যেতে পারে। যেমন: তাদেরকে আল্লাহ্

তা'আলার আনুগত্যের দিকে ডাকা, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। ইত্যাদি। তবে তাদের সাথে ভালোবাসা মূলক কোন কথাই বলা যাবে না।

'হাফিয ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) ফাত্'হুল-বারীর আরেকটি জায়গায় উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: উক্ত হাদীসে কোন গুনাহ্গারকে সালাম না দেয়া ও তাকে তিন দিনের বেশি সময়ের জন্য পরিত্যাগ করা জায়িয হওয়া বুঝায়। আর যে হাদীসে তিন দিনের বেশি কারোর সাথে কথা বন্ধ করে দেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা কোন শরীয়তের ব্যাপার নিয়ে নয়। বরং তা দুনিয়ার কোন বিষয় নিয়ে।

এ কথা সবারই জানা যে, সকল মানুষ কিন্তু এক রকমের নয়। তাদের কেউ কেউ রয়েছে এমন যে অন্যের জন্য কল্যাণের দরোজা খুলে দেয়। তাকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেয়। আবার কেউ কেউ রয়েছে এমন যে অন্যের জন্য অকল্যাণের দরোজা খুলে দেয়। এমনকি তাকে অকল্যাণের দিকে টেনে আনে।

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيْحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيْقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيْحَ لِلشَّرِّ، مَغَالِيْقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوْبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيْحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيْحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ .

"কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা কল্যাণের চাবি। অকল্যাণের তালা। আর কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা অকল্যাণের চাবি। কল্যাণের তালা। তাই সৌভাগ্য সে ব্যক্তির যার হাতে আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণের চাবি উঠিয়ে দিয়েছেন। আর দুর্ভাগ্য সে ব্যক্তির যার হাতে আল্লাহ্ তা'আলা অকল্যাণের চাবি উঠিয়ে দিয়েছেন"। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৭)

নেককারদের সাথে উঠাবসা করা ও সর্বদা তাঁদের নিকটবর্তী হওয়ার ঐশী আদেশ:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ

وَجْهَهُۥ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴾ الكهف: ٢٨ .

"তুমি নিজকে বাধ্য করো ওদের সাথে চলতে যারা সকাল-সন্ধ্যা নিজ প্রভুকে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য। পার্থিব জীবনের শোভা ও চাকচিক্যের নেশায় তুমি ওদের থেকে নিজ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। আর এ জাতীয় লোকের কখনোই আনুগত্য করো না যাদের অন্তরকে আমি নিজ স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি। বরং সে নিজ কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য করে। আর যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমালঙ্ঘনমূলক"। (কাহ্ফ: ২৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٥٣﴾ ﴾ [الأنعام: ٥٢ – ٥٣].

"যারা নিজ প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিও না। তাদের কোন আমলের জন্য তোমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। আর তোমার কোন আমলের জন্যও তাদেরকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কাজেই তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিলে যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবে"। (আন্'আম: ৫২-৫৩)

উক্ত আয়াতদ্বয় তখনই নাযিল হয়েছে যখন মক্কার মুশ্রিকরা রাসূল ﷺ এর নিকট এ বলে আবেদন করলো যে, আপনি নিজের কাছ থেকে এ সকল দুর্বল লোকদেরকে সরিয়ে দিন যাতে তারা আমাদের উপর দাপট দেখাতে না পারে।

সা'দ্ বিন্ আবী ওয়াক্কাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার ব্যাপারেই উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তিনি আরো বলেন: মূলতঃ আয়াতটি নাযিল হয়েছে আমাদের ছয় জনের ব্যাপারে। তাদের মধ্যে

আমি এবং আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ও (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছিলাম। মুশ্রিকরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেছিলো যে, আপনি কেন এদেরকে কাছে টেনে নিলেন?

মুসলিমের আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, আমরা ছয়জন একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। তখন মুশ্রিকরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললো: আপনি এদেরকে তাড়িয়ে দিন। যেন তারা আমাদের উপর দাপট দেখাতে না পারে। সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: তাদের মধ্যে ছিলাম আমি, আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্, হুযাইল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, বিলাল ও আরো দু' জন যাদের নাম এখন আমি বলতে পারছি না। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মনে যা উদ্রেক হওয়ার তা হয়েছিলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা মনে মনে ভাবছিলেনও। তখন উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। (মুসলিম, হাদীস ২৪১৩)

উক্ত ব্যাপারটি তথা মুশ্রিকদের নবীদের কাছ থেকে দুর্বল মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার আবেদনের ব্যাপারটি নতুন নয়। নূহ (আলাইহিস সালাম) এর সম্প্রদায় তাঁর কাছ থেকে এমনই কামনা করছিলো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلۡأَرۡذَلُونَ ١١١ قَالَ وَمَا عِلۡمِي بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١١٢ إِنۡ حِسَابُهُمۡ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوۡ تَشۡعُرُونَ ١١٣ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١١٤ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ مُّبِينٞ ١١٥ ﴾ [الشعراء: ١١١ – ١١٥].

"তারা (নূহ (আলাইহিস সালাম) এর সম্প্রদায়) বললো: আমরা কি তোমার উপর ঈমান আনবো; অথচ তোমার অনুসরণ করছে নিম্নমানের লোকেরা। নূহ বললো: তারা ইতিপূর্বে কি করতো সেটা আমার জানার বিষয় নয়। তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব তো একমাত্র আমার প্রভুর উপর। তোমরা যদি তা জানতে তাহলে এরকম আর বলতে না। আমি মু'মিনদেরকে আমার কাছ থেকে কোনভাবেই তাড়িয়ে দিতে পারি না। আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী"। (আশ্-শু'আরা: ১১১-১১৫)

আল্লাহ্ তা'আলা একদা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভীষণভাবে তিরস্কার করলেন যখন তিনি বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন্ উম্মু মাকতূম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দেখে নিজ মুখখানা মলিন করে তাঁর দিক থেকে

মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উক্ত সাহাবী রাসূল ﷺ এর নিকট তখন এসেছিলেন যখন তাঁর নিকট কুরাইশ বংশের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি বসা ছিলো। আর রাসূল ﷺ তাদেরকে দ্বীনের দা'ওয়াত দেয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। ইতিমধ্যে রাসূল ﷺ অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন্ উম্মু মাকতূম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে তাঁর দিকে আসতে দেখে তাঁর মুখখানা মলিন করে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে উক্ত মুশ্‌রিকদের প্রতি তিনি মনোযোগী হলেন। আর তখনই উক্ত সাহাবীর ব্যাপারে আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল ﷺ কে তিরস্কার করলেন।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "'আবাসা ওয়াতাওয়াল্লা" নামক সূরাটি নাযিল হয় অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন্ উম্মু মাকতূম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে। তিনি একদা রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাকে হিদায়াতের পথ দেখান। আর রাসূল ﷺ এর নিকট তখন জনৈক প্রভাবশালী মুশ্‌রিক অবস্থান করছিলো। তখন রাসূল ﷺ সাহাবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুশ্‌রিকের প্রতি মনোযোগী হয়ে তাকে বললেন: তুমি যা বলছো তাতে কোন অসুবিধে নেই বলে তুমি মনে করছো? সে বললো: না। তখনই উক্ত সূরাটি নাযিল হয়। (তিরমিযী, হাদীস ৩৩৩১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾ [المائدة: ٥٥ – ٥٦].

"তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ যারা নামায কায়িম করে, যাকাত দেয় ও আল্লাহ্'র নিকট অবনত হয়। যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র দলই সর্বদা বিজয়ী হবে"। (আল্-মায়িদাহ্: ৫৫-৫৬)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴾ لقمان: ١٥.

"যে আমার অভিমুখী তার পথই কেবল অনুসরণ করবে"। (লুক্বমান: ১৫)

নেককারদের সাথে উঠাবসার ফায়েদা সমূহ:

নেককারদের সাথে উঠাবসা করার মধ্যে নিশ্চিত প্রচুর ফায়েদা রয়েছে। যা এ অল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। তবে আমি সবার আন্দাযের জন্য এর কয়েকটি বলে ক্ষান্ত হবো। যা নিম্নরূপ:

১. নেককারদের সাথে উঠাবসা করলে তাদের মজলিসের বরকত পাওয়া যায় এবং তাদের উপর নেমে আসা কল্যাণে শামিল হওয়া যায়। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও মাগ্ফিরাত পাওয়া যায়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ لله مَلاَئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِيْ الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْماً يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوْا إِلَى حَجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ؟ قَالَ: تَقُوْلُ: يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: هَلْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: لاَ وَالله مَا رَأَوْكَ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْداً وَتَحْمِيْداً وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحاً، قَالَ: يَقُوْلُ: فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لاَ وَالله يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لاَ وَالله يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ

مِنْهَا فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُوْلُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ: فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার এমন অনেকগুলো ফিরিশ্তা রয়েছেন যাঁরা পথে পথে ঘুরে বেড়ান এবং যিকিরকারীদের অনুসন্ধান করেন। যখন তাঁরা কোন জন সমষ্টিকে যিকির করতে দেখেন তখন তাঁরা পরস্পরকে এ বলে ডাকতে থাকেন যে, আসো! তোমাদের কাজ মিলে গেলো। অতঃপর তাঁরা নিজ পাখাগুলো দিয়ে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি এ ব্যাপারে তাঁদের চাইতেও বেশি জানেন, আমার বান্দাহ্রা কি বলে? ফিরিশ্তাগণ বলেন: তারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: তারা কি আমাকে দেখেছে? ফিরিশ্তাগণ বলেন: না, আল্লাহ্'র কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: তারা আমাকে দেখতে পেলে কি করতো? ফিরিশ্তাগণ বলেন: তারা আপনাকে দেখতে পেলে আরো বেশি ইবাদাত করতো। আরো অধিক আপনার সম্মান, প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: তারা আমার কাছে কি চায়? ফিরিশ্তাগণ বলেন: তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফিরিশ্তাগণ বলেন: না, আল্লাহ্'র কসম! হে প্রভু! তারা জান্নাত দেখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: তারা জান্নাত দেখলে কি করতো? ফিরিশ্তাগণ বলেন: তারা জান্নাত দেখতে পেলে জান্নাতের প্রতি তাদের উৎসাহ ও লোভ আরো বেড়ে যেতো। আরো মরিয়া হয়ে জান্নাত কামনা করতো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: তারা কি বস্তু থেকে আমার আশ্রয় কামনা করে? ফিরিশ্তাগণ বলেনঃ জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? ফিরিশ্তাগণ বলেন: না, আল্লাহ্'র কসম! হে প্রভু! তারা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: তারা

জাহান্নাম দেখলে কি করতো? ফিরিশ্তাগণ বলেন: তারা জাহান্নাম দেখতে পেলে জাহান্নামকে আরো বেশি ভয় পেতো এবং জাহান্নাম থেকে আরো বেশি পলায়নপর হতো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি: আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। জনৈক ফিরিশ্তা বলেন: তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে তাদের অন্তর্ভূত নয়। বরং সে কোন এক প্রয়োজনে তাদের কাছে এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: তারা আমার উদ্দেশ্যেই বসেছে। সুতরাং তাদের সাথে যে বসেছে সেও আমার রহমত হতে বঞ্চিত হতে পারে না"। (বুখারী, হাদীস ৬৪০৮ মুসলিম, হাদীস ২৬৮৯)

উক্ত হাদীসে যিকিরের মজলিশ বিশেষ বরকত ও মাগ্ফিরাতের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি এর বরকত এমন ব্যক্তির ভাগ্যেও জুটবে যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সে কোন এক প্রয়োজনে তাদের সাথে বসেছে।

আবুল-ফাযাল জাওহারী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যে ব্যক্তি নেককারদেরকে ভালোবাসবে সে তাদের বরকত পাবে। একটি কুকুর নেককার গুহাবাসীদেরকে ভালোবেসেছে এবং তাদের সাথে অবস্থান করেছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার কথা কুর'আন মাজীদে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَكَلْبُهُم بَٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ [الكهف: ١٨].

"আর তাদের কুকুরটি ছিলো গুহাদ্বারের সম্মুখে তার সামনের পা দু'টো প্রসারিত করে"। (কাহ্ফ: ১৮)

ইমাম কুরত্বী (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে 'আল্লামাহ্ জাওহারীর কথা উল্লেখের পর বলেন: যদি একটি কুকুর নেককারদের সাহচর্য ও তাদের সাথে উঠাবসার দরুন এতটুকু সম্মান পেতে পারে। যার কথা আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে উল্লেখ করেছেন তাহলে একজন তাওহীদপন্থী ঈমানদার যখন সত্যিকারের নেককারদের সাহচর্য ও তাদের সাথে উঠাবসা করে তখন সে কতটুকু বরকত ও সম্মান পেতে

পারে তা কি আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন? (আল-জামি'উ লিআখলাকিল-কুর'আন: ১০/৩৭২)

'আল্লামাহ্ রাগিব আস্‌বাহানী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যে ব্যক্তি কোন নেককারের সাথে উঠাবসা করবে সে তার বরকত পাবে। সত্যিকারের আল্লাহ্'র ওলীদের সঙ্গী কখনো দুর্ভাগা হতে পারে না। যদিও সে কুকুর হয়ে থাকে। যেমন: গুহাবাসীদের কুকুর।

২. মানুষ স্বভাবগতভাবেই তার সাথীরই অনুসরণ করে থাকে। সে তার সাথীর চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, সার্বিক কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান-বুদ্ধি কর্তৃক কম-বেশি প্রভাবিত হয়। অতএব কেউ নেককারের সাথী হলে সে অবশ্যই তার দ্বারা কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হবেই। আর এ কথা সবারই জানা যে, কারোর আদর্শের প্রভাব তার সাথীর উপর তার কথা ও উপদেশের চেয়ে আরো বেশি প্রতিক্রিয়াশীল।

এ জন্যই নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

الْـمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ .

"একজন ব্যক্তি স্বভাবতই তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ধর্মই অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ কার সাথে বন্ধুত্ব করছে তা যেন সে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে"।

(আহমাদ: ২/৩০৩ তিরমিযী, হাদীস ২৩৭৮ বাগাওয়ী: ১৩/৭০ 'আলায়ী, হাদীস ১১)

উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন মানুষ ভালো ও খারাপের মধ্যে নিজ সাথী ও বন্ধুর অনুরূপই হয়ে থাকে। এ জন্য বন্ধু চয়নের সময় ধার্মিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উন্নত এমন ব্যক্তিকেই বন্ধু হিসেবে চয়ন করতে হবে।

'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী বলেন: হাদীসের প্রথমাংশের মর্ম এই যে, তুমি যার ধার্মিকতা ও আমানতদারিতায় সন্তুষ্ট এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তা না হলে সে তোমাকে তার ধর্ম ও মায্‌হাবের দিকে টেনে নিবে। অতএব যার ধর্ম ও মায্‌হাবে তুমি সন্তুষ্ট নও এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করে নিজকে ও নিজ ধর্মকে সমস্যার সম্মুখীন করবে না। (আয্‌যারী'আহ্ ইলা মাকারিমিশ-শারী'আহ্: ১৯২)

এ জন্যই আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ ﷺ রাসূল ﷺ এর আদর্শ ও চরিত্রের বেশি নিকটবর্তী ছিলেন। কারণ, তিনি সর্বদা রাসূল ﷺ এর সাথেই থাকতেন।

আব্দুর রহমান বিন্ ইয়াযীদ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আমরা 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি আমাদেরকে এমন একজন সাহাবী দেখিয়ে দিন যিনি আদর্শ ও চাল-চলনে নবী ﷺ এর একেবারেই নিকটবর্তী। যাতে আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছু শিখতে পারি। তখন 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমি আদর্শ, চাল-চলন ও আদব-আখলাকে নবী ﷺ এর একেবারেই নিকটবর্তী ইব্নু উম্মে আব্দ তথা আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছাড়া আর কাউকে দেখছি না। (বুখারী, হাদীস ৩৭৬২)

তেমনিভাবে আব্দুল্লাহ্ বিন্ রাওয়া'হাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সাথীদ্বয় তথা যায়েদ বিন্ 'হারিসাহ্ ও জা'ফর বিন্ আবু ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মু'তার যুদ্ধে তাঁদের ন্যায় তিনিও যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শহীদ হয়ে যান।

ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) সা'ঈদ বিন্ মান্সূর (রাহিমাহুল্লাহ্) এর সুনানের বরাত দিয়ে বলেন: সা'ঈদ বিন্ আবু হিলালের নিকট এ কথা পৌঁছলো যে, যখন মু'তার যুদ্ধ শুরু হলো তখন যায়েদ বিন্ 'হারিসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। এরপর ঝাণ্ডাখানা নিয়ে জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন্ রাওয়া'হাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঝাণ্ডাখানা নিয়ে একটু চিন্তা করে বললেন:

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَّهْ كَارِهَةً أَوْ لَتُطَاوِعَنَّهْ

مَا لِيْ أَرَاكِ تَكْرَهِيْنَ الْجَنَّة

"হে মন! আমি কসম খেয়ে বলছি: তুমি অবশ্যই যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। আমি কেন দেখতে পাচ্ছি, তুমি জান্নাতকে পছন্দ করছো না"। (ফাত্'হুল-বারী/ হাদীস ৪২৬১ এর ব্যাখ্যা)

ইব্নু ইস্হাক্ব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: ইয়াহ্ইয়া বিন্ 'আব্বাদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমার পিতা

বলেন: আমার দুগ্ধপিতা (তিনি বানী মুর্‌রাহ্'র একজন) বলেন: যখন জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে শহীদ করে দেয়া হলো তখন আব্দুল্লাহ্ বিন্ রাওয়া'হাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঝাণ্ডাখানা হাতে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে একটু এগুলেন। তখন তিনি নিজ মনকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামাচ্ছিলেন ও একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। এরপর তিনি বললেন:

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَّهْ لَتَنْزِلَنَّ أَوْ لَتُكْرَهَنَّهْ

إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوْا الرَّنَّهْ مَا لِيْ أَرَاكِ تَكْرَهِيْنَ الْجَنَّة

قَدْ طَالَ مَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّه هَلْ أَنْتِ إِلاَّ نُطْفَةٌ فِيْ شِنَّة

"হে মন! আমি কসম খেয়ে বলছি: তুমি অবশ্যই যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। ইচ্ছায় নামবে নতুবা তোমাকে নামতে বাধ্য করা হবে। যখন মানুষ শোরগোল করে যুদ্ধে নেমে যাচ্ছে তখন আমি কেন দেখতে পাচ্ছি, তুমি জান্নাতকে পছন্দ করছো না। তুমি তো দীর্ঘ দিন যাবৎ শান্ত ও স্থির। তুমি যেন পুরাতন পাত্রে রাখা এক ফোঁটা বীর্য"।

তিনি আরো বলেন:

يَا نَفْسُ إِلاَّ تُقْتَلِيْ تَمُوْتِيْ هَذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيْتِ

وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطِيْتِ أَنْ تَفْعَلِيْ فِعْلَهُمَا هُدِيْتِ

"হে মন! তোমাকে যদি হত্যা করা না হয় তাহলে তুমি মনে করবে না যে, তুমি বেঁচে যাবে বরং তুমি এমনিতেই মরে যাবে। কারণ, মৃত্যু তো তোমার ঘনিয়েই এসেছে। তুমি একদা আশা করছিলে যে, তুমি তাদের মতো হবে। সুতরাং তাই হলো। এখন তো তুমি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েই গেছো"।

এ কথা বলে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেমে গেলেন। তখন তাঁর চাচাতো ভাই তাঁর কাছে একটি গোস্ত ভরা নলা নিয়ে এসে তাঁকে বললেন: এটা খেয়ে তোমার কোমরকে শক্তিশালী করো। কারণ, তুমি এ কয় দিনে অনেক কষ্টই করেছো। তখন তিনি তার হাত থেকে নলাটি নিয়ে একটু দাঁত লাগাতেই মানুষের মাঝে ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে তিনি

নিজকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি এখনো দুনিয়াতে আছো; অথচ এত কিছু ঘটে যাচ্ছে। এ বলে তিনি হাত থেকে নলাটি ফেলে দিয়ে তলোয়ার হাতে অগ্রসর হলেন। এর কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর বন্ধুদের ন্যায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। (সীরাতে ইব্নি হিশাম: ৪/১৪-১৫)

'আল্লামাহ্ সুফ্ইয়ান বিন্ 'উয়াইনাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন যে, ফির্'আউনের সাথী হামান তার চেয়েও নিকৃষ্ট। 'হাজ্জাজের সাথী ইয়াযীদ্ বিন্ আবী আস্লাম তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এর বিপরীতে রাজা' বিন্ 'হায়ওয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) সুলাইমান বিন্ আব্দুল-মালিকের সাথী হয়ে তাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

(আল-'উয্লাহ্: ১৪১)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

مَا مِنْ شَيْءٍ أَدَلَّ عَلَى شَيْءٍ وَلاَ الدُّخَانُ عَلَى النَّارِ مِنَ الصَّاحِبِ عَلَى الصَّاحِبِ .

"কোন বস্তু দিয়ে অন্য বস্তুকে এমনকি ধোঁয়া দিয়ে আগুনকে এতো বেশি চেনা যায় না যতটুকু চেনা যায় কোন সাথীকে দিয়ে তার অন্য সাথীকে"। (আদাবুদ্দুন্য়া ওয়াদ্দীন: ১৬৭)

তিনি আরো বলেন:

اعْتَبِرُوْا النَّاسَ بِأَخْدَانِهِمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخَادِنُ مَنْ يُعْجِبُهُ نَحْوُهُ .

"তোমরা মানুষকে তাদের বন্ধু দিয়েই চেনার চেষ্টা করো। কারণ, যে কোন ব্যক্তি তার একমাত্র পছন্দসই ব্যক্তিকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে থাকে"। (আল-ইখ্ওয়ান/আবুদ্দুন্য়া: ১২০)

মালিক বিন্ দীনার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

النَّاسُ أَشْكَالٌ كَأَشْكَالِ الطَّيْرِ، الْحَمَامُ مَعَ الْحَمَامِ، وَالْغُرَابُ مَعَ الْغُرَابِ، وَالْبَطُّ مَعَ الْبَطِّ، وَالصَّعْوُ مَعَ الصَّعْوِ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ مَعَ شَكْلِهِ .

"মানুষে মানুষে মিল রয়েছে যেমনিভাবে রয়েছে এক পাখির সাথে আরেক পাখির মিল। যে কবুতরের সাথে অন্য কবুতরের মিল রয়েছে

সে তার সাথেই থাকে। যে কাকের সাথে অন্য কাকের মিল রয়েছে সে তার সাথেই থাকে। যে হাঁসের সাথে অন্য হাঁসের মিল রয়েছে সে তার সাথেই থাকে। যে ছোট ঠোঁট ও লাল মাথা বিশিষ্ট চড়ুই পাখির সাথে এ ধরনের অন্য চড়ুই পাখির মিল রয়েছে সে তার সাথেই থাকে। অতএব প্রতিটি মানুষ যার সাথে তার মিল রয়েছে সে তার সাথেই থাকে এবং ধীরে ধীরে তার সাথেই তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠে"। (রাওযাতুল-'উক্বালা'/ইব্নু 'হিব্বান: ১০৯)

'আল্লামাহ্ ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

النَّاسُ كَأَسْرَابِ الْقَطَا مَجْبُوْلُوْنَ عَلَى تَشَبُّهِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ .

"মানুষ ক্বাত্বা নামক মরু পাখির দলের ন্যায়। স্বভাবগতভাবেই তাদের একের সাথে অন্যের মিল রয়েছে"। (ফাতাওয়া: ২৮/১৫০)

জনৈক দার্শনিক বলেছেন:

اعْرِفْ أَخَاكَ بِأَخِيْهِ قَبْلَكَ .

"তুমি তোমার ভাই কিংবা সাথীকে চেনো তার অন্য ভাই কিংবা সাথীকে দিয়ে যার সাথে সে তোমার পূর্বে উঠাবসা করেছে"।

(আদাবুদ্দুন্য়া ওয়াদ্দীন: ১৬৭)

মূলতঃ তার মায্হাব সেটিই হবে যার সাথে সে ইতিপূর্বে উঠাবসা করেছে।

'আল্লামাহ্ ইব্নু 'হিব্বান (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: একজন মানুষের চলা-ফেরা ও তার উঠাবসার ধরন জানার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে যার সাথে তার কথাবার্তা ও বন্ধুত্ব রয়েছে তার প্রতি খেয়াল করা। কারণ, মানুষ তো তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্বভাব ও তার ধর্মই অনুসরণ করে। যেমনিভাবে আকাশের পাখি তার অনুরূপ পাখির নিকটই অবতরণ করে।

(রাওযাতুল-'উক্বালা': ১০৮)

'আদি বিন্ যায়েদ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

عَنِ الْمَرْءِ لاَ تَسأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ ... فَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِيْ

إِذَا كُنْتَ فِيْ قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ ... وَلاَ تَصْحَبِ الْأَرْدَى فَتَرْدَى مَعَ الرَّدِيْ

"কোন ব্যক্তিকে সরাসরি তার নিজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে নেই। বরং তার সম্পর্কে তার একান্ত সাথীকেই জিজ্ঞাসা করবে। কারণ, প্রত্যেক সাথী তো তার অন্তরঙ্গ সাথীরই অনুসরণ করে থাকে"।

যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের নিকট অবস্থান করো তখন তুমি তাদের ভালো মানুষটির সাথেই উঠাবসা করবে। কখনো তাদের খারাপ মানুষটির সাথে উঠাবসা করবে না তাহলে তুমিও খারাপের সাথে থেকে একদা খারাপ হয়ে যাবে।

মুন্‌তাস্বির বিন্ বিলাল (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

يَـــزِيْنُ الْفَتَـــى فِيْ قَوْمِـــهِ وَيَـــشِيْنُهُ وَفِيْ غَـــيْرِهِمْ أَخْدَانُـــهُ وَمُدَاخِلُـــهُ

لِكُـلِّ امْـرِئٍ شَـكْلٌ مِـنَ النَّـاسِ مِثْلُـهُ وَكُـلُّ امْـرِئٍ يَهْـوِيْ إِلَى مَـنْ يُـشَاكِلُهُ

"কোন যুবককে তার সম্প্রদায় ও অন্যান্যদের মাঝে সম্মানিত ও লাঞ্ছিত করে একমাত্র তার সাথী ও বন্ধুরাই"।

মানুষের মাঝে খুঁজলে প্রত্যেক মানুষেরই একজন না একজন মিলের মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে। আর প্রত্যেকটি মানুষ তো তার মিলের মানুষটিকেই ভালোবেসে থাকে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الْأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ .

"মানুষের রূহ্‌গুলো তো একটি সুসংঘঠিত সেনাবাহিনীর ন্যায়। এর মধ্যে যার সাথে যার পরিচয় হয় তার সাথেই তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। আর যার সাথে যার পরিচয় হয় না তার সাথেই তার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়"। (মুসলিম, হাদীস ২৬৩৮)

'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, মানুষের শরীরগুলো যাতে রূহ রয়েছে তা দুনিয়াতে পরস্পর একত্রিত হবে। অতঃপর তাদের মাঝে মিল বা অমিল সৃষ্টি হবে তাদের জন্ম লগ্নের তথা রূহের জগতের মিল বা অমিলের ভিত্তিতেই। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, একজন নেককার বান্দাহ্

তার ন্যায় অন্য নেককার বান্দাহ্কেই ভালোবাসে। তার সাথে মিশতে চায়। একজন বদ্কারের সাথে তার কখনো মিল হয় না। ঠিক এরই বিপরীতে একজন বদ্কার সে তার ন্যায় অন্য বদ্কারকেই ভালোবাসে। তার মতো লোকের সমূহ কর্মকাণ্ড তার কাছে খুবই ভালো লাগে। উপরন্তুসে নেককারদের থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। (মা'আলিমুস-সুনান: ৭/১৮৭)

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, একজন মানুষ যখন সে নিজের মধ্যে নেককারদের প্রতি কোন ধরনের ঘৃণা অনুভব করে তখন তাকে অবশ্যই এর কারণ খুঁজে তা দূর করা দরকার। তাহলে সে অতি দ্রুত খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে রক্ষা পাবে। তেমনিভাবে তার বিপরীতটিও। (দলীলুল-ফালি'হীন: ২/২৩৭ ফাত্হুল-বারী: ৬/৩৭০)

৩. আপনার নেককার সাথী আপনার মাঝে থাকা দোষগুলো আপনাকে ধরিয়ে দিবে। আপনার দুর্বলতার দিকগুলো আপনার সামনে তুলে ধরবে। সে আপনি ও আপনার চরিত্রের মধ্যকার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো সংশোধনের নিয়্যাতে আপনার সামনে উপস্থাপন করবে। তাহলেই তো আপনি আপনার সে দোষ-ত্রুটিগুলো সংশোধন করতে পারবেন। এ জন্যই নবী ﷺ একজন মু'মিনকে অন্য মু'মিনের জন্য আয়না বলে আখ্যায়িত করেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

الْـمُؤْمِنُ مِرْآةُ لِلْـمُؤْمِنِ .

"একজন মু'মিন সে অন্য মু'মিনের জন্য আয়না স্বরূপ"।

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯১৮)

তাহলে একজন মু'মিন সে তার অন্য মু'মিন ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। তার মাধ্যমেই তার একজন মু'মিন ভাই তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দোষগুলো সে দেখতে পাবে। তথা তার একজন মু'মিন ভাই তার সামনে তার এমন কিছু দোষ তুলে ধরবে যা তার নিজ চোখে ধরা পড়েনি। যা তার মধ্যে আছে বলে সে ইতিপূর্বে কখনো অনুভব করতে

পারেনি। যেমনিভাবে একটি আয়না তার সামনে দাঁড়ানো লোকটির এমন কিছু প্রকাশ্য দোষ ধরিয়ে দেয় যা লোকটি আয়নার সামনে না দাঁড়ালে সরাসরি নিজ চোখে দেখতে পেতো না। আর নেককারদের মাঝে পরস্পর দোষ-ত্রুটির আদান-প্রদান ও তার সংশোধন আদিকাল থেকেই একটি সুপ্রসিদ্ধ নীতি। যা অনস্বীকার্য।

'হাসান বাস্‌রী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيْهِ، إِنْ رَأَى فِيْهِ مَا لاَ يُعْجِبُهُ سَدَّدَهُ وَقَوَّمَهُ، وَحَاطَهُ وَحَفِظَهُ فِيْ السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ .

"একজন মু'মিন তার অন্য মু'মিন ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। সে তার মধ্যে কোন অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পেলে তা সঠিক ও সংশোধন করে দিবে এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাকে আগলে রাখবে ও হিফাযত করবে"। (কিতাবুল-ইখ্‌ওয়ান/আবুদ্দুন্‌ইয়া: ১৩১)

৪. আপনার একজন নেককার সাথী আপনাকে ধীরে ধীরে অন্য নেককারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে। তখন আপনি তাদের থেকেও লাভবান হবেন যেমনিভাবে তার থেকে একদা লাভবান হয়েছেন। আপনি এমন অনেক লোক পাবেন যাঁরা একদা একজন নেককারের হাত ধরে সঠিক পথে উঠেছেন। অতঃপর তাঁরা কিছু দিনের মধ্যেই তারই মাধ্যমে নেককারদের এক জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচিত হয়ে আরো লাভবান হয়েছেন।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তিকালের পর একদা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন: চলো, উম্মু আইমানের সাথে দেখা করে আসি যেমনিভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথে মাঝে মাঝে দেখা করতেন। বর্ণনাকারী বলেন: যখন আমরা উম্মু আইমানের কাছে পৌঁছুলাম তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তখন আবু বকর ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কাঁদছেন কেন? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে নিয়ামত ভোগ করছেন তা তাঁর জন্য অনেক ভালো এ দুনিয়ার ঝামেলার চেয়ে। উম্মু আইমান বললেন: আমি এ জন্য কাঁদছি না যে, আমি জানি না

রাসূল ﷺ এখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে নিয়ামত ভোগ করছেন তা তাঁর জন্য অনেক ভালো এ দুনিয়ার ঝামেলার চেয়ে। বরং আমি এ জন্য কাঁদছি যে, এখন আর আকাশ থেকে কোন ওহী আসছে না। এ কথা বলে তিনি আবু বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে কাঁদিয়ে দিলেন। তখন তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম, হাদীস ২৪৫৪)

৫. আপনি যখন আপনার নেককার আলিম সাথীর আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডের সাথে আপনার আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড মিলিয়ে দেখবেন তখন আপনার সামনে আপনার চারিত্রিক ও ইবাদাত সংক্রান্ত দোষ-ত্রুটিগুলো ধরা পড়বে। আর তখনই আপনি সেগুলোর সংশোধন করতে পারবেন।

একদা সাল্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর আন্সারী ভাই আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাক্ষাতে তাঁর বাড়ি গেলেন। দেখলেন, উম্মুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) ময়লা কাপড় পরিহিতা। তখন তিনি তাঁকে বললেনঃ তুমি এমন কাপড়ে কেন? তোমার তো স্বামী আছে। তিনি বললেনঃ তোমার ভাই আবুদ্দারদা'র দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ইতিমধ্যে আবুদ্দারদা' ঘরে ফিরে সাল্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য খানা প্রস্তুত করে বললেনঃ তুমি খাও। আমি এখন খাবো না। কারণ, আমি রোযাদার। সাল্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেনঃ আমি খাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি না খাবে। অতএব আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খানা খেলেন। যখন রাত্র হয়ে গেল তখন আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নফল নামায পড়তে গেলেন। এমন সময় সাল্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেনঃ ঘুমাও। তখন আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঘুমিয়ে গেলেন। অতঃপর আবারো আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নফল নামায পড়তে গেলেন। এমন সময় সাল্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেনঃ ঘুমাও। তবে রাত্রের শেষ ভাগে সাল্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেনঃ এখন উঠতে পারো। অতএব উভয়ে উঠে নামায পড়লেন। অতঃপর সাল্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার আছে। তেমনিভাবে তোমার এবং তোমার পরিবারেরও। অতএব প্রত্যেক অধিকার পাওনাদারকে তার অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। ভোর বেলায় আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী ﷺ কে উক্ত ঘটনা জানালে তিনি বললেনঃ

صَدَقَ سَلْمَانُ.

"সাল্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সত্যই বলেছে"। (বুখারী, হাদীস ৬১৩৯)

৬. আপনি আপনার নেককার সাথীর কারণে অনেকগুলো গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারবেন। কারণ, আপনি যখন তার সাথে উঠাবসা করবেন তখন আদবের খাতিরে কিংবা তার সম্মান রক্ষার্থে আপনাকে কিছু সময়ের জন্য হলেও গুনাহ্ থেকে দূরে থাকতে হবে। আর এ কিছু সময়ের জন্য গুনাহ্ থেকে দূরে থাকা হয়তোবা আপনার সব সময়ের জন্য গুনাহ্ থেকে দূরে থাকায় রূপান্তরিত হবে।

উপরন্তু সে সাধ্যমতো আপনাকে সমূহ গুনাহ্ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। যেমন: সে আপনাকে কখনো অন্যের গীবত করতে দিবে না। কারণ, সে নিজেই অন্যের গীবত শুনতে চায় না। সে চায় না তার সামনে কোন মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া হোক। ঠিক এর বিপরীতে একজন বদকার সাথী সে কারোর ইয্যত রক্ষা করবে না। সে তার সামনে কোন মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে দেখলে কাউকে বাধা দিবে না। বরং সেও অন্যের সাথে তা মনভরে খাবে। তথা সে নিজেও অন্যের গীবত করবে। আর অন্যকেও সে কারোর গীবত করতে বাধা দিবে না।

আবূ মাস্'ঊদ্ বাদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা আমার গোলামকে ছড়ি দিয়ে প্রহার করছিলাম। ইতিমধ্যে আমি আমার পেছন থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেয়েছি। বলা হচ্ছে, শুনো, হে আবূ মাস্'ঊদ্! বর্ণনাকারী বলেন: আমি অতি গোস্‌সার দরুন আওয়াযখানা ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। যখন আওয়াযদাতা আমার নিকটবর্তী হলেন তখন দেখলাম, তিনি হলেন আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি বলছেন, শুনো, হে আবূ মাস্'ঊদ্! শুনো, হে আবূ মাস্'ঊদ্! তখন আমি আমার হাত থেকে ছড়িটি ফেলে দিলাম। তিনি আরো বললেন:

اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُوْدٍ! أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلاَمِ.

"শুনো, হে আবূ মাস্'ঊদ্! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর আরো বেশি ক্ষমতাবান যতটুকু ক্ষমতা তোমার এ গোলামের উপর রয়েছে তার চেয়েও"। (মুসলিম, হাদীস ১৬৫৯)

বর্ণনাকারী বলেন: আমি বললাম: আমি ওয়াদা দিচ্ছি, আমি আর এরপর কোন গোলামকে মারবো না।

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি ফিরে দেখলাম যে, তিনি হলেন আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! এ গোলামটি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আজ থেকে স্বাধীন। তখন রাসূল ﷺ বললেন:

أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ .

"তুমি যদি এমন না করতে তাহলে তোমাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতো বা পুড়িয়ে দিতো"।

৭. আপনার নেককার সাথী আপনাকে এমন কিছু কল্যাণকর কাজের পরামর্শ দিবে ও তা করতে উৎসাহিত করবে যা জানলে আপনি নিজ জীবনে একদা অনেক উপকৃত হতে পারবেন। চাই আপনি তার কাছ থেকে নেক কাজের পরামর্শ চান বা নাই চান। যেমন: সে আপনাকে এমন কিছু ওয়াজিব কাজের পরামর্শ দিলো যে ব্যাপারে আপনি ইতিপূর্বে গাফিল কিংবা অলস ছিলেন। সে আপনাকে এমন অনেকগুলো নফল ও মুস্তাহাব কাজের পরামর্শ দিবে যা করলে আপনার সাওয়াবের ভাণ্ডার দিন দিন সমৃদ্ধ হবে। যেমন: মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, ফকির ও মিসকীনের প্রতি দয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি সে ধীরে ধীরে আপনার মাঝে কিছু ভালো গুণাবলীও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে। যেমন: সত্য কথা বলা, নিজ সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখা, সাধুতা, মানুষের সাথে ভালো সম্পর্ক রক্ষা, সাহসিকতা ও সঠিক কথা বলা ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আপনাকে এমন কিছু হারামের ব্যাপারে সতর্ক করবেন যাতে আপনি দীর্ঘ দিন যাবত নিমজ্জিত। তেমনিভাবে সে পর্যায়ক্রমে আপনাকে অনেকগুলো নেক ও কল্যাণকর কাজের অনুসন্ধান দিবে।

৮. আপনি যখন জ্ঞান, ইবাদাত, দা'ওয়াত ও চাল-চরিত্রে তার উঁচু অবস্থান কিংবা যে কোন কল্যাণকর কাজে তাকে আপনার চেয়েও অনেক অগ্রসর দেখবেন তখন তা আপনার জন্য বরাবর দু' দিক থেকেই

লাভ ও কল্যাণ বয়ে আনবে। যা নিম্নরূপ:

ক. আপনার মধ্যে যে আত্মঅহঙ্কারবোধ ও আমলে নিজকে অতি সমৃদ্ধিশালী মনে হতো অন্যকে নিজ থেকেও এ ব্যাপারে অতি উন্নত দেখলে তা অতি দ্রুত দূর হয়ে যাবে। নিজকে ও নিজ আমলকে নিয়ে আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কারবোধ এমন এক ব্যাধি যা নবী ﷺ নিজ উম্মতের ব্যাপারে ভয় করতেন এবং যা গুনাহ্ থেকেও অতি ভয়ঙ্কর।

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لَوْ لَمْ تَكُوْنُوْا تُذْنِبُوْنَ لَخِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ الْعُجْبَ الْعُجْبَ .

"তোমরা যদি ইতিপূর্বে গুনাহ্ না করতে তাহলে আমি তোমাদের ব্যাপারে গুনাহ্'র চেয়েও আরেকটি ভয়ঙ্কর ব্যাপারের আশঙ্কা করতাম। তা হলো নিজকে ও নিজ আমলকে নিয়ে আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কারবোধ। নিজকে ও নিজ আমলকে নিয়ে আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কারবোধ"।

(আশ-শিহাব/আল-কুযা'য়ী, হাদীস ১৪৪৭ বায্যার/কাশফুল-আস্তার, হাদীস ৩৬৩৩)

খ. আপনার নেককার সাথীকে আপনি যখন জ্ঞান, ইবাদাত, দা'ওয়াত ও চাল-চরিত্রে আপনার চেয়েও অনেক অগ্রসর দেখবেন তখন তা আপনাকে এ সকল ব্যাপারে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করবে। তখন আপনি দিন দিন জ্ঞান আহরণ, সমূহ কল্যাণকর কাজে অগ্রসর, ইবাদাতে মনোযোগ ও নিজ চাল-চলনের সার্বিক উন্নতি সাধনে দ্রুত অগ্রসর হবেন কিংবা তার তুলনায় আপনার আমলকে আপনি অতি নগণ্য মনে করবেন। যেমন: আপনি যদি সর্বদা তাহাজ্জুদের নামায দু' রাক্'আত পড়েন আর আপনার সাথীকে চার রাক্'আত পড়তে দেখেন তখন আপনি অবশ্যই ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে চার রাক্'আত পড়ারই আগ্রহ অনুভব করবেন। তেমনিভাবে আপনি যদি সর্বদা দু' এক টাকা সাদাকা করায় অভ্যস্ত হয়ে থাকেন আর আপনার সাথীকে সর্বদা পাঁচ-দশ টাকা সাদাকা করতে দেখেন তখন আপনি অবশ্যই ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে পাঁচ-দশ টাকা সাদাকা করারই আগ্রহ অনুভব করবেন।

মূলতঃ নেক ও কল্যাণ আহরণের ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা প্রশংসার দাবি রাখে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِيْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِيْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

"পরশ্রীকাতরতা তথা অন্যের কল্যাণ দেখে তা নিজের মধ্যে কামনা করা দু' ব্যাপারে হতে পারে: জনৈক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন শিক্ষা দিয়েছেন অতঃপর সে দিন-রাত তা তিলাওয়াত করে। তার প্রতিবেশী তা শুনে বললো: আহ্! আমাকে যদি তার মতো কুর'আনের জ্ঞান দেয়া হতো তাহলে আমি তার ন্যায় আমল করতে পারতাম। আর এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন অতঃপর সে তার সম্পদগুলো সত্য এবং ন্যায় প্রচার ও বাস্ত বায়নে ব্যয় করে। তখন জনৈক ব্যক্তি বললো: আহ্! আমাকে যদি তার মতো সম্পদ দেয়া হতো তাহলে আমি তার ন্যায় সত্য প্রচারে ব্যয় করতে পারতাম"। (বুখারী, হাদীস ৪৬৬৫)

এ জন্যই 'উস্মান বিন্ 'হাকীম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

اصْحَبْ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فِيْ الدِّيْنِ وَدُوْنَكَ فِيْ الدُّنْيَا .

"তুমি এমন ব্যক্তির সঙ্গী হও যে ধার্মিকতার দিক দিয়ে তোমার চেয়েও উপরে এবং দুনিয়ার দিক দিয়ে তোমার চেয়েও নিচে"। (আল-ইখ্ওয়ান: ১২৫)

যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা সাহাবায়ে কিরামকে সাদাকা করায় প্রচুর উৎসাহিত করলেন তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজ মালের অর্ধেক নিয়েই নিজ ঘর থেকে বের হয়ে দেখলেন, এ দিকে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর পুরো

মালই রাসূল ﷺ এর নিকট নিয়ে উপস্থিত হলেন।

'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ আমাদেরকে সাদাকা করতে আদেশ করলেন। তখন আমার হাতে আগের তুলনায় একটু বেশি সম্পদই ছিলো। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, আজই আমি দান-সাদাকায় আবু বকরকে ডিঙ্গিয়ে যাবো যদি তা কখনো করতে পারি। অতএব আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন নবী ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি নিজ পরিবারের জন্য কি রেখে আসলে? আমি বললাম: এর সমপরিমাণ। এ দিকে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সকল সম্পদই নিয়ে আসলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি নিজ পরিবারের জন্য কি রেখে আসলে? তিনি বললেন: আমি তাদের জন্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ কে রেখে আসলাম। তখন আমি মনে মনে বললাম: আমার জীবদ্দশায় আর আমি কখনো তোমার সাথে কোন ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবো না।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৮)

একদা রাসূল ﷺ আবু বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নামায পড়ছেন। তিনি সূরা নিসা'র একশ'টি আয়াত শেষ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দো'আ করছেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

اسْأَلْ تُعْطَهُ، اسْأَلْ تُعْطَهُ.

"তুমি চাও। যা চাবে তোমাকে তাই দেয়া হবে। তুমি চাও। যা চাবে তোমাকে তাই দেয়া হবে"।

তিনি আরো বললেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ .

"যার ইচ্ছে হয় কুর'আন মাজীদ তরতাজা পড়তে যেভাবে তা নাযিল হয়েছে তাহলে সে যেন ইব্নু উম্মে 'আব্দ তথা আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদের ন্যায় ক্বিরাত পড়ে"। (আহ্মাদ, হাদীস ৪১৯০)

যখন সকাল হলো তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্

(রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি গত রাত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কি চেয়েছিলে? আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ বলে দো'আ করছিলাম:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ .

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট এমন ঈমান চাচ্ছি যার পর মুরতাদ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এমন নিয়ামত চাচ্ছি যা কখনো শেষ হবে না। উপরন্তু জান্নাতুল-খুল্দের সর্বোচ্চ আসনে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গ কামনা করছি"।

কিছুক্ষণ পর 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আসলে তাঁকে বলা হলো: আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আপনার আগেই এখানে এসে গেছেন। তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দয়া করুন! আমি যখনই কোন নেক কাজে তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করতে যাই তখনই তিনি তা আমার আগেই করে ফেলেন।

৯. নেককারদের সাথে উঠাবসা করলে সময়ের হিফাযত হয়। যার অপর নাম জীবন এবং যা সকল আমলের আধার।

১০. আপনার নেককার সাথী আপনার উপস্থিতিতে কিংবা অনুপস্থিতিতে আপনাকে হিফাযত করবে। আপনার কোন লুকায়িত কথা সে জনসম্মুখে প্রচার করবে না। আপনার কোন ধরনের ইয্যত হানি করবে না। বরং প্রয়োজনে আপনার পক্ষ নিয়ে আপনার ইয্যত রক্ষা করবে।

১১. নেককার সাথীকে দেখলেই আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ হবে এবং তিনি নিজেও আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলার কথা তথা কুর'আন ও হাদীসের বাণী স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং তা মানতে সহযোগিতা করবেন। শরীয়ত ও বাস্তবতা তাই প্রমাণ করে। আর এ জন্যই তো একদা মূসা (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর ভাই হারূন (আলাইহিস্ সালাম) কে নবী করে তাঁর সাথী বানানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আকুল অনুরোধ করেন। তিনি বলেন:

﴿ وَٱجۡعَل لِّي وَزِيرٗا مِّنۡ أَهۡلِي ٢٩ هَٰرُونَ أَخِي ٣٠ ٱشۡدُدۡ بِهِۦٓ أَزۡرِي ٣١ وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي ٣٢ كَيۡ نُسَبِّحَكَ كَثِيرٗا ٣٣ وَنَذۡكُرَكَ كَثِيرًا ٣٤ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرٗا ﴾ [طه: ٢٩ – ٣٥].

"আর আপনি আমার পরিবার থেকে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দিন। তথা আমার ভাই হারূনকে। তাকে দিয়ে আপনি আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন। তাকে আমার কাজের অংশীদার বানিয়ে দিন। যাতে করে আমরা বেশি বেশি আপনার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে পারি। আর আপনাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারি। আপনি তো আমাদের সকল অবস্থাই দেখতে পাচ্ছেন"। (ত্বা-হা: ২৯-৩৫)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

أَوْلِيَاءُ اللهِ تَعَالَى الَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللهُ تَعَالَى .

"আল্লাহ্'র ওলীগণ এমন যে, তাঁদেরকে দেখলেই আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ হয়"। (স্বা'হী'হুল-জামি', হাদীস ২৫৫৭)

আস্মা বিন্তে ইয়াযীদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: خِيَارُكُمْ الَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .

"আমি কি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো? সাহাবাগণ বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি তা অবশ্যই জানাবেন। তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ওঁরা যাঁদেরকে দেখলেই আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ হয়"। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪১১৯)

উক্ত হাদীস দু'টো এটাই প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষের উপর ওলী ও নেককারদের প্রভাব রয়েছে। কারণ, তাঁদেরকে দেখলেই আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ হয়। আর তা এ জন্যই যে, মানুষ তাঁদের দিকে

তাকালেই তাঁদের মাঝে হিদায়াত, গাম্ভীর্য, ঈমানের নূর ও উত্তম চরিত্র দেখতে পায়। এ প্রভাব যদি তাঁদেরকে দেখলেই হয় তাহলে তাঁদের সাথে দীর্ঘ দিন উঠাবসা করলে তাঁদের সাথীদের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়বে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এ জন্যই মূসা বিন্ 'উক্ববাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

إِنْ كُنْتُ لَأَلْقَى الْأَخَ مِنْ إِخْوَانِيْ فَأَكُوْنُ بِلُقِيِّهِ عَاقِلاً أَيَّاماً .

"কখনো কোন দ্বীনি ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তার সাক্ষাতের দরুন আমি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সত্যিকার বুদ্ধিমান তথা আখিরাতের চেতনায় চেতনাশীল হই"। (রাওযাতুল-'উক্বালা': ৯২)

সুফ্য়ান (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

لَرُبَّمَا لَقِيْتُ الْأَخَ مِنْ إِخْوَانِيْ فَأُقِيْمُ شَهْراً عَاقِلاً بِلِقَائِهِ .

"কখনো কোন দ্বীনি ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তার সাক্ষাতের দরুন আমি দীর্ঘ এক মাস যাবৎ সত্যিকার বুদ্ধিমান তথা আখিরাতের চেতনায় চেতনাশীল হই"। (রাওযাতুল-'উক্বালা': ৯৩)

আবু সুলাইমান (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى أَخٍ مِنْ إِخْوَانِيْ بِالْعِرَاقِ فَأَعْمَلُ عَلَى رُؤْيَتِهِ شَهْراً .

"আমি কখনো ইরাকের কোন দ্বীনি ভাইয়ের দিকে তাকালে তার সাক্ষাতের দরুন নিজের মধ্যে দীর্ঘ এক মাস যাবৎ নেক আমলের স্পৃহা অনুভব করতাম"। (রাওযাতুল-'উক্বালা': ৯২)

'আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে 'হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন তখন তিনি সেখানে কাফিরদের আনাগোনা দেখে ভয় পাচ্ছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন:

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠] .

"চিন্তা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সাথেই আছেন"।
(তাওবাহ্: ৪০)

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গুহায় থাকাবস্থায় বলছিলাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! যদি তাদের কেউ পায়ের নিচের দিকে তাকায় তাহলে সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا .

"হে আবু বকর! তোমার ধারণা কি এমন দু' জন সম্পর্কে যাদের তৃতীয় জন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্"। (বুখারী, হাদীস ৩৬৫৩ মুসলিম, হাদীস ২৩৮১)

মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথীগণ যখন শত্রুপক্ষকে অতি নিকটে দেখে ভয়ে তাঁকে বললেন: আমরা তো ধরা পড়ে যাচ্ছি। তখন তিনি বললেন:

﴿ كَلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهۡدِينِ ﴾ [الشعراء: ٦٢] .

"কক্ষোনো না। আমার প্রভু তো আমার সঙ্গেই আছেন। তিনি আমাকে অচিরেই সঠিক পথ দেখাবেন"। (আশ্-শু'আরা: ৬২)

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুর'আন সম্পর্কে অতি জ্ঞানীদেরকে নিজের উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করেন। যাতে তাঁরা তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর কুর'আনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 'উয়াইনাহ্ বিন্ 'হিস্ন বিন্ 'হুযাইফাহ্ তাঁর ভাতিজা 'হুর্ বিন্ 'ক্বাইস্ এর নিকট মেহমান হয়। আর 'হুর্ ছিলেন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খুব কাছের মানুষ। কারণ, কুর'আন জানা লোকরাই তো তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। চাই তারা জোয়ান হোক কিংবা বয়স্ক। তখন 'উয়াইনাহ্ তার ভাতিজাকে বললো: হে ভাতিজা! 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাছে তো তোমার যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। তাই তুমি আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে দাও। 'হুর্ বললেন: ঠিক আছে। আমি তাই করবো। অতঃপর 'হুর্ 'উয়াইনাহ্'র জন্য 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন। এ দিকে 'উয়াইনাহ্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট প্রবেশ করেই সে তাঁকে বললো: হে খাত্ত্বাবের ছেলে! তুমি তো আমাদেরকে বেশি কিছু

দাও না এবং আমাদের মাঝে ইনসাফের বিচারও করো না। এ কথা শুনে 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খুব রাগান্বিত হয়ে 'উয়াইনাহ্কে মারতে উদ্যত হলেন। তখন 'হুর্ তাঁকে বললেন: হে আমিরুল-মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

"ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো। সৎ কাজের আদেশ করো। আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো"। (আল-আ'রাফ: ১৯৯)

'হুর্ বলেন: এ তো মূর্খ। সুতরাং একে এড়িয়ে চলুন।

ইব্নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেন: আল্লাহ্'র কসম! আয়াতটি শুনার পর 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আর একটুও অগ্রসর হননি। মূলতঃ তিনি স্বভাবগতভাবেই কুর'আনের সামনে স্থির থাকতেন। তিনি তা থেকে এতটুকুও সামনে অগ্রসর হতেন না। (বুখারী, হাদীস ৪৬৪২)

আর এ জন্যই তো তথা কুর'আনের বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়া ও এর মর্ম উদ্ঘাটনের সুবিধার জন্যই তো 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে তাঁর উপদেষ্টা পরিষদে স্থান দেন।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সাথে তাঁর নিকট প্রবেশের অনুমতি দিতেন। এতে কেউ কেউ তাঁর উপর কিছুটা হলেও নারাজ ছিলেন। এমনকি কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, এ ছেলেটি আমাদের সাথে কেন আসছে? অথচ তার বয়সী ছেলেপেলে তো আমাদেরও রয়েছে। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কথাটি শুনে বললেন: এটা তোমাদের নিছক ধারণা বৈ আর কিছুই নয়। অতঃপর তিনি একদা আমাকে তাঁদের সাথে ডেকে পাঠালেন। আমার ধারণা হচ্ছিলো তিনি আজ শুধু আমার অবস্থান দেখানোর জন্যই সবাইকে ডাকছিলেন। তিনি বললেন: তোমরা সূরা নাস্র সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করছো? কেউ বললেন: উক্ত সূরায় বলা হয়েছে, যখন মহা বিজয় আসবে তখন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও ইস্তিগ্ফার করো। আবার কেউ কেউ চুপ থাকলেন। কিছুই বললেন না। অতঃপর তিনি আমাকে

বললেন: তুমি কি এমনই ধারণা করছো? আমি বললাম: না। তিনি বললেন: তাহলে এ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? আমি বললাম: উক্ত সূরায় রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: যখন আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও মহা বিজয় আসবে। আর এটিই হচ্ছে তোমার মৃত্যুর নিদর্শন। তখন তুমি নিজ প্রভুর সপ্রশংস প্রবিত্রতা বর্ণনা করো ও তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা গ্রহণকারী। তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমিও তো এটিই বুঝেছি। আর কিছুই নয়। (বুখারী, হাদীস ৪৯৭০)

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা এক কঠিন পরিস্থিতিতে তথা 'হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ভীষণ রাগটুকু খানিকটা কমানোর চেষ্টা করেছেন। পরিশেষে তাঁর অন্তরে এক অবর্ণনীয় ঐশী প্রশান্তি নেমে আসে।

'হুদাইবিয়ার সন্ধি সংক্রান্ত মিস্ওয়ার বিন্ মাখ্রামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি দীর্ঘ বর্ণনায় এসেছে যে, পরিশেষে সুহাইল্ বিন্ 'আমর এসে নবী ﷺ কে বললো: ঠিক আছে। আপনি উভয় পক্ষের মাঝে একটি চুক্তি লিখে দিন। তখন নবী ﷺ লিখককে ডেকে বললেন: লিখো, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ সুহাইল বললো: আল্লাহ্'র কসম! আমি الرَّحْمَن কে জানি না। তবে আপনি লিখুন, بِسْمِكَ اللَّهُمَّ "হে আল্লাহ্! আপনার নামে শুরু করছি"। যেমনিভাবে আপনি আগে লিখতেন। তখন নবী ﷺ বললেন: ঠিক আছে, তাই লিখো। অতঃপর বললেন: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ "এ চুক্তিটি করতে যাচ্ছে আল্লাহ্'র রাসূল মুহাম্মাদ্ ﷺ"। সুহাইল বললো: আল্লাহ্'র কসম! আমরা যদি স্বীকারই করতাম আপনি আল্লাহ্'র রাসূল। তাহলে আপনাকে আল্লাহ্'র ঘরে যাওয়ার পথে কোন বাধাই সৃষ্টি করতাম না। এমনকি আপনার সাথে যুদ্ধও করতাম না। বরং লিখুন, مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ "আব্দুল্লাহ্'র ছেলে মুহাম্মাদ্"। নবী ﷺ বললেন: وَاللهِ إِنِّيْ لَرَسُوْلُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُوْنِيْ "আল্লাহ্'র কসম! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র রাসূল যদিও তোমরা তা

স্বীকার করতে চাও না”। তখন তিনি বললেন: ঠিক আছে, তাই লিখা হোক। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সব কথা এ জন্যই মেনে নিচ্ছিলেন। কারণ, তিনি ইতিপূর্বে বলেছিলেন: لَا يَسْأَلُوْنِيْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا “তারা যে কোন পরিকল্পনা নিয়ে আসুক না কেন যাতে আল্লাহ্ তা’আলার হারাম করা বস্তুসমূহের সম্মান রক্ষা পাবে আমি তাই করবো”। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লেখককে বললেন: লিখো, عَلَى أَنْ تُخَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوْفَ بِهِ “চুক্তিটি এ ব্যাপারে হচ্ছে যে, তোমরা আমাদেরকে আল্লাহ্’র ঘরের তাওয়াফ করতে দিবে”। সুহাইল বললো: আল্লাহ্’র কসম! এ চুক্তি করলে আরবরা বলবে: আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে এ অধিকার আদায় করা হচ্ছে। তবে তা আগামী বছর হতে পারে। সুতরাং তাই লিখা হলো। সুহাইল বললো: চুক্তির দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের কেউ আপনাদের কাছে আসলে যদিও সে মোসলমান হয়েই আসুক তাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হবে। উপস্থিত মোসলমানগণ বললেন: আশ্চর্য! লোকটি মোসলমান হয়ে আসবে; অথচ তাকে মুশ্‌রিকদের নিকট ফেরত দেয়া হবে। এটা কি করে হয়?! আর ইতিমধ্যে সুহাইলের ছেলে আবু জান্দাল হাতে-পায়ে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় সামনে উপস্থিত হলো। সে মক্কার নিম্ন এলাকা দিয়ে বেরিয়ে এসে মোসলমানদের সামনে উপস্থিত হলো। সুহাইল বললো: হে মুহাম্মাদ! এ আবু জান্দালই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যার ব্যাপারে আমরা চুক্তি করবো তাকে আমার নিকট ফেরত দেয়ার। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আমরা তো এখনো চুক্তিনামা লেখা শেষ করিনি? সুতরাং এর ব্যাপারটি বাদ দাও। সে বললো: আল্লাহ্’র কসম! তাহলে আমি আর কোন ব্যাপারেই আপনার সাথে চুক্তি করবো না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: অন্ততপক্ষে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে তাকে তাকে চুক্তির বাইরে রাখো। সে বললো: না, তা হবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তাহলে তোমার দিকে তাকিয়েই কেবল তাকে চুক্তির অধীন করলাম। তখন আবূ জান্দাল বললেন: হে মোসলমানগণ! তোমরা কি আমার এ দুর্দশার কথা বিবেচনা করছো না? আমাকে এখন কি করে আবার মুশ্‌রিকদের নিকট হস্তান্তর করা হচ্ছে; অথচ আমি এখানে মোসলমান হয়েই এসেছি। বস্তুতঃ তাঁকে ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা’আলার জন্য অত্যন্ত কঠিন

শাস্তিই দেয়া হয়েছে। তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আপনি কি সত্যিকারার্থে আল্লাহ্'র নবী নন? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: অবশ্যই। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবারো বললেন: আমরা কি সত্যের উপর এবং আমাদের শত্রুরা কি বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়?! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: অবশ্যই। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবারো বললেন: তাহলে আমরা ধর্মীয় ব্যাপারে এতো নমনীয় হতে যাবো কেন? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আমি সত্যিই আল্লাহ্'র রাসূল। আর আমি কখনোই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করি না! তাই তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবারো বললেন: আপনি কি ইতিপূর্বে আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা অচিরেই বায়তুল্লাহ্'র তাওয়াফ করবো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: অবশ্যই বলেছিলাম। তবে আমি কি এ কথা বলেছিলাম যে, আমরা এ বছরেই বাইতুল্লাহ্'র তাওয়াফ করবো? 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: না, তা বলেননি। তাহলে জেনে রাখো, তুমি অবশ্যই বায়তুল্লাহ্'র তাওয়াফ করবে। এরপর 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাছে এসে বললেন: হে আবু বকর! ইনি কি সত্যিই আল্লাহ্'র নবী নন? আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: অবশ্যই। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবারো বললেন: আমরা কি সত্যের উপর এবং আমাদের শত্রুরা কি বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়?! আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: অবশ্যই। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: তাহলে আমরা ধর্মীয় ব্যাপারে এতো নমনীয় হতে যাবো কেন? তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: হে শুনো: তিনি অবশ্যই আল্লাহ্'র রাসূল। আর তিনি কখনোই আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য নন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। তুমি তাঁকে আঁকড়ে ধরো। আল্লাহ্'র কসম! তিনি নিশ্চয়ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবারো বললেন: তিনি কি ইতিপূর্বে আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা অচিরেই বায়তুল্লাহ্'র তাওয়াফ করবো। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: অবশ্যই বলেছিলেন। তবে তিনি কি এ কথা বলেছিলেন যে, তুমি এ বছরেই বাইতুল্লাহ্'র তাওয়াফ করবে? 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: না, তা বলেননি। তাহলে জেনে রাখো, তুমি অবশ্যই বায়তুল্লাহ্'র তাওয়াফ করবে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অনেক দৌড়াদৌড়িই করেছেন। ইতিমধ্যে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুক্তিনামা লিখে শেষ করলেন তখন তিনি সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমরা হাদি (হজ্জে যবাই করা পশু) যবাই করে চুল নেড়া করে ফেলো। বর্ণনাকারী বলেন: আল্লাহ্'র কসম! এ কথা শুনে কেউই

কাজে উদ্যত হলেন না। এমনকি রাসূল ﷺ কথাটি তিনবার বললেন। রাসূল ﷺ যখন দেখলেন কেউই কাজে উদ্যত হচ্ছে না তখন তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর তাবুতে গিয়ে তাঁকে সব খুলে বললেন। তখন উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: হে আল্লাহ্'র নবী! আপনি কি চান তাঁরা এ কাজটি করুক! তাহলে আপনি বেরিয়ে গিয়ে তাঁদের কারোর সাথে কোন কথা না বলে সোজা আপনার উটগুলো যবাই করে দিন। আর আপনি নাপিতকে ডেকে আপনার চুলগুলো কামিয়ে ফেলুন। তখন নবী ﷺ তাই করলেন। যখন সাহাবায়ে কিরাম নবী ﷺ এর কাজগুলো দেখলেন তখন তাঁরা সবাই তাঁদের হাদিগুলো যবাই করে একে অপরের চুলগুলো কামিয়ে দিলেন। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ ভীষণ চিন্তায় অন্যকে হত্যা করায় যেন উদ্যত হলো।

১২. আপনার নেককার সাথী স্বচ্ছলতার সময় আপনার সঙ্গী হয়ে আপনার শোভা বর্ধন করবে। বিপদের সময় আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে। আপনার মাঝে আশার সঞ্চার করবে। আপনাকে সাওয়াবের বাণী শুনাবে। আপনার চিন্তা ও অস্থিরতা লাঘবে সে সহযোগিতা করবে। বিপদের সময় তাদের বুদ্ধি ও পরামর্শ আপনার কাজে লাগবে।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা তাঁর সাথীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

أَنْتُمْ جَلاَءُ حُزْنِيْ.

"তোমরা চিন্তা ও অস্থিরতা দূরীকরণে আমার সহায়"।

(রাওযাতুল-'উক্বালা': ৯২)

আক্সাম বিন্ স্বাইফী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

لِقَاءُ الْأَحِبَّةِ مِسْلاَةٌ لِلْهَمِّ .

"সাথী ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ চিন্তা ও অস্থিরতা দূরীকরণে সহায় হয়"। (আল-ইখ্ওয়ান/ইব্নু আবিদ্দুন্য়া: ১৫৫)

'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

عَلَيْكَ بِإِخْوَانِ الصِّدْقِ، فَعِشْ فِيْ أَكْنَافِهِمْ، فَإِنَّهُمْ زَيْنٌ فِيْ الرَّخَاءِ، وَعُدَّةٌ فِيْ الْبَلاَءِ .

"তুমি সত্যিকারের দ্বীনি ভাই ও বন্ধুদের সাথী হও। তাদের ছত্রছায়ায় জীবন যাপন করো। কারণ, তারা স্বচ্ছলতার সময় তোমার শোভা বর্ধন করবে। বিপদের সময় তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে"।

(আল-ইখ্ওয়ান/ইব্নু আবিদ্দুন্য়া: ১৫৫ আল-মুতা'হাব্বূনা ফিল্লাহ্: ৩১ রাওযাতুল-'উক্বালা': ৯০)

'আলী বিন্ আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

عَلَيْكُمْ بِالْإِخْوَانِ فَإِنَّهُمْ عُدَّةٌ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

"তুমি দ্বীনি ভাইদের সাথী হও। কারণ, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার একান্ত সম্বল"। (এহ্ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন: ২/১৬০)

জনৈক ব্যক্তি দাঊদ্ আত্ত্বায়ীকে বললো: আমাকে একটু উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন:

اصْحَبْ أَهْلَ التَّقْوَى، فَإِنَّهُمْ أَيْسَرُ أَهْلِ الدُّنْيَا مُؤُوْنَةً، وَأَكْثَرُهُمْ لَكَ مَعُوْنَةً .

"তুমি মুত্তাক্বীদের সাথী হও। কারণ, তারা দুনিয়ার মধ্যে তোমার সব চেয়ে কম খরচের ও সব চেয়ে বেশি সাহায্যকারী বন্ধু"।

(আল-ইখ্ওয়ান/ইব্নু আবিদ্দুন্য়া: ১২৪)

শাবীব বিন্ শাইবাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "সত্যিকারের দ্বীনি ভাইয়েরা একজন মানুষের জন্য দুনিয়ার সব চেয়ে বড় পাওনা। কারণ, তারা সচ্ছলতার সময়ের শোভা, বিপদের সম্বল ও উত্তম জীবন যাপনে সহযোগী।" (আল-মুতা'হাব্বূনা ফিল্লাহ্: ৩০)

জনৈক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেন: "তুমি মোসলমান ভাইদের মধ্য থেকে যে বেশি দ্বীনদার, অন্যকে বেশি ভালোবাসে, বেশি আদব রক্ষাকারী ও বেশি বুদ্ধিমান তাকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো। কারণ, সে প্রয়োজনের সময় তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে। বিপদের সময় তোমাকে শক্তিশালী করবে। একাকীত্বের সময় তোমাকে সঙ্গ দিবে ও সুস্থতার সময় তোমার শোভা বর্ধন করবে। (আদাবুদ্দীনি ও ওয়াদ্দুন্য়া: ১৬৮)

আব্দুল আযীয আব্রাশ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

اسْتَكْثِرَنَّ مِنَ الْإِخْوَانِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ لِكَانِزِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ
كَمْ مِنْ أَخٍ لَوْ نَابَتْكَ نَائِبَةٌ وَجَدْتَهُ خَيْراً مِنْ أَخِيْ النَّسَبِ

"তুমি দ্বীনি ভাইদেরকে বেশি বেশি সাথী হিসেবে গ্রহণ করো। কারণ, তা সংরক্ষণকারীর জন্য স্বর্ণের চেয়েও উত্তম। এমন অনেক দ্বীনি ভাই রয়েছে যাদেরকে তুমি বিপদের সময় আপন ভাই থেকেও বেশি কল্যাণকর পাবে"। (রাওযাতুল-'উক্বালা': ৯৩)

মাহ্দী বিন্ সাবিক্ব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

تَكَثَّرْ مِنَ الْإِخْوَانِ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّهُمْ عِمَادٌ إِذَا اسْتَنْجَدْتَهُمْ وَظَهُوْرٌ

"যথাসাধ্য তুমি দ্বীনি ভাইদেরকে বেশি বেশি সাথী হিসেবে গ্রহণ করো। কারণ, তুমি বিপদের সময় তাদের সহযোগিতা চাইলে তারা তোমার জন্য বিশেষ খুঁটি ও সাহায্যকারী হবে"। (রাওযাতুল-'উক্বালা': ৯৪)

ইব্নু আবী মুলাইকাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। যখন তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় একেবারেই ক্লান্ত-শ্রান্ত। তখন 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিও না। আমি ভয় পাচ্ছি যে, এ মুহূর্তে আমার প্রশংসা করা হবে। তখন তাঁকে বলা হলো: রাসূল ﷺ এর চাচাতো ভাই। মোসলমানদের মধ্যকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাকে অনুমতি না দেয়া ঠিক হবে না। তখন তিনি বললেন: ঠিক আছে। তাকে অনুমতি দাও। তখন ইব্নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন: আমি ভালোই আছি যদি অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় থাকে। ইব্নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বললেন: আপনি ভালোই থাকবেন ইন্শাআল্লাহ্। আপনি তো রাসূল ﷺ এর স্ত্রী। রাসূল ﷺ আপনাকে ছাড়া আর কাউকে কুমারী বিয়ে করেননি। আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে আপনার পবিত্রতা নাযিল করেছেন। এরপরই আব্দুল্লাহ্ বিন্ যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) প্রবেশ করলে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) তাকে উদ্দেশ্য করে

বললেন: ইতিপূর্বে ইব্নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) প্রবেশ করে আমার প্রশংসা করেছে। আমি চাচ্ছি একেবারে বিস্মৃত হয়ে থাকতে।

(বুখারী, হাদীস ৪৭৫৩)

১৩. আপনি নেককার লোকদেরকে সাথী ও বন্ধু বানালে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যারা কিয়ামতের দিন কোন ধরনের ভয় ও আশঙ্কা বোধ করবে না। উপরন্তু এ বন্ধুত্ব সর্বদা অটুট থাকবে। কখনো বিনষ্ট হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يَٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ ﴾ [الزخرف: ٦٧ – ٦٨] .

"দুনিয়ার বন্ধুরা সে দিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। তবে মুত্তাক্বীগণ নয়। (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন:) হে আমার বান্দাহ্রা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই। আজ তোমরা কোন ধরনের চিন্তাগ্রস্তও হবে না"। (যুখ্রুফ: ৬৭-৬৮)

১৪. আপনি আপনার জীবদ্দশায় ও মরণের পর নেককার সাথীদের দো'আ ও ইস্তিগ্ফার পাবেন। কারণ, নেককারদের অভ্যাস হলো সর্বদা একে অপরের জন্য দো'আ ও ইস্তিগ্ফার করা।

উম্মুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ .

"একজন মোসলমানের দো'আ তার অন্য ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য। তার মাথার পাশে একজন ফিরিশ্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। যখনই সে তার কোন মোসলমান ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো'আ করে তখন তার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশ্তা বলেন: হে আল্লাহ্! আপনি এর দো'আটি কবুল করুন। আর

তোমার জন্যও যেন অতটুকু বরাদ্দ হয়ে যায়”। (মুসলিম, হাদীস ২৭৩৩)

‘আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি মসজিদে বসে কুর’আন তিলাওয়াত করছিলো। আর নবী ﷺ তা শুনছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন:

رَحِمَهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِيْ كَذَا وَكَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا .

“আল্লাহ্ তা’আলা তাকে দয়া করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যা অমুক অমুক সূরা থেকে ফেলে যাচ্ছিলাম”।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন: একদা নবী ﷺ আমার ঘরে তাহাজ্জুদ পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি ‘আব্বাদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) এর আওয়াজ শুনছিলেন। তিনি মসজিদে নামায পড়ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন: হে ‘আয়িশা! এটা কি ‘আব্বাদের আওয়াজ? আমি বললাম: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন:

اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا .

“হে আল্লাহ্! আপনি ‘আব্বাদ্কে দয়া করুন”। (বুখারী, হাদীস ২৬৫৫)

‘উবাইদুল্লাহ্ বিন্ হাসান (রাহিমাহুল্লাহ্) একদা জনৈক ব্যক্তিকে বলেন:

اسْتَكْثِرْ مِنَ الصَّدِيْقِ الصَّالِحِ، فَإِنَّ أَيْسَرَ مَا تُصِيْبُهُ أَنْ يَبْلُغَهُ مَوْتُكَ فَيَدْعُوْ لَكَ.

“তুমি বেশি বেশি নেককার বন্ধু গ্রহণ করো। কারণ, তুমি অতি সহজভাবেই তার থেকে যা পাবে তা হলো: তোমার মৃত্যুর খবর শুনে সে অন্তত তোমার জন্য দো’আ করবে”। (আল-ইখ্ওয়ান/ইব্নু আবিদ্দুন্য়া: ১১৩)

‘আল্লামাহ্ খতীব বাগ্দাদী তাঁর তারীখে বাগ্দাদ তথা বাগ্দাদের ইতিহাস নামক বইটিতে সুপ্রসিদ্ধ ক্বারী ত্বাইয়েব বিন্ ইসমা’ঈল (রাহিমাহুল্লাহ্) এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: “তাঁর একটি ডায়েরী ছিলো যাতে তিনি তাঁর তিনশত বন্ধুর নাম লিখে রেখেছেন। প্রতি রাতে তিনি তাদের জন্য দো’আ করতেন। এক রাত্রিতে তিনি তা

না করে ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে তাঁকে বলা হলো: হে আবু হামদূন! (তাঁর উপনাম) আজ রাত তো আপনি চেরাগ জ্বালাননি। তখন তিনি ঘুম থেকে জেগে চেরাগটি জ্বালিয়ে ডায়েরীখানা হাতে নিয়ে একজন একজন করে সবার জন্য দো'আ করেন। (তারীখে বাগ্দাদ: ৯/৩৬১)

১৫. জিন ও মানব শয়তান নেককারদের মজলিসকে ভয় পায়। তাই তাদের মজলিসে বসলে শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ঠিক এর বিপরীতে বদ্কারদের মজলিস শয়তানের আড্ডাখানা। তেমনিভাবে কেউ একাকী থাকলে সে বিকৃত চিন্তা-চেতনা ও শয়তানের খারাপ ওয়াস্ওয়াসার লক্ষ্যবস্তুতে রূপান্তরিত হয়। এ জন্যই রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

عَلَيْكَ بِالْـجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ .

"তুমি (নেককারদের) জামাতের সাথে থাকো। কারণ, নেকড়ে দলচ্যুত ছাগলকেই খায়"। (আহ্মাদ: ৫/১৯৬, ৬/৪৪৬ নাসায়ী ২/১০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৫৪৭)

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَكْرِمُوْا أَصْحَابِيْ، ... فَمَنْ سَرَّهُ بُحْبُوْحَةُ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْـجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ .

"তোমরা আমার সাহাবীদেরকে সম্মান করো।... তিনি আরো বলেন: যে ব্যক্তি উন্নত জান্নাতে থাকতে চায় সে যেন জামা'আতের সাথে থাকে। কারণ, শয়তান একা লোকের সঙ্গী হয়। সে দু'জন বা তার বেশি থেকে অনেক দূরে থাকে"।

(আহ্মাদ ১/২৬ 'আব্দুবনু 'হুমাইদ/মুন্তাখাব, হাদীস ২৩)

মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

الشَّيْطَانُ ذِئْبُ ابْنِ آدَمَ كَذِئْبِ الْغَنَمِ، وَإِنَّ ذِئْبَ الْغَنَمِ يَأْخُذُ مِنَ الْغَنَمِ الشَّاةَ الْـمَهْزُوْلَةَ وَالْقَاصِيَةَ، وَلاَ يَدْخُلُ فِيْ الْجَمَاعَةِ، فَالْزَمُوْا الْعَامَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَالْـمَسَاجِدَ .

"শয়তান আদম সন্তানের জন্য নেকড়ের ন্যায় ক্ষতিকারক। যেমনি নেকড়ে ক্ষতিকারক ছাগলের জন্য। ছাগলের নেকড়ে দুর্বল ও একা ছাগলকে আক্রমণ করে। সে কখনো ছাগল পালে আক্রমণ করে না। তাই তোমরা সাধারণ মুসলিম জনগণ, তাদের জামা'আত ও মসজিদকে আঁকড়ে ধরো"। ('আব্দুবনু 'হুমাইদ/মুন্তাখাব, হাদীস ১১৪)

১৬. নেককারদের সাথে সাক্ষাৎ, উঠাবসা ও বন্ধুত্ব আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম।

মু'আয বিন্ জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ، وَلِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ، وَلِلْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ، وَلِلْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ .

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: আমার কর্তব্য ওদেরকে ভালোবাসা যারা আমার জন্যই অন্যকে ভালোবাসে, আমার জন্যই অন্যের সাথে উঠা-বসা করে, আমার জন্যই অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমার জন্যই কাউকে দান করে"।

(মালিক: ২/৯৫৩ ইব্নু হিব্বান/মাওয়ারিদ, হাদীস ২৫১০ বাগাওয়ী, হাদীস ৩৪৬৩ কোযায়ী, হাদীস ১৪৪৯, ১৪৫০)

'আমর বিন্ 'আবাসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَحَابُّوْنَ مِنْ أَجْلِيْ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَزَاوَرُوْنَ مِنْ أَجْلِيْ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَبَاذَلُوْنَ مِنْ أَجْلِيْ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَصَادَقُوْنَ مِنْ أَجْلِيْ .

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: আমার ভালোবাসা ওদের জন্য অবধারিত যারা আমার জন্যই অন্যকে ভালোবাসে, আমার জন্যই অন্যের সাথে উঠা-বসা করে, আমার জন্যই অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমার

জন্যই কাউকে দান করে”। (আহ্‌মাদ্, হাদীস ১৯৪৫৭)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِيْ قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَخاً لِيْ فِيْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لاَ، غَيْرَ أَنِّيْ أَحْبَبْتُهُ فِيْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ .

“জনৈক ব্যক্তি অন্য গ্রামে তার জনৈক মোসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য একজন ফিরিশ্‌তা ঠিক করে রেখেছেন। যখন লোকটি ফিরিশ্‌তার নিকট পৌঁছালো তখন সম্মানিত ফিরিশ্‌তা তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি কোথায় যাচ্ছো? সে বললো: এ গ্রামে আমার জনৈক মোসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতে যাচ্ছি। ফিরিশ্‌তা বললেন: তুমি কি তার উপর কোন নিয়ামতের প্রতিপালন করছো? সে বললো: না। তবে আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ভালোবেসেছি। তখন ফিরিশ্‌তা বললেন: নিশ্চই আমি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাকে এ কথাটি জানিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ভালোবেসেছেন যেমনিভাবে তুমি তাকে তাঁর জন্য ভালোবেসেছো”। (মুসলিম, হাদীস ২৫৬৭)

১৭. নেককারদের মজলিস আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরের মজলিস। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিকিরের মজলিস সম্পর্কে বলেছেন:

مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ لاَ يُرِيْدُوْنَ بِذَلِكَ إِلاَّ وَجْهَهُ إِلاَّ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: قُوْمُوْا مَغْفُوْراً لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ .

“কোন সম্প্রদায় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর যিকিরের জন্য বসলে আকাশ থেকে জনৈক আহ্বানকারী তাদেরকে

আহ্বান করে বলেন: তোমরা চলে চাও। তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এমনকি তোমাদের গুনাহ্গুলোকে সাওয়াবে রূপান্তরিত করা হয়েছে"।

(আহ্মাদ্, হাদীস ১২৪৭৬ আবু ইয়া'লা, হাদীস ৪১৪১ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ৩০০৯১)

নেককারদের সাথে উঠাবসার ব্যাপারে আগ্রহের কিছু বাস্তব নমুনা:

ক. সা'দ্ বিন্ আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কিছুক্ষণের জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথী হওয়ার প্রবল আগ্রহ।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা রাত্রিতে ঘুমাননি। এমতাবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করে তিনি বললেন:

لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِيْ صَالِحاً يَحْرُسُنِيَ اللَّيْلَةَ!

"যদি আজ এ রাত্রি বেলায় আমার সাহাবীদের মধ্যকার কোন নেককার বান্দাহ্ আমাকে পাহারা দিতো!"

বর্ণনাকারিণী বলেন: এ কথা শুনতে না শুনতেই এ দিকে আমরা খানিকটা অস্ত্রের ধ্বনি শুনতে পেলাম। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: এ কে? লোকটি বললো: আমি সা'দ্ বিন্ আবী ওয়াক্কাস্। আমি আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। (বুখারী, হাদীস ২৮৮৫ মুসলিম, হাদীস ২৪১০)

খ. 'আলী বিন্ 'হুসাইন (রাহিমাহুল্লাহ্) যিনি ছিলেন জ্ঞান, সম্মান, আনুগত্য ও ধার্মিকতার এক জ্বলন্ত নমুনা। যিনি ছিলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারবর্গের মধ্যকার সম্মানিত যাইনুল 'আবিদীন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রপৌত্র। তিনি নিজ বংশের মজলিস ছেড়ে যায়েদ বিন্ আস্লামের মজলিসে বসতেন। যেন তাঁর কাছ থেকে কিছু শিখতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি কারোর কথার পরোয়া করতেন না। কারণ, যায়েদ বিন্ আস্লাম একজন গোলাম ছিলেন।

আব্দুর রহ্মান বিন্ আরদাক্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: 'আলী বিন্

'হুসাইন (রাহিমাহুল্লাহ্) মসজিদে ঢুকে সকল মানুষকে এড়িয়ে যায়েদ বিন্ আস্লামের মজলিসে বসতেন। একদা নাফি' বিন্ জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁকে বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি সকলের নেতৃস্থানীয়; অথচ আপনি সকলকে এড়িয়ে এ গোলামের মজলিসে বসেন। তখন 'আলী বিন্ 'হুসাইন (রাহিমাহুল্লাহ্) বললেন: জ্ঞানের কাছে আসতে হয়। জ্ঞানের জায়গা থেকেই তা আহরণ করতে হয়।

জেনে রাখবেন, নেককারদের অনেক ধরনের মজলিস আছে। আপনি এর সবগুলোতেই তাদের সাথে বেশি বেশি বসার চেষ্টা করবেন। তাদের বিশেষ মজলিসগুলো নিম্নরূপ:

ক. আল্লাহ্ তা'আলার ঘর তথা মসজিদের মজলিস।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ﴾ [النور: ٣٦ – ٣٧] .

"এ রকম আলো জ্বালানো হয় সে সব ঘরে যেগুলোকে সমুন্নত রাখতে ও তাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ আদেশ করেন। তাতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সকাল ও সন্ধ্যায় এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্'র স্মরণ, নামায কায়িম ও যাকাত আদায় থেকে গাফিল করতে পারে না। তারা এমন দিনকে ভয় পায় যে দিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ এলোমেলো হয়ে যাবে"। (নূর: ৩৬-৩৭)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨] .

"আল্লাহ্'র মসজিদগুলোকে তারাই আবাদ করে যারা তাঁর ও

পরকালের উপর ঈমান এনেছে। নামায কায়িম করে ও যাকাত দেয়। আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না। আশা করা যায় ওরা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। (তাওবাহ্: ১৮)

এ মসজিদগুলো আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত নাযিল হয়। ফিরিশ্তাগণ তাতে অবস্থানকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ এবং তাদের জন্য মাগফিরাত ও জান্নাত কামনা করেন। উপরন্তু তাতে অবস্থানকারীদের জন্য বিশেষ সুসংবাদ রয়েছে। ফিরিশ্তাগণ একদা যাকারিয়্যা عليه السلام কে মেহরাবে সলাতরত অবস্থায় ইয়াহ্ইয়া عليه السلام এর মতো একজন নেককার সন্তানের সুসংবাদ দেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٣٩﴾ ﴾ [آل عمران: ٣٩].

"আর তখনই ফিরিশ্তাগণ তাঁকে মেহ্রাবে দাঁড়িয়ে সলাতরত অবস্থায় ডেকে বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহ্ইয়া নামক একটি নেক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন। যে হবে একদা আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে আগত কালিমার সত্যতার সাক্ষ্যদাতা, নেতৃস্থানীয়, গুনাহ্ থেকে বিরত ও নেক নবী"। (আলু-'ইমরান: ৩৯)

খ. কুর'আনের মজলিস।

কুর'আনওয়ালারা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নিকটতম বিশেষ বান্দাহ্।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ لله عزَّ وَجَلَّ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ، قِيْلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ الله؟ قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ الله وَخَاصَّتُهُ.

"নিশ্চয়ই মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কিছু বিশেষ ও নিকটতম বান্দাহ্ রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো: তারা কারা? হে

আল্লাহ্'র রাসূল! তিনি বললেন: কুর'আনওয়ালারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটতম বিশেষ বান্দাহ্"। (আহ্মাদ্, হাদীস ১১৮৭০ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২১৫)

কুর'আনের মজলিসকে ফিরিশ্তাগণ বেষ্টন করে রাখেন। আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত তাদেরকে ঢেকে ফেলে। এমন মজলিসের উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল হয়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ .

"কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন ঘরে তথা মসজিদে একত্রিত হয়ে কুর'আন তিলাওয়াত ও তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, তাদেরকে রহ্মত ঢেকে ফেলে, ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিয়ে তাঁর নিকটতমদের নিকট আলোচনা করেন"।

(মুসলিম, হাদীস ৪৮৭৫ আবু দাউদ, হাদীস ১২৪৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৭৮৯)

তাদের মজলিস মূলতঃ রাব্বানীদের মজলিস।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَٰكِن كُونُوا۟ رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾

[آل عمران: ٧٩] .

"বরং সে বলবে: তোমরা আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যাও কুর'আন শিক্ষা দান ও পাঠের মাধ্যমে"। (আলি-'ইমরান: ৭৯)

বরং এদের মজলিস মূলতঃ উত্তমদের মজলিস।

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে কুর'আন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়"। (বুখারী, হাদীস ৪৬৬৬ আবু দাউদ, হাদীস ১২৪৩ তিরমিযী, হাদীস ২৮৫২)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

"তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সে ব্যক্তি যে কুর'আন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়"। (বুখারী, হাদীস ৪৬৬৭ আহ্মাদ, হাদীস ৩৯৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২০৮)

গ. হাদীসের মজলিস। আল্লাহ্ তা'আলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চেহারা সজীব ও উজ্জ্বল করেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

"আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে সজীব ও সতেজ করুন যে আমার কথা শুনে তা ভালোভাবে ধারণ ও মুখস্থ করে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। কারণ, এমনও হয় যে, কোন কোন শরীয়তের বুঝ ধারণকারী এমন ব্যক্তির কাছে কথাটি পৌঁছে দিলো যে তার চেয়েও বেশি শরীয়তের বুঝ ধারণকারী"। (তিরমিযী, হাদীস ২৬০২ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

"আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে সজীব ও সতেজ করুন যে আমার কাছ থেকে কোন কিছু শুনে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। কারণ, এমনও হয় যে, কোন কোন ব্যক্তি যার নিকট কথাটি পৌঁছে দেয়া হলো সে শ্রোতার চেয়েও বেশি স্মরণ শক্তিশালী ও বেশি ধারণ ক্ষমতাশীল"।
(তিরমিযী, হাদীস ২৬০১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২৮)

এ রকম মজলিসে বেশি বেশি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর সলাত ও সালাম পাঠানো হয় যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এদের উপর প্রচুর

রহ্মত ও শান্তি বর্ষিত হবে এবং রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহ্মতের দো'আ পাওয়া যাবে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

"কোন ব্যক্তি আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ্ তা'আলা আমার রূহ্ তথা জীবন ফিরিয়ে দেন যেন আমি ওর সালামের উত্তর দিতে পারি"।

(আহ্মাদ্, হাদীস ১০৮২৭ বায়হাক্বী, হাদীস ১০০৫০ আবু দাউদ, হাদীস ২০৪১)

ঘ. জ্ঞান ও ফিক্বহের মজলিস। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার দিকে ধাবিত হবেন যদি আপনি এ সকল মজলিসের দিকে ধাবিত হন। আপনি যদি এ সকল মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাও আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন।

আবু ওয়াক্বিদ্ লাইসী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে মসজিদে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় তিন ব্যক্তি তাঁর দিকে আসছিলো। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যকার দু' ব্যক্তি তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। আর একজন চলে গেলো। এ দিকে দু' জনের একজন মজলিসের এক জায়গা খালি পেয়ে সেখানে বসে গেলো। আর একজন সবার পিছে বসে গেলো। আর একজন তো ইতিপূর্বেই চলে গিয়েছে। রাসূল ﷺ আলোচনা শেষ করে বললেন:

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ، فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ .

"আমি কি তোমাদেরকে এ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলবো? তাদের একজন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় নিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। অন্য জন লজ্জা পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাও তার ব্যাপারে লজ্জা পেয়েছেন। অপর জন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন"।

(বুখারী, হাদীস ৬৬ মুসলিম, হাদীস ২১৭৬)

মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা কারোর সাথে ভালোর ইচ্ছা করলেই একমাত্র তাকে ধর্মীয় সঠিক বুঝ গ্রহণের সুযোগ করে দেন।

মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ .

"আল্লাহ্ তা'আলা যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন একমাত্র তাকেই শরীয়তের সঠিক বুঝ দিয়ে দেন"। (বুখারী, হাদীস ৭১ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭)

ঙ. মানুষের মাঝে সংশোধন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা কিংবা যে কোন কল্যাণের পরামর্শ মজলিস। এ মজলিসগুলো খুবই লাভজনক ও অধিক কল্যাণকর।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ﴾ [النساء: ١١٤] .

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ আছে তার মাঝে যে দান-খয়রাত কিংবা কোন সৎকাজ অথবা মানুষের মাঝে মিলমিশের নির্দেশ দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি কামনায় এমন কাজ করবে আমি তাকে মহা পুরস্কার দেবো"। (নিসা': ১১৪)

যারা বিচার-আচারে নিজ পরিবার ও অধীনদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামতের দিন নূরের মিম্বারের উপর বসাবেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ عَزّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوا.

"নিশ্চয়ই ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীগণ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঠিক তাঁর ডান দিকে নূরের মিম্বারের উপর অবস্থান করবেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলার উভয় হাতই ডান। যারা বিচার-আচারে নিজ পরিবারবর্গ ও অধীনদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে"।

(মুসলিম, হাদীস ১৮২৭ নাসায়ী, হাদীস ৫৩৭৯)

চ. অসুস্থ ও রোগাক্রান্তদের মজলিস। যে মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর মাধ্যমে তাদের বেদনা লাঘবের চেষ্টা করা হয়। এ মজলিসগুলো কল্যাণ ও বরকতময় মজলিস।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيْ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيْ .

"আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন: হে আদম সন্তান! আমি একদা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তখন তুমি আমার কুশল জিজ্ঞাসা করোনি। বান্দাহ্ বলবে: হে আমার প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে শুশ্রূষা করবো; অথচ আপনি সর্ব জগতের প্রতিপালক। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন: তুমি কি জানোনি আমার অমুক বান্দাহ্ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তখন তুমি তার শুশ্রূষা করোনি। তুমি কি জানোনি যদি তুমি তখন তার

শুশ্রূষা করতে তাহলে তুমি তখন আমার সন্তুষ্টি পেতে। হে আদম সন্তান! আমি একদা তোমার নিকট খাবার চেয়েছি। তখন তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দাহ্ বলবেঃ হে আমার প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে খাবার দেবো; অথচ আপনি সর্ব জগতের প্রতিপালক। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তুমি কি জানোনি আমার অমুক বান্দাহ্ তোমার নিকট খাবার চেয়েছে। তখন তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানোনি যদি তুমি তখন তাকে খাবার দিতে তাহলে তুমি তখন আমার সন্তুষ্টি পেতে। হে আদম সন্তান! আমি একদা তোমার নিকট পানি চেয়েছি। তখন তুমি আমাকে পানি দাওনি। বান্দাহ্ বলবেঃ হে আমার প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে পানি দেবো; অথচ আপনি সর্ব জগতের প্রতিপালক। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ আমার অমুক বান্দাহ্ তোমার নিকট পানি চেয়েছে। তখন তুমি তাকে পানি দাওনি। তুমি যদি তখন তাকে পানি দিতে তাহলে তুমি তখন আমার সন্তুষ্টি পেতে"। (মুসলিম, হাদীস ২৫৬৯)

তেমনিভাবে কোন মোসলমান যদি নিজ অন্তরের পরিশুদ্ধি চায় তাহলে তাকে বেশি বেশি বিশেষভাবে নেককার ফকির-মিসকীনদের সাথে উঠাবসা করতে হবে। তাদের খবরাখবর নিতে হবে। তারা অসুস্থ হলে তাদের শুশ্রূষা করতে হবে। আর তখনই নিজের উপর আল্লাহ্ তা'আলার সমূহ নিয়ামতের কথা স্মরণ হবে। তখন কারোর বিপদ দেখলে তার মুখ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বেরুবে। উক্ত বিপদ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত আশ্রয় কামনা করবে। সর্বদা তার মুখ দিয়ে ফকির, মিসকীন ও দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য নেক দো'আ বেরুবে। আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতায় তখন অন্তরখানা ভরে যাবে।

এ কথা জানা দরকার যে, কারোর মনোকষ্ট ও অস্থিরতার একটি বিরাট কারণ হচ্ছে, প্রভাবশালী, ক্ষমতাশীল ও ধনীদের সাথে উঠাবসা করা। কারণ, এতে করে তার মধ্যে তাদের অবস্থান ও ধন-দৌলতের প্রতি আসক্তি জন্মাবে। তখন তার মাঝে এক ভীষণ অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। কখনো তার পেট ভরবে না। সর্বদা সে নিজকে দরিদ্র মনে করবে। কারণ, এ কথা সবার জানা যে, প্রত্যের ধনীর উপর আরেক ধনী আছে। এ জন্যই রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِيْ الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ .

"যখন কারোর অকস্মাৎ দৃষ্টি তার চেয়ে ধন ও গঠনে আরো উন্নত এমন কারোর দিকে পড়ে তখন সে যেন এ ব্যাপারে তার চেয়ে আরো নিম্ন এমন কারোর দিকে তাকায়"। (বুখারী, হাদীস ৬৪৯০ মুসলিম, হাদীস ২৯৬৩)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

انْظُرُوْا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ .

"তোমরা নিজের নিচের লোকদের দিকে তাকাও। কখনো উপরের লোকদের দিকে তাকাবে না। তাহলে আশা করা যায়, তোমরা কখনো আল্লাহ্ তা'আলার নাশুকর বান্দাহ্ হবে না কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন নিয়ামত খাটো করে দেখবে না"।

অতএব কেউ ধনী ও পদের লোকদের সাথে উঠাবসা করলে সর্বদা তার মাঝে আরো বেশি পাওয়ার লোভ কাজ করবে। তখন সে তাকে দেয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত খাটো করে দেখবে ও তাদের তুলনায় অতি সামান্য মনে করবে। তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে না কিংবা তার জন্য তা করা সহজ হবে না। আর যদি সে তার থেকে নিম্ন লোকদের সাথে উঠাবসা করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তাতে সে সন্তুষ্ট থাকবে। যদিও তা অন্যদের তুলনায় সামান্য হোক না কেন। তখন তার অন্তরখানা সর্বদা শান্ত ও স্থির থাকবে।

এ জন্যই 'আউন্ বিন্ আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উতবাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

صَحِبْتُ الْأَغْنِيَاءَ فَلَمْ أَرَ أَحَداً أَكْثَرَ هَماً مِنِّيْ، أَرَى دَابَّةً خَيْراً مِنْ دَابَّتِيْ، وَثَوْباً خَيْراً مِنْ ثَوْبِيْ، وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ .

"আমি যখন ধনীদের সঙ্গী হয়েছি তখন আমার চেয়ে আর কাউকে

এতো অস্থির ও চিন্তিত দেখতে পাইনি। আমি কখনো কোন উট (বাহন) দেখলেই তা আমারটির চেয়ে অনেক উন্নত মনে হতো। কোন পোষাক দেখলেই তা আমারটির চেয়ে অনেক উন্নত মনে হতো। আর আমি যখন গরিবদের সঙ্গী হয়েছি তখন খুব আরাম পেয়েছি"।

(তিরমিযী/তুহ্ফাতুল-আহ্ওয়াযী ৫/৪৭৭)

তাই বলে এর মানে এ নয় যে, কেউ কখনো বড় কিছুর হিম্মত করবে না। বরং যে কোন ব্যক্তি হালাল ও পবিত্র রুজি কামাইয়ের জন্য নিজ সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে। তবে সর্বদা সে তার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা, বন্টন ও পছন্দকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিবে।

এ জন্যই রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِيْنُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ .

"সর্ব নিকৃষ্ট খানা হচ্ছে এমন ওয়ালীমার খানা (বিয়ের খানা যা বরের পক্ষ থেকে খাওয়ানো হয়) যে খানা খাওয়ার জন্য ধনীদেরকে দা'ওয়াত করা হয়। আর গরিবদের প্রতি এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। তবে যে ব্যক্তি ওয়ালীমার দাওয়াতে উপস্থিত হলো না সে যেন সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো"।

(বুখারী, হাদীস ৫১৭৭ মুসলিম, হাদীস ১৪৩২)

অতএব ওয়ালীমার দা'ওয়াতে ধনীদের পাশাপাশি যেন গরিবদেরকেও দা'ওয়াত দেয়া হয়। হয়তোবা এ সুবাদে কোন নেককার গরিবের নেক দো'আ তার ভাগ্যে জুটবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার সম্মান আরো বেড়ে যাবে।

মোটকথা, নেক ও দো'আর মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাতে মোসলমানদের জনসংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া একটি নেকের কাজ।

উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ (রযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

يُخْرَجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ، وَلِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى .

"(ঈদের নামাযের সময়) বয়স্কা, পর্দানশীন ও ঋতুস্রাবী মহিলাদেরকে যেন ঈদগাহে উপস্থিত করা হয়। তারা যেন মু'মিনদের দো'আ ও কল্যাণে অংশ গ্রহণ করে। তবে ঋতুবতী মহিলারা যেন নামাযের জায়গা থেকে দূরে থাকে"। (বুখারী, হাদীস ৩২৪)

১৮. কোন ব্যক্তি তার দ্বীনি ভাইদের সাক্ষাতে গেলে সেও ধন্য। তার চলনও ধন্য। এমনকি সে এরই মাধ্যমে জান্নাতে নিজের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ আসন তৈরি করে নেয়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ عَادَ مَرِيْضاً أَوْ زَارَ أَخاً لَهُ فِيْ اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً .

"যে ব্যক্তি কোন রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করতে যায় অথবা তার কোন দ্বীনি ভাইয়ের সাক্ষাতে যায় তখন জনৈক আহ্বানকারী তাকে আহ্বান করে বলেন: তুমি ধন্য। তোমার চলনও ধন্য। আর তুমি জান্নাতে নিজের জন্য একটি সম্মানজনক স্থান করে নিলে"।

(ইব্নু 'হিব্বান/মাওয়ারিদুয্যাম'আন, হাদীস ৭১২ তিরমিযী, হাদীস ২০০৮ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৪৪৩)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ أَتَى أَخَاهُ يَزُوْرُهُ فِيْ اللهِ إِلاَّ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَإِلاَّ قَالَ اللهُ فِيْ مَلَكُوْتِ عَرْشِهِ: عَبْدِيْ زَارَ فِيَّ، وَعَلَيَّ قِرَاهُ فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِثَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ .

"কোন বান্দাহ্ তার কোন দ্বীনি ভাইয়ের সাক্ষাতে আসলে আকাশ থেকে জনৈক আহ্বানকারী তাদেরকে আহ্বান করে বলেন: তুমি ধন্য। তোমার জন্য জান্নাত প্রস্তুত রয়েছে। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ আর্শের আশেপাশে অবস্থানরত ফিরিশ্তাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন: আমার বান্দাহ্ একমাত্র আমার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য তার দ্বীনি ভাইয়ের

সাথে সাক্ষাৎ করেছে। তাই তার মেহমানদারি করা আমার উপর কর্তব্য। এর প্রতিদানে জান্নাত দেয়া ছাড়া তিনি আর অন্য কিছুতে রাজি হবেন না"।

(কাশ্‌ফুল-আস্‌তার 'ইন্‌দা যাওয়ায়িদিল-বায্‌যার, হাদীস ১৯১৮ আবু ইয়া'লা, হাদীস ৪১৪০)

আনাস ও কা'ব বিন্ 'উজ্‌রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ فِيْ الْـجَنَّةِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ: النَبِيُّ فِيْ الْـجَنَّةِ، وَالصِّدِّيْقُ فِيْ الْـجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُوْرُ أَخَاهُ فِيْ نَاحِيَةِ الْـمِصْرِ لاَ يَزُوْرُهُ إِلاَّ للهِ فِيْ الْـجَنَّةِ .

"আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সংবাদ দেবো না? সাহাবাগণ বললেন: তা অবশ্যই দিবেন হে আল্লাহ্'র রাসূল! তিনি বললেন: নবী জান্নাতী। সিদ্দীক (যিনি কুর'আন ও সুন্নাহ্ মানার ব্যাপারে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করেননা) জান্নাতী। যে ব্যক্তি শহরের আরেক প্রান্তে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তার কোন দ্বীনি ভাইয়ের সাক্ষাতে গিয়েছে সেও জান্নাতী"। (ত্বাবারানী/স্বাগীর: ১/৪৬ ত্বাবারানী/কাবীর: ১৯/১৪০)

১৯. সামগ্রিকভাবে একজন নেককার সাথী আপনার দ্বীন ও দুনিয়ার যে কোন উপকারে আসবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَثَلُ الْـمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ، مَا أَخَذْتَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ .

"একজন মু'মিনের দৃষ্টান্ত একটি খেজুর গাছের সাথে। যার সব কিছুই লাভজনক"। (ত্বাবারানী/কাবীর: ১২/৪১১)

আল্লাহ্'র নবী যাকারিয়া عليه السلام ও মারইয়াম ('আলাইহাস্-সালাম) একদা একে অপর কর্তৃক সত্যিই উপকৃত হয়েছেন।

একদা যাকারিয়া عليه السلام নিজ হাতে মারইয়াম ('আলাইহাস্-সালাম) এর লালন-পালনের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন। তখন মারইয়াম ('আলাইহাস্-সালাম) নবুওয়াতের পবিত্র, বরকতময় ও সম্মানজনক ঘরে লালিত-

পালিত হয়ে কিছু সৎ গুণাবলী তথা ইবাদত, সচ্চরিত্রতা, আনুগত্য, সাধুতা ও আমানতদারিতা নিজের মধ্যে ধারণ করেন। যার ফলে তিনি নিজ সতীত্বটুকু যথাযথভাবে রক্ষা করতে পেরেছেন। তেমনিভাবে যাকারিয়া عليه السلام ও একদা মারইয়াম ('আলাইহাস্-সালাম) কর্তৃক উপকৃত হয়েছেন। তিনি যখন মারইয়াম ('আলাইহাস্-সালাম) কে মেহ্রাবে দেখতে যেতেন তখন তিনি মারইয়াম ('আলাইহাস্-সালাম) এর নিকট রকমারি রিযিক দেখতে পেতেন। তখন তিনি মারইয়াম ('আলাইহাস্-সালাম) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করতেন যে, এগুলো তুমি কোথায় থেকে পেয়েছো? তখন মারইয়াম ('আলাইহাস্-সালাম) বলতেন: এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে এসেছে। এভাবেই মারইয়াম ('আলাইহাস্-সালাম) যাকারিয়া عليه السلام কে নেক সন্তানের জন্য দো'আ করতে উৎসাহিত করেন। তখন যাকারিয়া عليه السلام আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এভাবে দো'আ করলেন:

﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٣٩﴾ ﴾ [آل عمران: ٣٨ – ٣٩].

"হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে একান্তভাবেই আপনার পক্ষ থেকে একটি সুসন্তান দিন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। আর তখনই ফিরিশ্তাগণ তাঁকে মেহ্রাবে দাঁড়িয়ে সলাতরত অবস্থায় ডেকে বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহ্ইয়া নামক একটি নেক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন। যে হবে একদা আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে আগত কালিমার সত্যতার সাক্ষ্যদাতা, নেতৃস্থানীয়, গুনাহ্ থেকে বিরত ও নেক নবী"। (আলু-'ইমরান: ৩৮-৩৯)

এভাবেই যাকারিয়া عليه السلام কে ইয়াহ্ইয়া নামক একটি নেক সন্তান দেয়া হলো একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক্বেই। তিনিই তো সর্ব প্রথম তাঁকে দো'আর তাওফীক্ব দিয়েছেন অতঃপর একটি নেক সন্তানও।

তাই আমরা সে সত্তার নিকট দো'আ করছি যিনি একদা কল্পনাতীতভাবে

মারইয়াম ('আলাইহাস্-সালাম) কে রিযিক এবং যাকারিয়া عليه السلام কে একটি সুসন্তান দিয়েছেন তিনি যেন আমাদেরকে একান্তভাবেই নিজ পক্ষ থেকে নেক সন্তান এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করেন। উপরন্তু আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন। নিশ্চয়ই তিনি ফরিয়াদ শ্রবণকারী।

২০. নেককারদের সাথে উঠাবসা করলে ধীরে ধীরে তাদের ভালোবাসা অন্তরে জন্ম নেয়। অতএব বলা যায়, যেমনিভাবে কাউকে ভালোবাসলে তার সাথে উঠাবসা করতে মনে চায় তেমনিভাবে কারোর সাথে উঠাবসা করলে ধীরে ধীরে তার ভালোবাসাও অন্তরে জন্ম নেয়। আর কাউকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ভালোবাসলে এর ফলাফল খুবই চমৎকার ও সুদূরপ্রসারী। তেমনিভাবে এর সাওয়াবও অনেক বেশি।

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য কাউকে ভালোবাসার সুফলসমূহ:

কাউকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য ভালোবাসলে তার বহু ফযীলত ও ফলাফল রয়েছে। যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১. কাউকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ভালোবাসলে সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা পাওয়া যায়।

মু'আয বিন্ জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ، وَلِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ، وَلِلْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ، وَلِلْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ .

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: আমার কর্তব্য ওদেরকে ভালোবাসা যারা আমার জন্যই অন্যকে ভালোবাসে, আমার জন্যই অন্যের সাথে উঠা-বসা করে, আমার জন্যই অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমার জন্যই কাউকে দান করে"।

(মালিক: ২/৯৫৩ ইব্নু হিব্বান/মাওয়ারিদ, হাদীস ২৫১০ বাগাওয়ী, হাদীস ৩৪৬৩ কোযায়ী, হাদীস ১৪৪৯, ১৪৫০)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِيْ قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَخاً لِيْ فِيْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لاَ، غَيْرَ أَنِّيْ أَحْبَبْتُهُ فِيْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ .

"জনৈক ব্যক্তি অন্য গ্রামে তার জনৈক মোসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য একজন ফিরিশ্তা ঠিক করে রেখেছেন। যখন লোকটি ফিরিশ্তার নিকট পৌঁছালো তখন সম্মানিত ফিরিশ্তা তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি কোথায় যাচ্ছো? সে বললো: এ গ্রামে আমার জনৈক মোসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতে যাচ্ছি। ফিরিশ্তা বললেন: তুমি কি তার উপর কোন নিয়ামতের প্রতিপালন করছো? সে বললো: না। তবে আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ভালোবেসেছি। তখন ফিরিশ্তা বললেন: নিশ্চই আমি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাকে এ কথাটি জানিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ভালোবেসেছেন যেমনিভাবে তুমি তাকে তাঁর জন্য ভালোবেসেছো"।
(মুসলিম, হাদীস ২৫৬৭)

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدُّهُمَا حُباًّ لِصَاحِبِهِ .

"যে কোন দু' ব্যক্তি একে অপরকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য তার অনুপস্থিতিতে ভালোবাসলে তাদের মধ্যে যে অন্য জনকে বেশি ভালোবেসেছে তাকেই আল্লাহ্ তা'আলা বেশি ভালোবাসেন"।
(ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১৭৯৮ ত্বাবারানী/আওসাত্ব, হাদীস ৫২৭৯)

২. যারা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে তাদেরকে তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বিশেষ ছায়া দিবেন। যে দিন আর কোন ছায়া থাকবে না।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

"সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর বিশেষ ছায়া দিবেন যে দিন আর কোন ছায়া থাকবে না। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে এমন রাষ্ট্রপতি যিনি সর্বদা ইন্সাফের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন যুবক যে ছোট থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের উপর বেড়ে উঠেছে। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথেই লাগানো। চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে এমন দু' ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরকে ভালোবেসেছে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তারা পরস্পর একত্রিত হয় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। পঞ্চম শ্রেণী হচ্ছে এমন পুরুষ যাকে কোন প্রভাবশালী সুন্দরী মহিলা ব্যভিচারের জন্য ডাকছে ; অথচ সে বলছে: আমি তা করতে পারবো না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাচ্ছি। ষষ্ঠ শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে এমন লুক্কায়িতভাবে সাদাকা করেছে যে, তার বাম হাত জানছে না তার ডান হাত কি সাদাকা করেছে। সপ্তম শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে একাকীভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করে দু' চোখের পানি প্রবাহিত করছে"। (বুখারী, হাদীস ৬৬০, ১৪২৩ মুসলিম, হাদীস ১০৩১)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْـمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِيْ! الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّيْ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন: কোথায় সে লোকগুলো যারা একে অপরকে একমাত্র আমার সন্তুষ্টির জন্যই ভালোবেসেছে। আজ আমি তাদেরকে আমার একান্ত ছায়া দেবো। আজ আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নেই"। (মুসলিম, হাদীস ২৫৬৬)

৩. কাউকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ভালোবাসা এবং একমাত্র তাঁরই জন্য কারোর সাথে শত্রুতা পোষণ করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঈমানের পরিপূর্ণতার প্রমাণ বহন করে।

মু'আয বিন্ আনাস্ জুহানী ও আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَـنْ أَعْطَـى للهِ، وَمَنَـعَ للهِ، وَأَحَـبَّ للهِ، وَأَبْغَـضَ للهِ وَأَنْكَـحَ للهِ؛ فَقَـدِ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانُهُ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই কাউকে কোন কিছু দিলো এবং একমাত্র তাঁরই জন্য কাউকে কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করলো। তাঁর জন্যই কাউকে ভালোবাসলো এবং একমাত্র তাঁরই জন্য কারোর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করলো। তাঁরই জন্য নিজ অধীনস্থ কোন মেয়েকে কারোর নিকট বিবাহ্ দিলো তাহলে তার ঈমান তখনই সত্যিকারার্থে পরিপূর্ণ হলো"। (তিরমিযী, হাদীস ২৫২১ আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮১)

৪. কাউকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ভালোবাসলে সত্যিকারের ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা পাওয়া যায়।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

ثَلاَثٌ مَنْ كُـنَّ فِيْـهِ وَجَـدَ بِهِـنَّ حَـلاَوَةَ الْإِيْـمَانِ: أَنْ يَّكُـوْنَ اللهُ وَرَسُـوْلُهُ

أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُّحِبَّ الْـمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لله، وَأَنْ يَّكْرَهَ أَنْ يَّعُوْدَ فِيْ الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّقْذَفَ فِيْ النَّارِ .

"তিনটি বস্তু কারোর মধ্যে বিদ্যমান থাকলে সে সত্যিকারার্থে ঈমানের স্বাদ ও মজা পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ তার নিকট অন্যান্যের চাইতে বেশি প্রিয় হলে, কাউকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই ভালোবাসলে এবং দ্বিতীয়বার কাফির হয়ে যাওয়া তার নিকট সে রকম অপছন্দনীয় হলে যে রকম জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া তার নিকট একেবারেই অপছন্দনীয়"।

(বুখারী, হাদীস ১৬, ২১, ৬৯৪১ মুসলিম, হাদীস ৪৩ তিরমিযী, হাদীস ২৬২৪)

রাসূল ﷺ আরো বলেন:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ فَلْيُحِبَّ الْـمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لله .

"যার সত্যিকারের ঈমানের স্বাদ পেতে ইচ্ছে হয় সে যেন অন্যকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই ভালোবাসে। এ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য নয়"। (আহ্মাদ্: ২/২৯৮ কাশ্ফুল-আস্তার 'আন্ যাওয়ায়িদিল-বায্যার, হাদীস ৬৩)

৫. নেককারদেরকে ভালোবাসলে তাদের পর্যায়ে পৌঁছা যায়। যদিও কারোর নিজের আমল তাকে ততটুকু না পৌঁছায়।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা যে এমন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে যাদের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তখন রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

الْـمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ .

"মানুষ বলতেই সে কিয়ামতের দিন এমন লোকদের সাথে থাকবে যাদেরকে সে ভালোবাসে"। (বুখারী, হাদীস ৬১৬৯ মুসলিম, হাদীস ২৬৪০)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলো, কিয়ামত কবে হবে? উত্তরে নবী ﷺ তাকে বললেন:

তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুত রেখেছো? সে বললো: আমি কিয়ামতের জন্য তেমন বেশি নামায, রোযা ও সাদাকা প্রস্তুত করতে পারিনি। তবে আমি সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলকে ভালোবাসি। তখন রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ .

"তুমি তাদের সাথেই থাকবে যাদেরকে তুমি ভালোবাসো"।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমরা কোন ব্যাপারে এতো বেশি খুশি হইনি যতো বেশি খুশি হয়েছি নবী ﷺ এর উক্ত কথায়। অতএব আমি বলতে চাই, আমি নবী ﷺ ও তাঁর বিশিষ্ট সাহাবাদ্বয় আবু বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে ভালোবাসি। আশা করি আমি তাঁদের ভালোবাসার দরুন তাঁদের সাথেই থাকবো। যদিও আমি তাঁদের মতো বেশি নেক আমল করতে পারিনি। (বুখারী, হাদীস ৩৬৮৮, ৬১৭১, ৭১৫৩ মুসলিম, হাদীস ২৬৩৩৯)

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْماً إِلاَّ حُشِرَ مَعَهُمْ .

"কেউ কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসলে তাদের সাথেই তার 'হাশর হবে"। (ত্বাবারানী/সাগীর: ২/৪০)

৬. কাউকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ভালোবাসলে তিনি তাকে অবশ্যই সম্মানিত করবেন। তাকে পুরস্কার স্বরূপ খাঁটি ঈমান, লাভজনক জ্ঞান ও নেক আমলের তাওফীক্ব দিবেন। এমনকি হরেক রকমের নিয়ামত দিয়েও তিনি তাকে ভূষিত করবেন।

আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْداً لله إِلاَّ أَكْرَمَهُ اللهُ .

"আল্লাহ্ তা'আলার কোন বান্দাহ্ তাঁর অন্য বান্দাহ্কে একমাত্র তাঁরই জন্য ভালোবাসলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্মানিত করেন"।

(আহ্মাদ: ৫/২৫৯ কিতাবুল-ইখওয়ান/ইব্নু আবিদ্দুন্য়া, হাদীস ২০ কিতাবুল-মুতা'হাব্বীনা ফিল্লাহ্/মাক্বদিসী, হাদীস ৮)

৭. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কাউকে ভালোবাসলে তাদের জন্য নূরের মিম্বার তৈরি থাকবে। যা দেখে নবী ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন।

মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلاَلِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ .

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: একমাত্র আমার সন্তুষ্টির জন্য যারা একে অপরকে ভালোবেসেছে তাদের জন্য নূরের মিম্বার প্রস্তুত থাকবে। যা দেখে নবী ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন"। (তিরমিযী, হাদীস ২৩৯০)

আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসার কিছু আদাব ও অধিকার:

১. নিয়্যাতকে খাঁটি করে নিবেন।

আমরা সবাই জানি যে, যে কোন নেক কথা ও কাজের সাওয়াব পাওয়ার জন্য সর্ব প্রথম নিয়্যাতকে খাঁটি করে নিতে হয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .

"নিশ্চয়ই সকল আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যাতের উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং যে যা নিয়্যাত করবে সে তাই পাবে।

(বুখারী, হাদীস ১ মুসলিম, হাদীস ১৯০৭)

অতএব, কেউ কাউকে নেককার সাথী ও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে সে যেন এ নিয়্যাত করে যে, উক্ত ব্যক্তি দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে এমনকি আল্লাহ্ তা'আলার সার্বিক আনুগত্যের ক্ষেত্রে তার একান্ত সহযোগী হবে। উক্ত নিয়্যাতের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘ দিন টিকিয়ে রাখবেন এবং তাদেরকে যে কোন নেক আমল বাস্তবায়নের তাওফীক দিয়ে দিবেন।

২. শুধুমাত্র একজন নেককার মু'মিনকেই ভাই ও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] .

"নিশ্চয়ই মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই"। ('হুজুরাত: ১০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] .

"তাই তোমরা আল্লাহ্'র অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে"।
(আ-লু 'ইমরান: ১০৩)

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِناً .

"একজন খাঁটি মু'মিন ছাড়া অন্য কাউকে সাথী বানাবে না"।
(তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৫ আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৩২)

একজন খাঁটি ঈমানদার ছাড়া অন্য কারোর একান্ত সাথী ও বন্ধু হওয়া শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে শত্রু মনে করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা ঈমানের চরম ঘাটতিই প্রমাণ করে। তাদের সাথে বন্ধুত্ব সত্যিই দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য চরম ক্ষতিকর। দুনিয়ার জন্য তারা ক্ষতিকর এ ভাবে যে, আপনি কখনো একজন কাফির ও প্রকাশ্য অপরাধীর উপর আস্থাশীল হতে পারবেন না। বরং খাঁটি মোসলমানের প্রতি তার বিদ্বেষ ও তার ধর্মীয়দের প্রতি তার ভালোবাসা সে অবশ্যই কখনো কখানো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। যে কোন সময় তা তার থেকে প্রকাশ পাবেই। সে যে কোন সময় মুসলিম বন্ধুর সাথে গাদ্দারি করবেই। অন্ত তপক্ষে সে কখনো তার মুসলিম বন্ধুকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে সহযোগিতা করবে না। বরং তাকে সর্বদা পাপে উৎসাহিত করবে। আর পরকালের জন্য তারা ক্ষতিকর এভাবে যে, সে দিন তারা আপনার চরম শত্রু হিসেবে দেখা দিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧].

"অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সে দিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। তবে মুত্তাকীরা নয়"। (যুখ্রুফ: ৬৭)

৩. উক্ত ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই হতে হবে। দুনিয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। যেমন: আত্মীয়তা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ .

"যার মাঝে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের মজা পাবে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা এবং মোসলমান হওয়ার পর কাফির হওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া বেশি ভালোবাসা"। (বুখারী, হাদীস ১৬, ২১ মুসলিম, হাদীস ৪৩)

আর এটিই হলো সত্যিকারের ভালোবাসা। আর এটিই হলো ঈমানের শক্ত হাতল ও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ: الْمُوَالاَةُ فِيْ اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِيْ اللهِ، وَالْحُبُّ فِيْ اللهِ، وَالْبُغْضُ فِيْ اللهِ .

"ঈমানের শক্ত হাতল হলো: আল্লাহ্ তা'আলার জন্য একের অপরের সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা। আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কাউকে ভালোবাসা ও শত্রু মনে করা"। (আহমাদ: ৪/২৮৬ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ১১০)

এ দিকে দুনিয়ার কোন স্বার্থের জন্য কাউকে ভালোবাসা সে স্বার্থ হাসিলের পর আর থাকে না। সুতরাং সে ভালোবাসা অস্থিতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী এবং তাতে কোন কল্যাণ নেই। উপরন্তু তা কারোর জন্য ভবিষ্যতে কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। বরং তা সাধারণ কোন

কারণেই শত্রুতায় রূপান্তরিত হবে এবং তা খুব দ্রুতই নিঃশেষ হবে।

৪. কাউকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই ভালোবাসলে তাকে তা অতি সত্বর জানিয়ে দিবেন। কারণ, এতে করে এ জাতীয় ভালোবাসা আরো খুব দ্রুত বেড়ে যায়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا أَحبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ .

"তোমাদের কেউ তার কোন মুসলিম ভাইকে ভালোবাসলে সে যেন তাকে অবশ্যই জানিয়ে দেয় যে, সে নিশ্চয়ই তাকে ভালোবাসে"।

(আহমাদ: ৪/১৩০ আবু দাউদ, হাদীস ৫১২৪)

বরং এটাও নিয়ম যে, সে তার ঘরে গিয়ে এমন ভালোবাসার কথা জানিয়ে দিবে।

আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَأْتِهِ فِيْ مَنْزِلِهِ، فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ .

"তোমাদের কেউ তার কোন সাথীকে ভালোবাসলে সে যেন তার ঘরে গিয়ে তাকে অবশ্যই জানিয়ে দেয় যে, সে নিশ্চয়ই তাকে ভালোবাসে"। (আহমাদ: ৫/১৪৫)

কতোই না সুন্দর এ শিষ্টাচার। অন্তরের উপর কতোই না সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী এ আচরণ। তবে খুব কম সংখ্যক লোকই তা করে থাকে। কোন মোসলমানের জন্য উচিত হবে না, আল্লাহ্'র নবীর সুন্নাত মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার ও তা বাস্তবায়ন করা। বরং এটি একটি বিশেষ সাওয়াবের কাজও বটে।

৫. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হতেই তাকে সালাম দিবেন এবং তাদের সালামের উত্তর দিবেন। সালামের পরিবর্তে কখনো "গুড্ মর্নিং" ইত্যাদি বলবেন না। তেমনিভাবে সালামের পরিবর্তে আরবীয় শুভেচ্ছা বিনিময় তথা "স্বাবাহাল-খায়ের/মাসা-আল-খায়ের" ইত্যাদিও বলবেন না। তবে সালামের পর এ জাতীয় ইসলাম সম্মত শুভেচ্ছা বিনিময়ে কোন অসুবিধে নেই। তবে কাফিরদের ঢংয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় কখনোই করা যাবে না। মূলতঃ

সর্বোত্তম হলো: ইসলামী সালাম দিয়েই শুভেচ্ছা বিনিময় শেষ করা। যা নবী ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'য়ীগণের 'আমল ছিলো। তাঁরা এর বাড়তি আর কিছুই বলতেন না।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، قِيْلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ .

"একজন মোসলমানের উপর অন্য মোসলমানের ছয়টি অধিকার রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো: সেগুলো কি হে আল্লাহ্'র রাসূল? তিনি বললেন: কোন মোসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দিবে। সে তোমাকে দা'ওয়াত করলে তার দা'ওয়াত খানা গ্রহণ করবে। তোমার নিকট কোন সুপরামর্শ চাইলে তাকে যথাসাধ্য সুপরার্শই দিবে। সে হাঁচি দিয়ে "আল-'হামদুলিল্লাহ্" বললে তার উত্তরে "ইয়ার'হামুকাল্লাহ্" বলবে। সে অসুস্থ হলে তার যথাসাধ্য কুশল জিজ্ঞাসা করবে। সে মরে গেলে তার উপর জানাযার স্বালাত আদায় করে তাকে কবর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। (মুসলিম, হাদীস ২১৬২)

৬. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধু হাঁচি দিয়ে "আল-'হামদুলিল্লাহ্" বললে তার উত্তরে "ইয়ার'হামুকাল্লাহ্" বলবেন। আর সে আপনার উত্তরে "ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ্ ওয়া-ইয়ুস্লি'হু বা-লাকুম" বলবে।

৭. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধু রোগাক্রান্ত হলে তার যথাসাধ্য কুশল জিজ্ঞাসা করবেন। তাতে করে তার অন্তরে খানিকটা হলেও প্রশান্তি আসবে। আপনি যে তাকে গুরুত্বের চোখে দেখছেন তা সে বুঝতে পারবে। তাতে করে আপনাদের মধ্যকার সম্পর্ক আরো দীর্ঘস্থায়ী হবে। তার রোগাক্রান্ত দুর্বল মন একটুখানি হলেও শক্তি পাবে।

৮. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধু আপনাকে যে কোন ধরনের খাবারের দা'ওয়াত দিলে তা আপনি সাদরে গ্রহণ করবেন। চাই তা ওয়ালীমাহ্, 'আক্বীক্বাহ্ কিংবা সাধারণ দাওয়াতই হোক না কেন। যতক্ষণ না সে দা'ওয়াতে এমন হারাম কিছু থাকে যা পরিবর্তন করার আপনার কোন ক্ষমতা নেই।

৯. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধু আপনার নিকট কোন সুপরামর্শ চাইলে তাকে আপনি যথাসাধ্য সুপরার্শ দিবেন। যা তার দ্বীন ও দুনিয়ার ফায়েদায় আসে। এ ব্যাপারে তার সাথে অসত্যের আশ্রয় নেয়া কিংবা তাকে ধোঁকা দেয়া অবশ্যই খিয়ানত।

১০. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর দেয়া হাদিয়া আপনি অবশ্যই সাদরে গ্রহণ করবেন। তা কখনো ফেরত দিবেন না। চাই তা অতি নগণ্য কিংবা মূল্যহীনই হোক না কেন।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَجِيْبُوْا الدَّاعِيَ، وَلاَ تَرُدُّوْا الْـهَدِيَّةَ .

"তোমরা দা'ওয়াতকারীর দা'ওয়াত গ্রহণ করবে। আর কারোর দেয়া হাদিয়া অগ্রাহ্য করবে না"।

(আহ্মাদ: ১/৪০৪ ত্বাবারানী/কবীর: ১০/১০৪৪৪ বায়হাক্বী/শু'আবুল-ঈমান, হাদীস ৫৩৫৯ বুখারী/আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ১৫৭)

মনে রাখবেন, হাদিয়া ফেরত দেয়াকে শয়তান কখনো কখনো দু' জনের মধ্যকার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। সে হাদিয়াদাতার মনে এভাবে কুমন্ত্রণা দিবে যে, লোকটি তোমাকে ঘৃণা করে বিধায় তোমার হাদিয়া গ্রহণ করেনি। তখন আর উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক টিকে থাকবে কি?

১১. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুকে সুযোগ পেলেই যথাসাধ্য হাদিয়া দেয়ার চেষ্টা করবেন। কারণ, এতে করে পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা আরো বেড়ে যাবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا .

"তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও তাতে করে পরস্পরের মধ্যকার ভালোবাসা আরো বেড়ে যাবে"।

(বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ৫৯১ আবূ ইয়া'লা: ৫/৬১২২)

১২. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধু বিপদে পড়লে অবশ্যই তার ব্যথায় ব্যথিত হবেন। টাকাকড়ি দিয়ে এমনকি একটি সুন্দর কথা দিয়ে হলেও তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন।

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا .

"একজন মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য একটি ঘরের ন্যায়। যার একটি অংশ অন্য অংশকে সত্যিই শক্তিশালী করে"।

(বুখারী, হাদীস ৪৮১, ২৪৪৬, ৬০২৬ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৫)

১৩. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর খুশিতে আপনিও খুশি হবেন। তার খুশির অনুষ্ঠানে আপনি অবশ্যই উপস্থিত হবেন। এতে করে পরস্পরের ভালোবাসা আরো বেড়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কোন নিয়ামত দিলে তার জন্য তাতে বরকতের দো'আ করবেন। এমনকি এ ব্যাপারে তার সাথে কোন ধরনের হিংসে পোষণ করবেন না।

১৪. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর জন্য সর্বদা কল্যাণ কামনা করবেন। তার জন্য তাই পছন্দ করবেন যা আপনি নিজের জন্য পছন্দ করেন। তা মূলতঃ ঈমানের পরিচায়ক।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজ ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে"। (বুখারী, হাদীস ১৩ মুসলিম, হাদীস ৪৫)

তেমনিভাবে আপনি নিজ মোসলমান ভাইয়ের জন্য তা অপছন্দ করবেন যা আপনি নিজের জন্য অপছন্দ করেন। যেমন: যে কোন ক্ষতি ও অকল্যাণ। এতে করে অপরের প্রতি আপনার সত্যিকারের ভালোবাসা প্রমাণিত হয়। উপরন্তু তা তার প্রতি আপনার উন্নত ভালোবাসারও পরিচায়ক।

১৫. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর পেছনে কেউ তার দোষ চর্চা করলে আপনি তাকে তা করতে বাধা দিবেন। তার অনুপস্থিতিতে যথাসাধ্য তার সম্মান রক্ষা করার চেষ্টা করবেন।

আস্‌মা বিন্‌তু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ.

"যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইয্‌যত রক্ষা করবে আল্লাহ্‌ তা'আলার দায়িত্ব হবে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেয়া"। (আহ্‌মাদ: ৬/৪৬১ ত্বাবারানী/কবীর: ২৪/৪৪২-৪৪৩)

তাই আপনার দায়িত্ব হবে আপনার যে কোন মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে কেউ তার দোষ বলতে চাইলে তাকে প্রতিরোধ করবেন। এমনকি আপনিও কখনো ভুলে হলেও কারোর পেছনে তার দোষ চর্চা করবেন না। উপরন্তু তা কোন সম্মানিত বন্ধুর পক্ষেও সম্ভবপর নয়।

১৬. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর যে কোন ধরনের দোষ-ত্রুটি আপনার চোখে পড়লে তা আপনি লুকিয়ে রাখবেন। চাই সে দোষটি তার নিজেরই হোক অথবা তার পরিবারবর্গের। চাই তা তার ইয্‌যত সংক্রান্ত হোক অথবা সাধারণ কোন গুনাহ্‌।

জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِيْ الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তার কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখলো আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার সমূহ দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন"। (আহ্‌মাদ: ৪/৬২ সা'হী'হুল-জামি', হাদীস ৬২৮৭)

মোটকথা, আপনি নিজের যে বিষয়টি অন্যের থেকে লুকিয়ে রাখা পছন্দ করেন তা অন্যের ব্যাপারেও লুকিয়ে রাখা পছন্দ করতে হবে।

১৭. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন। তার উপর কেউ যুলুম করলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন যতক্ষণ না সে তার অধিকারটুকু যালিম থেকে উদ্ধার করতে পারে। সে যালিম হলে তাকে যে কারোর উপর যুলুম করতে বাধা দিবেন। তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেন।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوْمًا، قِيْلَ: كَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِماً؟ قَالَ: تَحْجِزُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نُصْرَتُهُ.

"তুমি নিজ মুসলিম ভাইয়ের যথাসাধ্য সহযোগিতা করো। চাই সে যালিম হোক অথবা মাযলূম। জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি যালিমকে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তাকে কারোর উপর যুলুম করা থেকে বাধা দিলেই সত্যিই তার সহযোগিতা করা হবে"। (বুখারী, হাদীস ২৪৪৩, ২৪৪৪, ৬৯৫২)

কোন মোসলমানের সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তার যথাসাধ্য সহযোগিতা না করা কারোর জন্য জায়িয নয়।

১৮. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধু কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে ক্ষেত্রে আপনি নিজের জন্য তাকে পুনর্বার বিয়ের প্রস্তাব দিবেন না। যতক্ষণ না উক্ত বিয়ে সম্পাদিত হয় কিংবা কোন পক্ষ নাকচ করে দেয়। কারণ, এ জাতীয় কর্মকাণ্ড পরস্পর শত্রুতা বাড়িয়ে দেয়। এমনকি তা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব বিনষ্ট হওয়ার মৌলিক কারণও বটে।

'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الْمُؤْمِنُ أَخُوْ الْمُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ.

"একজন মু'মিন মূলতঃ অন্য মু'মিনের ভাই। তাই কোন মু'মিনের জন্য হালাল হবে না তার মু'মিন ভাইয়ের বিক্রির উপর নিজের কোন কিছু বিক্রি করা। তেমনিভাবে অন্য ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর নিজের পক্ষ থেকে কোন বিয়ের প্রস্তাব দেয়া। যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে"। (মুসলিম, হাদীস ১৪১৩, ১৪১৪)

১৯. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধু অন্য কারোর নিকট কোন কিছু বিক্রি করলে আপনি তার বিক্রয়চুক্তি শেষ কিংবা ভণ্ডুল হওয়ার পূর্বে তার নিকট সে জাতীয় জিনিস বিক্রি করবেন না। কারণ, এ জাতীয় কর্মকাণ্ড সত্যিই পরস্পর সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে দেয়। এমনকি পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়।

২০. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর সাথে আপনি সর্বদা সত্য কথাই বলবেন। কখনো মিথ্যা বলবেন না। না কথায়, না উপদেশে, না অন্য কিছুতে। কারণ, তা ধোঁকা ও খিয়ানতের শামিল।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الْـمُسْلِمُ أَخُوْ الْـمُسْلِمِ: لاَ يَخُوْنُهُ، وَلاَ يَكْذِبُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، كُـلُّ الْـمُسْلِمِ عَلَى الْـمُسْلِمِ حَرَامٌ، عِرْضُهُ، وَمَالُهُ، وَدَمُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى قَلْبِهِ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْـمُسْلِمَ .

"একজন মোসলমান মূলতঃ অন্য মোসলমানের ভাই। সুতরাং সে যেন অন্য মোসলমানের খিয়ানত না করে। তার সাথে মিথ্যা না বলে এবং প্রয়োজনের সময় তার অসহযোগিতা না করে। একজন মোসলমানের জন্য অন্য মোসলমানের ইয্যত, সম্পদ ও রক্ত হারাম। তাক্বওয়া তথা আল্লাহ্ভীরুতা এখানেই। তা বলার সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ অন্তরের দিকে ইশারা করেন। কারোর খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অন্য কোন মোসলমান ভাইকে হীন মনে করবে। (তিরমিযী, হাদীস ১৯২৭)

২১. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর কোন কথা কিংবা

সংবাদকে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই এমনিতেই মিথ্যা বলবেন না তথা তাকে মিথ্যুক বানাবেন না। যতক্ষণ না সে মিথ্যুক হিসেবে সমাজে পরিচিত হয়। কারণ, তা পরস্পর বিদ্বেষ ও শত্রুতা বাড়িয়ে দেয়।

২২. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর কোন ধরনের খিয়ানত করবেন না। চাই তা গোপনীয় কোন কথা, সম্পদ কিংবা ইয্যত সংক্রান্তই হোক না কেন। কারণ, এগুলো করা হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨].

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা খিয়ানতকারীদেরকে ভালোবাসেন না"।

(আন্‌ফাল: ৫৮)

কোন মোসলমান ভাইয়ের গোপনীয় কোন কথা তো প্রকাশ করাই যাবে না। এমনকি সে যদি কোন কথা বলার সময় এদিক ওদিক তাকায় তাহলে সে কথাকেও গোপনীয় বলে ধরে নিতে হবে।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

"কোন ব্যক্তি কিছু বলতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকালে সে কথাকেও আমানত হিসেবে ধরে নিতে হবে"।

(আহ্‌মাদ: ৩/৩৮০ আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৬৮ তিরমিযী, হাদীস ১৯৫৯)

২৩. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুকে যথাসাধ্য সম্মান করবেন। তাকে কোনভাবে অবহেলা, অসম্মান কিংবা বোকা ভাবা যাবে না। কারণ, এটি পরস্পর বিদ্বেষ বাড়িয়ে দেয়। বরং দায়িত্ব হচ্ছে তাকে যথাসাধ্য সম্মান করা। তার যে কোন মতামত মনযোগ দিয়ে ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করা। তাকে নিয়ে একাকী কিংবা মানুষের সামনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা।

২৪. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর জন্য তার অনুপস্থিতিতে সুযোগ পেলেই দো'আ করবেন।

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ .

"কোন মুসলিম বান্দাহ্ তার অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দো'আ করলে একজন ফিরিশ্তা তার সম্পর্কে বলেন: তোমার জন্যও তাই হয়ে যাক"। (মুসলিম, হাদীস ২৭৩২)

'ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

دُعَاءُ الْأَخِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لاَ يُرَدُّ .

"একজন মোসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে অন্য মোসলমান ভাইয়ের দো'আ কখনোই অগ্রহণযোগ্য করা হয় না"।

(বায্যার: ৪/৫০০ সা'হী'হুল-জামি', হাদীস ৩৩৭৯)

আর এ জাতীয় কর্মকাণ্ড নিশ্চয়ই পরস্পরের সত্যিকারের ভালোবাসা প্রমাণ করে। কারণ, এতে কাউকে দেখানোর কিংবা লৌকিকতার কোন ধরনের সুযোগ নেই।

২৫. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুকে শরীয়ত সম্মত কোন কারণ ছাড়া তথা দুনিয়ার কোন কারণে পরিত্যাগ করা তথা তার সাথে কথা বলা বন্ধ করা যাবে না। কারণ, এটি জায়িয নয়।

আবূ আইয়ূব আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ .

"কোন মোসলমানের জন্য জায়িয হবে না তিন রাতের বেশি তার অন্য কোন মোসলমান ভাইকে পরিত্যাগ করা। কখনো তাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হলে এ এদিকে ফিরে যায়। আর ও ওদিকে ফিরে যায়। তাদের মধ্যকার সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম নিজ ভাইকে সালাম দেয়"।

(বুখারী, হাদীস ৬০৭৭, ৬২৩৭ মুসলিম, হাদীস ২৫৬০)

পরিত্যাগের সময় যত বাড়বে অপরাধও তত বাড়বে।

আবূ খিরাশ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ .

"যে ব্যক্তি তার কোন মোসলমান ভাইকে এক বছর পর্যন্ত পরিত্যাগ করলো মূলতঃ তা তার রক্তপাতেরই শামিল"।

(আহ্মাদ: ৪/২২০ আবূ দাউদ, হাদীস ৪৯১৫ 'হাকিম: ৪/১৬৩ বুখারী/আল-আদাবুল-মুফ্রাদ, হাদীস ৩১৩)

তবে উক্ত পরিত্যাগ যদি কোন গুনাহ্ কিংবা কোন বিদ্'আতের দরুন হয় এবং তাকে পরিত্যাগ করলে সে উক্ত গুনাহ্ কিংবা বিদ্'আত পরিত্যাগ করবে বলে আশা করা যায় তা হলে তাকে এ উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করা অবশ্যই ভালো। তেমনিভাবে কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তাকেও পরিত্যাগ করা যাবে। তবে পরিত্যাগের পূর্বে তাকে বিশেষভাবে নসীহত করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

২৬. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুকে নেক ও আল্লাহ্ভীরুতা এমনকি সমূহ কল্যাণ ও আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের ব্যাপারে অবশ্যই সহযোগিতা করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٢] .

"তোমরা নেক ও আল্লাহ্ভীরুতার ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করো। কখনো গুনাহ্ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কঠিন শাস্তিদাতা"। (মায়িদাহ: ২)

এমনকি কোন মোসলমান ভাই কখনো শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কোন গুনাহ্'র কাজ করে ফেললেও তাকে একেবারে হাতছাড়া করা যাবে না। বরং তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

তাকে এ জন্য তাওবাহ্ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

إِذَا رَأَيْتُمْ أَخاً لَكُمْ زَلَّ زَلَّةً فَسَدِّدُوْهُ، وَوَفِّقُوْهُ، وَادْعُوْا اللهَ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِ، وَلاَ تَكُوْنُوْا أَعْوَاناً لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ .

"যখন তোমরা কোন মোসলমান ভাইকে পদস্খলিত হতে দেখবে তখন তাকে সঠিক ও সোজা পথে উঠানোর চেষ্টা করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করবে যেন তিনি তার তাওবাহ্ কবুল করেন। তোমরা কখনো তার ব্যাপারে শয়তানের সহযোগী হতে যাবে না।

(মানাক্বিবু আমীরিল-মু'মিনীন/ইব্নুল-জাওযী: ১৩২ সাফা'হাতুন মুযীআহ্: ১/২৪৪)

কোন মোসলমান ভাই গুনাহ্'র কাজে পতিত হলে তাকে সযত্নে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঠিক লাইনে উঠানোর চেষ্টা না করে এমনিতেই ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করলে সে একেবারে খারাপও হয়ে যেতে পারে।

২৭. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন ফায়েদা করার সার্বিক চেষ্টা করবেন।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ .

"তোমাদের কেউ নিজ ভাইয়ের উপকার করতে পারলে সে যেন তা করে"। (মুসলিম, হাদীস ২১৯৯)

তবে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করে কারোর উপকার করা যাবে না।

২৮. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর ঈমানী সম্পর্কটুকু টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। আর তা টিকে থাকবে যথাসাধ্য গুনাহ্ না করার মাধ্যমে। কারণ, একমাত্র গুনাহ্ই সাধারণত ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সমূলে বিনষ্ট করে দেয়।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ও আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِيْ اللهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا .

"একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য দু' জনের মাঝে ভালোবাসা জন্মিলে তাদের কোন একজনের গুনাহ্'র কারণেই শুধুমাত্র সে ভালোবাসায় ফাটল ধরে। অন্য কিছুর জন্য নয়"।

(আহ্মাদ: ২/৬৮ বুখারী/আল-আদাবুল-মুফ্রাদ, হাদীস ৪০১)

দুনিয়ার বুকে এ পর্যন্ত এমন অনেক সম্পর্কই নষ্ট হয়েছে যার মূলে ছিলো গুনাহ্। কারণ, একজন মুত্তাক্বী মানুষ স্বভাবগতভাবেই একজন নিয়মিত পাপীকে সত্যিই অপছন্দ করে। যার দরুন এ জাতীয় সম্পর্ক দীর্ঘ দিন টিকা কোনভাবেই সম্ভবপর নয়।

২৯. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর মানসিকতার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখবেন। কোন ভাবেই তার মনকে কথা, কাজ ও ইশারার মাধ্যমে ভেঙ্গে দেয়া যাবে না। এমন অনেকেই হয়ে থাকে যে, একজন বন্ধু অন্য বন্ধুর সামনে অসতর্কভাবে এমন কথাই বলে ফেলেছে যে, যার দরুন দ্বিতীয় বন্ধুর অন্তর একেবারেই ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে।

এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣].

"আমার বান্দাহ্দেরকে বলে দাও অন্যের সাথে সুন্দর কথা বলতে। কারণ, শয়তান সর্বদা মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। মূলতঃ শয়তান মানুষের চরম শত্রু"। (ইস্রা': ৫৩)

৩০. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর অধিকার আদায়ে আপনি এতটুকুও ত্রুটি করবেন না। এমন মনে করবেন না যে, তার সাথে তো আমার গভীর বন্ধুত্ব রয়েছেই। তাই তার কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হলে সে কিছুই মনে করবে না। এমন ধারণা মোটেই ঠিক নয়।

ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

لاَ تُقَصِّرْ فِيْ حَقِّ أَخِيْكَ اعْتِمَادًا عَلَى مَحَبَّتِهِ .

"পরস্পর ভালোবাসার উপর নির্ভরশীল হয়ে কখনো তোমার ভাইয়ের অধিকার আদায়ে এতটুকুও ত্রুটি করো না"। (মুক্বাদ্দামাতুল-মাজমূ': ১/৩১)

বরং সর্বদা তার অধিকার আদায়ে খুব যত্নশীল হতে হবে। কোনভাবে তার অধিকার আদায়ে অবহেলা করা যাবে না। যাতে ভালোবাসাটুকু আরো শক্তিশালী হয়।

৩১. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর অধিকারকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিবেন। বিশেষ করে সে যদি এর প্রতি আপনার চেয়ে আরো বেশি মুখাপেক্ষী হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩] .

"তারা (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়। যদিও তারা নিজেরাই যথেষ্ট অভাবগ্রস্ত হোক না কেন"। (আল-'হাশ্‌র: ৯)

যদি তা না পারেন তা হলে অন্তত পক্ষে তাকেও আপনার সাথে কল্যাণের অংশীদার করুন।

৩২. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধু কখনো মসজিদে কিংবা কাজে অনুপস্থিত হলে তার খবরাখবর নিবেন এবং তার অবস্থা জানার চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে তার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। হয়তোবা আপনার প্রতি তার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে।

৩৩. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর বন্ধুদের সাথেও আপনি যথেষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করবেন। বিশেষ করে তারাও যদি নেককার হয়ে থাকে।

ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

مِنْ عَلاَمَةِ الصَّدِيْقِ أَنْ يَكُوْنَ لِصَدِيْقِ صَدِيْقِهِ صَدِيْقًا

"বন্ধুর সত্যিকার পরিচয় হলো সে তার নিজ বন্ধুর বন্ধুকেও বন্ধু বলে মনে করবে"। (মুক্বাদ্দামাতুল-মাজমূ': ১/৩১)

কারণ, এটি সঠিক ও পরিপূর্ণ ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে।

৩৪. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধু আপনার সাথে কোন ধরনের দুর্ব্যবহার কিংবা দোষ করলে আপনি তাকে সহজেই ক্ষমা করবেন।

ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

مَنْ صَدَقَ فِيْ أُخُوَّةِ أَخِيْهِ قَبِلَ عِلَلَهُ وَسَدَّدَ خَلَلَهُ وَغَفَرَ زَلَّتَهُ

"কেউ কারোর সাথে সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব কিংবা বন্ধুত্ব পাতালে সে যেন তার দোষগুলো সহ্য করে (সংশোধনের চেষ্টা তো অবশ্যই করবে)। তার ঘাটতিগুলো পূরণ করে। উপরন্তু তার কৈফিয়তগুলো গ্রহণ করে তথা তাকে ক্ষমা করে দেয়"। (মুক্বাদ্দামাতুল-মাজমূ': ১/৩১)

৩৫. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর সাথে সর্ব বিষয়ে খোলামেলা কথা বলবেন। কখনো তার সাথে চাটুকারিতা করবেন না। তবে শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন কোন বিষয়ে খোলামেলা কথা বলা বৈধ নয়।

ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

لَيْسَ بِأَخِيْكَ مَنِ احْتَجْتَ إِلَى مُدَارَاتِهِ .

"সে কখনো আপনার সত্যিকারের ভাই কিংবা বন্ধু হতে পারে না যার সাথে আপনি কোন বিষয়ে খোলামেলা কথা বলতে পারছেন না। বরং চাটুকারিতার আশ্রয় নিতে হয়"। (মুক্বাদ্দামাতুল-মাজমূ': ১/৩১)

কারণ, এ জাতীয় সম্পর্ক সত্যিকারের বন্ধুত্ব হতে পারে না।

৩৬. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধু দূর সফর করলে কিংবা অনুপস্থিত থাকলে তার স্ত্রী-সন্তানের সঠিক দায়িত্ব হাতে নিয়ে তাদের কল্যাণকর অভিভাবকত্ব করবেন। সর্বদা তাদের খবারাখবর রাখবেন। যথাসাধ্য তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন। যেন তারা নিজেদেরকে একাকী মনে না করে। এটিই ছিলো পূর্ববর্তী নেককারদের প্রচলিত স্বভাব।

৩৭. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধু মারা গেলে তার জানাযার স্বালাত আদায় করবেন। এমনকি তাকে কবর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবেন। কারণ, এটি তার একটি অন্যতম অধিকার।

৩৮. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর জন্য তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর ইস্তিগ্‌ফার করবেন। কারণ, এটি সত্যিকারের ভালোবাসার পরিচায়ক। চাই তাকে দাফন করার পর কিংবা তার কথা স্মরণ হলে অথবা যে কোন সময়।

'উস্‌মান বিন্ 'আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

একদা তাঁর জনৈক সাহাবীকে দাফন করার পর বললেন:

اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ .

"তোমরা নিজ ভাইয়ের জন্য ইস্তিগ্‌ফার করো এবং তার জন্য স্থিরতা কামনা করো। কারণ, তাকে এখন প্রশ্ন করা হবে"।

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২২১ 'হাকিম: ১/৩৭০)

৩৯. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী-সন্তানের খবরাখবর রাখবেন। তাদের সঠিক অভিভাবকত্ব করবেন। তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে জানবেন ও যথাসাধ্য তা পূরণ করার চেষ্টা করবেন। কারণ, এটি হলো আপনার উপর তার মৃত্যুর পরের অধিকার। যা পূর্ববর্তী নেককারদের স্বভাবও ছিলো।

৪০. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর মৃত্যুর পর তার ভেতরকার কল্যাণকর দিকটাই আপনি অন্যের কাছে উল্লেখ করবেন। খারাপটা নয়। তার কথা কখনো আপনার সামনে আলোচিত হলে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহ্‌মতের দো'আ করবেন। এমনকি আপনার সামনে কখনো কাউকে তার দোষ চর্চা করতে দিবেন না। এটি বন্ধুত্বের সত্যিকার পরিচায়ক।

৪১. আপনার যে কোন মুসলিম ভাই ও বন্ধুর মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথেও আপনি ভালো ব্যবহার দেখাবেন। সুযোগ পেলে তাদেরকে হাদিয়া দিবেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর স্ত্রী খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর মৃত্যুর পর তাঁর বান্ধবীদের যথেষ্ট খবরাখবর নিতেন।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ ﷺ رُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ، ثُمَّ يَقْطَعُهَا أَعْضَاءَ، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِيْ صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ.

"নবী ﷺ কখনো কখনো ছাগল যবাই করে টুকরো টুকরো করে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর বান্ধবীদের নিকট পাঠাতেন।

(বুখারী, হাদীস ৩৮১৬, ৬০০৪)

এটি নিশ্চয়ই বন্ধুর মৃত্যুর পর তার সাথে দেখানো সর্বোত্তম ব্যবহার।

নেককার সাথী গ্রহণের আরো কিছু ফায়েদা

২১. একজন নেককার সাথী আপনার বিরহ বেদনায় ব্যথিত হবে। আপনার জন্য গোপনে কাঁদবে। আপনার অনুপস্থিতিতে সে অন্যকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করবে। আপনার হাল-অবস্থা জানার সে চেষ্টা করবে। যেমনিভাবে মসজিদে নববীর একটি খেজুর গাছের পালি তার নেককার সাথী রাসূল ﷺ এর যিকিরের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলো না বলে সে জন্য একদা কেঁদেছে।

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা এক আন্সারী মহিলা রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমার একজন মিস্ত্রী গোলাম আছে। আপনি চাইলে তাকে দিয়ে আমি আপনার জন্য বসার কিছু তৈরি করে দেবো। রাসূল ﷺ বললেন: তুমি চাইলে তা করতে পারো। তখন উক্ত মহিলা রাসূল ﷺ এর জন্য একখানা মিম্বর তৈরি করলেন। যখন জুমু'আর দিন হলো তখন রাসূল ﷺ সে মিম্বরের উপর বসলেন। আর তখনই সে খেজুর গাছটি খুব জোরেই কাঁদতে লাগলো। যার সাথে হেলান দিয়ে রাসূল ﷺ খুতবা দিতেন। এমনকি সে যেন কেঁদে ফেটে পড়ছিলো। তখন নবী ﷺ মিম্বর থেকে নেমে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন একটি ছোট্ট বাচ্চার ন্যায় তার কাঁদাটুকু বন্ধ হয়ে সে একদা স্থির হয়ে গেলো। রাসূল ﷺ বললেন: সে আর আল্লাহ্ তা'আলার যিকির শুনতে পাচ্ছে না বলে কাঁদছিলো যা সে ইতিপূর্বে শুনছিলো। (বুখারী, হাদীস ২০৯৫)

ঠিক এরই বিপরীতে যালিমদের জন্য না আকাশ কাঁদে না যমিন কাঁদে। বরং তাদের মৃত্যুতে সবাই আরাম পায়।

আবূ ক্বাতাদাহ্ বিন্ রিব্'য়ী আল-আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিলো। তখন তিনি বললেন:

مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ، قَالُوْا: مَا الْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ،

وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .

"সে মৃত্যু বরণ করে নিজে আরাম পেয়েছে না তার মৃত্যুর দরুন অন্যরা আরাম পেয়েছে। সাহাবীগণ বললেন: কে আরাম পেয়েছে আর কার থেকে আরাম পেয়েছে? রাসূল ﷺ বললেন: একজন মু'মিন বান্দাহ্ মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের দিকে চলে যায় তথা আরাম পায়। আর একজন প্রকাশ্য অপরাধী মারা গেলে দুনিয়ার সকল মানুষ, পশু, গাছপালা ও সমূহ এলাকা তার অনিষ্ট থেকে মুক্তি তথা আরাম পায়"। (বুখারী, হাদীস ৬৫১২ মুসলিম, হাদীস ৯৫০)

২২. নেককারদের সাথে সাক্ষাৎ করলে বিশেষ করে গরীব নেকারদের সান্নিধ্যে গেলে, তাদের প্রতি দয়া করলে ও তাদের খবরাখবর নিলে মনটি নরম ও আল্লাহ্মুখী হয়। তেমনিভাবে বিপদগ্রস্ত তথা রুগ্ন, ঋণগ্রস্ত, ফকীর ও মিসকীনদের সাথে উঠাবসা এবং বিধবা ও এতীমদের সাথে সাক্ষাৎ করায় অনেক অনেক ফায়দা রয়েছে। যার প্রভাব অন্তরের উপর অবশ্যই পড়ে।

২৩. নেককারদের সাথে উঠাবসা করলে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও বিজয় পাওয়া যায়।

আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُوْلُوْنَ: فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُمْ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ .

"এমন এক সময় আসবে যখন কিছু লোক যুদ্ধে বেরুবে। তারা বলবে: তোমাদের মাঝে রাসূলের কোন সাহাবী (রাসূল ﷺ এর সঙ্গী) আছেন? তাদেরকে বলা হবে: হাঁ। তখন তারা যুদ্ধে বিজয়ী হবে। আবার এমন এক সময় আসবে যখন কিছু লোক যুদ্ধে বেরুবে। তারা বলবে: তোমাদের মাঝে কোন তাবি'য়ী (সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গী) আছেন? তাদেরকে বলা হবে: হাঁ। তখন তারা যুদ্ধে বিজয়ী হবে। আবার এমন এক সময় আসবে যখন কিছু লোক যুদ্ধে বেরুবে। তারা বলবে: তোমাদের মাঝে কোন তাবি' তাবি'য়ীন (তাবি'য়ীনদের সঙ্গী) আছেন? তাদেরকে বলা হবে: হাঁ। তখন তারা যুদ্ধে বিজয়ী হবে"। (বুখারী, হাদীস ৩৬৪৯ মুসলিম, হাদীস ২৫৩২)

ওয়াসিলাহ্ বিন্ আস্কা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَزَالُوْنَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيْكُمْ مَنْ رَآنِيْ وصَاحَبَنِيْ، وَاللهِ لاَ تَزَالُوْنَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيْكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِيْ وصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِيْ .

"তোমরা সর্বদা কল্যাণের উপর থাকবে যতক্ষণ তোমাদের মাঝে এমন ব্যক্তি থাকবে যে আমাকে দেখেছে ও আমার সাথী হয়েছে। আল্লাহ্'র কসম! তোমরা সর্বদা কল্যাণের উপর থাকবে যতক্ষণ তোমাদের মাঝে এমন ব্যক্তি থাকবে যে এমন কাউকে দেখেছে যে আমাকে দেখেছে এবং যে এমন ব্যক্তির সাথী হয়েছে যে আমার সাথী হয়েছে। তথা সাহাবীকে দেখেছে ও তার সাথী হয়েছে"। (ইব্নু আবী শাইবাহ্ ১২/১৭৮)

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা রাসূল ﷺ সাথে মাগরিবের নামায আদায় করে মনে মনে ভাবলাম, 'ইশার নামায পর্যন্ত অপেক্ষা করে তাঁর সাথে 'ইশার নামায আদায় করলে বেশ চমৎকার হবে। তাই আমরা 'ইশার নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকলাম। ইতিমধ্যে রাসূল ﷺ বের হয়ে বললেন: তোমরা এখনো এখানে?! আমরা বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমরা আপনার সাথে মাগরিবের নামায পড়ে ভাবলাম, আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আপনার সাথে

'ইশার নামায আদায় করলে ভারী চমৎকার হবে। তিনি বললেন: তোমরা ভালোই করেছো, সঠিক কাজই করেছো। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে (আর এমনটি তিনি অধিকাংশই করতেন) বললেন:

النُّجُوْمُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُوْمُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوْعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِيْ، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِيْ مَا يُوْعَدُوْنَ، وَأَصْحَابِيْ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِيْ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِيْ أَتَى أُمَّتِيْ مَا يُوْعَدُوْنَ .

"তারকাসমূহ আকাশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী। তারকাগুলো বিদায় নিলে আকাশের যা হবার তাই হবে। আর আমি আমার সাহাবাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী। আমি বিদায় নিলে আমার সাহাবাদের যা হবার তাই হবে। আর আমার সাহাবীরা আমার উম্মতের নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী। আমার সাহাবীরা বিদায় নিলে আমার উম্মতের যা হবার তাই হবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৫৩১)

২৪. নেককারদের সাথে উঠাবসা করলে নিজের সম্মানও অনেক গুণ বেড়ে যায়।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। এ জন্যই তাঁর যুগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ এবং তাঁর উম্মত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। সাবাবীগণের সুনাম ও সম্মান বেড়েছে একমাত্র রাসূল ﷺ এর সাথী-সঙ্গী ও তাঁর সাথে উঠাবসার দরুন। তেমনিভাবে সকল নবী, শহীদ, ইমাম, 'আলিম ও নেককারগণের সঙ্গীদের সম্মানও বেড়েছে বা বাড়বে তাঁদের সাথী-সঙ্গী হওয়ার দরুন।

আবূদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা কূফাবাসীদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অনেক দয়া করেছেন। কারণ, তাদের মাঝে রয়েছেন 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্, 'আম্মার বিন্ ইয়াসির ও 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীগণ।

'আল্ক্বামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি সিরিয়ায় গিয়ে দু' রাক্'আত নামায আদায় করে মনে মনে দো'আ

করলাম: হে আল্লাহ্! আপনি আমার জন্য দয়া করে এ এলাকায় একজন নেককার সাথীর ব্যবস্থা করুন। অতঃপর আমি এক সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বসতেই দেখতে পেলাম, একজন বয়স্ক লোক আমার পাশে এসে বসলেন। আমি বললাম: এ লোকটি কে? সবাই বললো: ইনি হচ্ছেন আবূদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। আমি বললাম: আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করেছি, তিনি যেন আমাকে একজন নেককার সাথী মিলিয়ে দেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন: তুমি কে? আমি বললাম: আমি একজন কূফা এলাকার বাসিন্দা। তিনি বললেন: তোমাদের মাঝে কি ইব্নু উম্মি 'আব্দ তথা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নেই? যিনি ছিলেন একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জুতা, তাকিয়া ও লোটা বহনকারী। তোমাদের মাঝে কি এমন এক ব্যক্তি নেই? যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা তার নবীর মুখে শয়তানের হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন তথা 'আম্মার বিন্ ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তোমাদের মাঝে কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একমাত্র গোপন কথা সংরক্ষণকারী তথা 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মতো ব্যক্তি নেই?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণের কাছ থেকে যে কারামাত (এমন অলৌকিক ব্যাপার যা আল্লাহ্ তা'আলা কারোর মাধ্যমে ঘটিয়ে থাকেন মানুষের নিকট তার সম্মান বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। যা কখনো তার ইচ্ছায় ঘটে না বরং তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায়ই ঘটে থাকে) প্রকাশ পেয়েছে তা একমাত্র তাঁর একনিষ্ঠ অনুসরণ, তাঁর সাথী-সঙ্গী হওয়া ও তাঁর সাথে একান্তভাবে উঠাবসার দরুন।

খালিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বিষ পান করেছেন; অথচ তাঁর কিছুই হয়নি।

ক্বাইস (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: খালিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট পান করার জন্য বিষ উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন: এটা কি? বলা হলো: বিষ। তখন তিনি তা পান করেন।

(আহ্মাদ/ফাযায়িলুস্-সাহাবাহ্ ১৪৮২)

'ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ফিরিশ্তাগণ সালাম করতেন।

মুত্বার্‌রিফ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 'ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ থাকাবস্থায় একদা আমাকে ডেকে

পাঠালেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: আমি তোমাকে এমন কিছু কথা বলবো যা হয়তো বা আমার মৃত্যুর পর তোমার কাজে আসবে। আমি বেঁচে থাকাবস্থায় তা কাউকে বলবে না। আমার মৃত্যুর পর মনে চাইলে কাউকে বলতে পারো। ফিরিশ্তাগণ আমাকে সালাম দেন। (মুসলিম, হাদীস ১৬৬, ১৬৮)

উসাইদ্ বিন্ 'হুযাইর ও 'আব্বাদ্ বিন্ বিশ্র (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) যখন রাত্রি বেলায় রাসূল ﷺ এর নিকট থেকে বের হলেন তখন তাঁদের হাতের লাঠিগুলো আলো দিচ্ছিলো।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: উসাইদ্ বিন্ 'হুযাইর ও 'আব্বাদ্ বিন্ বিশ্র (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) একদা রাসূল ﷺ এর নিকট এক ঘন অন্ধকার রাত্রিতে অবস্থান করছিলেন। যখন তাঁরা রাসূল ﷺ এর নিকট থেকে বের হলেন তখন তাঁদের একজনের লাঠি আলো দিচ্ছিলো। আর তাঁরা এ লাঠির আলোয় রাস্তা অতিক্রম করছিলেন। যখন তাঁরা পরস্পর ভিন্ন হয়ে গেলেন তখন তাঁদের উভয়ের লাঠিই আলো দিচ্ছিলো। (আহ্মাদ্ ৩/১৯০)

বুখারীর বর্ণনায় সাহাবীদ্বয়ের নাম উল্লেখ করা হয়নি। সেখানে যা বলা হয়েছে তা এরূপ:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: দু'জন সাহাবী রাসূল ﷺ এর নিকট থেকে একদা এক অন্ধকার রাত্রিতে বের হলে তাঁদের সামনে একটি আলো জ্বলছিলো। যখন তাঁরা পরস্পর ভিন্ন হয়ে গেলেন তখন উভয় জনের সামনেই ভিন্ন ভিন্ন আলো জ্বলছিলো। (বুখারী, হাদীস ৩৮০৫)

২৫. নেককারদের মজলিসের দিকে ধাবমান ব্যক্তির দিকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং নিজেই ধাবিত হন।

আবু ওয়াক্বিদ্ লাইসী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে মসজিদে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় তিন ব্যক্তি তাঁর দিকে আসছিলো। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যকার দু' ব্যক্তি তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। আর একজন চলে গেলো। এ দিকে দু' জনের একজন মজলিসের এক জায়গা খালি পেয়ে সেখানে বসে গেলো। আর একজন সবার পিছে বসে গেলো। আর একজন তো ইতিপূর্বেই চলে

গিয়েছে। রাসূল ﷺ আলোচনা শেষ করে বললেন:

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ، فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ .

"আমি কি তোমাদেরকে এ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলবো? তাদের একজন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় নিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। অন্য জন লজ্জা পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাও তার ব্যাপারে লজ্জা পেয়েছেন। অপর জন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন"।

(বুখারী, হাদীস ৬৬ মুসলিম, হাদীস ২১৭৬)

মৃত্যুর পর নেককারদের সঙ্গী হওয়ার বাসনা:

যাঁরা নেককারদের সঙ্গী হওয়ার গুরুত্ব বুঝেছেন তাঁদের কেউ কেউ মৃত্যুর পরও নেককারদের সঙ্গী হওয়ার বাসনা পোষণ করেছেন। এমনকি এ জন্য তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফরিয়াদও করেছেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: একদা মৃত্যুর ফিরিশ্তা মূসা (আলাইহিস সালাম) এর নিকট এসে বললেন: আপনার প্রভুর ডাকে সাড়া দিন তথা আপনার মৃত্যুর সময় এসে গেছে। এ কথা শুনতেই মূসা (আলাইহিস সালাম) ফিরিশ্তার চোখে থাপ্পড় মেরে তাঁর চোখটি নষ্ট করে দিলেন। ফিরিশ্তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফিরে গিয়ে বললেন: আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দাহ্'র নিকট পাঠিয়েছেন যিনি মরতে চান না। এমনকি তিনি থাপ্পড় মেরে আমার চোখটি নষ্ট করে দিয়েছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চোখটি ঠিক করে দিয়ে তাঁকে বললেন: তুমি আমার বান্দাহ্'র নিকট ফিরে গিয়ে বলো: আপনি কি দীর্ঘজীবি হতে চান? যদি আপনি দীর্ঘজীবি হতে চান তাহলে আপনার হাতখানা একটি ষাঁড়ের পিঠে রাখুন। আপনার হাতের নিচে যতগুলো চুল পড়বে ততো বছরই আপনি হায়াত পাবেন। তিনি

বললেন: অতঃপর কি হবে? ফিরিশ্‌তা বললেন: তারপর আপনার মৃত্যু হবে। তিনি বললেন: তাহলে এখনই হোক। হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে বাইতুল-মাক্বদিস্ থেকে একটি পাথর ছুঁড়ে মারার দূরত্বে মৃত্যু দিন। রাসূল ﷺ বললেন: আল্লাহ্'র কসম! আমি যদি তাঁর এলাকায় থাকতাম তাহলে আমি রাস্তার ধারে একটি লাল মাটির স্তূপের নিকট তাঁর কবরখানা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। (বুখারী, হাদীস ১৩৩৯, ৩৪০৭ মুসলিম, হাদীস ১৮৪৩)

তেমনিভাবে আমীরুল-মু'মিনীন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর নিকট লোক পাঠিয়ে অনুমতি চেয়েছেন তাঁর সাথীদ্বয় তথা রাসূল ﷺ ও আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে দাফন হওয়ার জন্য।

'আমর বিন্ মাইমূন (রাহিমাহুল্লাহ্) 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হত্যা সংক্রান্ত ঘটনা বলতে গিয়ে বলেন: 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ লু'লু' অগ্নিপূজক কর্তৃক ছুরির আঘাতে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ্‌কে ডেকে বললেন: তুমি উম্মুল-মু'মিনীন 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর নিকট গিয়ে তাঁকে বলো: 'উমর আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছেন। খেয়াল রাখবে, আমার নাম বলতে গিয়ে আমীরুল-মু'মিনীন শব্দটি বলবে না। কারণ, আমি আর আজ মোসলমানদের আমীর নই। বলবে: 'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছেন তিনি তাঁর সাথীদ্বয়ের সাথে দাফন হওয়ার জন্য। অতএব, আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সালাম দিয়ে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর নিকট প্রবেশের অনুমতি পেয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলেন, 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) কাঁদছেন। তখন আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: 'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আপনার নিকট সালাম পাঠিয়ে অনুমতি চাচ্ছেন তিনি তাঁর সাথীদ্বয়ের সাথে দাফন হওয়ার জন্য। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বললেন: আমি চাচ্ছিলাম, এখানে আমি দাফন হবো। তবে আজ আমি আমার উপর 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে অগ্রাধিকার দিলাম। যখন আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঘরে ফিরলেন তখন বলা হলো: আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ফিরে এসেছেন। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমাকে একটু উঠাও। তখন জনৈক ব্যক্তি তার দিকে একটু ঠেক লাগিয়ে তাঁকে বসালেন। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর

ছেলেকে বললেন: তুমি কি খবর নিয়ে এসেছো? আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আপনি যা চেয়েছেন তাই। হে আমীরুল-মু'মিনীন! তিনি অনুমতি দিয়েছেন। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আল-'হামদুলিল্লাহ্। এর চেয়ে অন্য কোন ব্যাপার এখন আর আমার নিকট এতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতএব, যখন আমাকে কাফন দেয়া হবে তখন আমাকে খাটে উঠিয়ে নিয়ে তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম দিয়ে বলবে: 'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছেন তিনি তাঁর সাথীদ্বয়ের সাথে দাফন হওয়ার জন্য। অতঃপর তিনি অনুমতি দিলে আমাকে সেখানে দাফন করবে। তা না হলে আমাকে মোসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে। (বুখারী, হাদীস ৩৭০০)

এতক্ষণ আমরা নেককারদের সাথে উঠাবসা ও বন্ধুত্বের সুফল আলোচনা করছিলাম। উক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ কথা সহজেই বুঝতে পেরেছি যে, নেককারদের সাথে উঠাবসা করা দুনিয়া ও আখিরাত তথা সার্বিকভাবেই লাভজনক। এবার আমরা বদ্কারদের সাথে উঠাবসার ভয়াবহ পরিণতি তথা দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ ক্ষতির কথাই আলোচনা করবো।

বদ্কারদের সাথে উঠাবসার ভয়াবহ পরিণতি:

বদ্কারদের সাথে উঠাবসা ও বন্ধুত্ব করলে সমূহ বিপদাপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১. একজন বদ্কার সাথী আপনাকে খাঁটি আক্বীদা-বিশ্বাসে সন্দিহান করে তুলবে। এমনকি সে একদা আপনাকে সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। যা আপনি টেরও পাবেন না। তখন আপনি ঈমানহারা হয়ে চির জাহান্নামী হবেন অথবা অন্ততপক্ষে বিদ্'আতী ও মহাপাপী হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাব্যস্ত হবেন। তেমনিভাবে সে আপনাকে সত্য গ্রহণে কঠিন বাধা প্রয়োগ করবে। যার ফলেও আপনি একদা চির জাহান্নামী হতে বাধ্য হবেন। এমনকি একজন খারাপ সাথী বাতিল ও অসত্যকে আপনার নিকট অতি সুসজ্জিত করে সত্য ও সুন্দররূপে উপস্থাপন করবে। আর সত্য থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفۡتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ لِتَفۡتَرِيَ عَلَيۡنَا غَيۡرَهُۥۖ وَإِذٗا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلٗا ﴾ [الإسراء: ٧٣].

"তোমার উপর নাযিলকৃত ওহী থেকে তোমাকে পদস্খলিত করার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। যাতে তুমি আমার সম্পর্কে ওহীর বিপরীতে মিথ্যা রচনা করো। তা হলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধু বানিয়ে নিতো"। (ইসরা'/বানী ইসরাঈল: ৭৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَقَالَت طَّآئِفَةٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجۡهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٢].

"আহ্লে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের এক দল বললো: মু'মিনদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার উপর তোমরা দিনের শুরুতে ঈমান আনো এবং দিনের শেষে কুফরি করো। হয়তো-বা তারা এতে করে ইসলাম থেকে ফিরে আসবে"। (আলি-'ইমরান: ৭২)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَقَيَّضۡنَا لَهُمۡ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ فِيٓ أُمَمٖ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَٰسِرِينَ ﴾ [فصلت: ٢٥].

"আমি তাদেরকে তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু জুটিয়ে দিয়েছি। যারা তাদেরকে তাদের সামনের ও পেছনের প্রতিটি বস্তুকে চাকচিক্যময় করে দেখিয়েছে। ফলে তাদের উপর আযাবের ফায়সালা হলো যেমনিভাবে ফায়সালা হয়েছিলো তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের উপর। বস্তুতঃ তারা ছিলো সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত"। (ফুস্সিলাত: ২৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ

إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٢] .

"এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য জিন ও মানব শয়তানদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়েছি। প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একে অপরের সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলবে। তোমার প্রভু চাইলে তারা এমনটি করতে পারতো না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা চর্চাকে উপেক্ষা করো"। (আন'আম: ১১২)

তিনি আরো বলেন:

﴿ قَدۡ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ ٱلۡمُعَوِّقِينَ مِنكُمۡ وَٱلۡقَآئِلِينَ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ هَلُمَّ إِلَيۡنَاۖ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلۡبَأۡسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الأحزاب: ١٨] .

"আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবেই জানেন তোমাদের মধ্যকার কারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টিকারী। যারা নিজ ভাইদেরকে বলে: আমাদের কাছে চলে আসো। মূলতঃ তারা যুদ্ধে খুব কমই উপস্থিত হয়"। (আহ্যাব: ১৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمۡ إِلَّا خَبَالٗا وَلَأَوۡضَعُواْ خِلَٰلَكُمۡ يَبۡغُونَكُمُ ٱلۡفِتۡنَةَ وَفِيكُمۡ سَمَّٰعُونَ لَهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [التوبة: ٤٧] .

"তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধে বের হতো তা হলে তারা বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই বাড়াতো না। বরং তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য তারা ছুটাছুটি করতো। তোমাদের মাঝে তাদের গোয়েন্দা রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে খুবই অবগত"। (তাওবাহ্: ৪৭)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا ٢٧ يَٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡتَنِي لَمۡ أَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيلٗا ٢٨ لَّقَدۡ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إِذۡ

جَآءَنِيۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِلۡإِنسَٰنِ خَذُولٗا ﴿٢٩﴾ ﴾ [الفرقان: ٢٧ – ٢٩].

"যালিম ও অপরাধী সে দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে: 'হায় আফসোস! আমি যদি সে দিন রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম। 'হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে সে দিন সাথী ও বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। সেই তো সে দিন আল্লাহ্'র মহান উপদেশ বাণী তথা আল-কুর'আন আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার পরও তা গ্রহণ করা থেকে আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। মূলতঃ শয়তান মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতক"। (ফুরক্বান: ২৭-২৯)

এমনকি একজন বদকার সাথী তার অন্য সাথীকে অনেক মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে সর্বদা তাকে ধোঁকা দিতেও চেষ্টা করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلۡنَحۡمِلۡ خَطَٰيَٰكُمۡ وَمَا هُم بِحَٰمِلِينَ مِنۡ خَطَٰيَٰهُم مِّن شَيۡءٍۖ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحۡمِلُنَّ أَثۡقَالَهُمۡ وَأَثۡقَالٗا مَّعَ أَثۡقَالِهِمۡۖ وَلَيُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ﴿١٣﴾ ﴾ [العنكبوت: ١٢ – ١٣].

"কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে: আমাদের পথ অনুসরণ করো। আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করবো। মূলতঃ তারা ওদের পাপের সামান্যটুকুও বহন করবে না। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। তবে তারা নিশ্চয়ই তাদের নিজেদের পাপের বোঝা তো বহন করবেই বরং তারা নিজেদের বোঝার সাথে আরো অন্য বোঝাও (অনুসারীদের বোঝা) বহন করবে। আর তারা যে সব মিথ্যা কথা বানিয়েছে সে জন্যও তারা কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে"। ('আন্‌কাবূত: ১২-১৩)

মূলতঃ খারাপ সাথীরা শয়তানেরই অনুসারী। আর শয়তানের কাজই তো হচ্ছে কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করা। সত্যের উপর কাউকে সহজে উঠতে দেয় না।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: শয়তান আদম সন্তানের কল্যাণের

পথগুলোতে বসে থাকে। সে ইসলামের পথে বসে বলে: তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে? আরে তুমি কি তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিবে? যখন সে শয়তানের অবাধ্য হয়ে মোসলমান হয়ে গেলো তখন শয়তান আবারো তার হিজরতের পথে বসে বলে: তুমি কি হিজরত করবে? আরে তুমি কি তোমার বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাবে? রাসূল ﷺ বলেন: একজন মুহাজিরের দৃষ্টান্ত রশিতে বাঁধা ঘোড়ার ন্যায়। যখন সে শয়তানের অবাধ্য হয়ে হিজরত করে ফেললো তখন শয়তান আবারো তার জিহাদের পথে বসে বলে: তুমি কি জিহাদ করবে? আরে তুমি কি তোমার জীবন ও সম্পদ শেষ করে দিবে? তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করা হলে তোমার স্ত্রীর আরেক জায়গায় বিয়ে হবে এবং তোমার সম্পদটুকু বন্টন করে নেয়া হবে। অতঃপর সে শয়তানের অবাধ্য হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করলো। রাসূল ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি এমন করলো আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। যাকে হত্যা করা হবে আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। যে ডুবে যাবে আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। যে উটের পায়ে চাপা পড়বে আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো।

(নাসায়ী: ৬/২১-২২ আহ্মাদ: ৩/৪৮৩)

শয়তান একদা আল্লাহ্ তা'আলাকে বলেছিলো:

﴿ فَبِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأَقۡعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَٰطَكَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ١٦ ثُمَّ لَأٓتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡۖ وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦ – ١٧].

"যেহেতু তার কারণেই আমাকে পথভ্রষ্ট করা হয়েছে তাই আমি অবশ্যই আপনার সরল পথে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবো। অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে তাদের সম্মুখ-পেছন ও ডান-বাম দিক থেকে আসবো। ফলে আপনি তাদের অধিকাংশকেই শোকর আদায়কারীরূপে পাবেন না"। (আ'রাফ: ১৬-১৭)

এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢١] .

"আর শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করতে প্ররোচিত করে। তোমরা যদি তাদের কথা মানো তা হলে তোমরা অবশ্যই মুশ্‌রিক হয়ে যাবে"। (আন'আম: ১২১)

সুতরাং এমন কোন কল্যাণের পথ নেই যা থেকে বাধা দেয়ার জন্য সেখানে কোন জিন বা মানব শয়তান নেই। এ জন্যই শু'আইব عليه السلام একদা তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বললেন:

﴿ وَلَا تَقْعُدُوا۟ بِكُلِّ صِرَٰطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ [الأعراف: ٨٦] .

"তোমরা মু'মিনদেরকে ভয় দেখানো কিংবা তাদেরকে আল্লাহ্'র পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য পথে পথে ওঁৎ পেতে থেকো না। আর তোমরা আল্লাহ্'র সহজ-সরল পথকে বক্র বানাতে চেষ্টা করো না"। (আ'রাফ: ৮৬)

তাই কেউ আল্লাহ্ তা'আলার পথে অটল থাকলে চাইলে দেখবেন তার খারাপ সাথীরা তাকে খুব ভয় দেখায় কিংবা ব্যাপারটিকে তার নিকট খুব কঠিন করে তোলে।

যেমন ধরুন, কেউ যদি কখনো আল্লাহ্ তা'আলার পথে কোন কিছু সাদাকা দিতে চায় দেখবেন তখন কিছু লোক তার সামনে এটা-ওটা তথা অনেক ছুতানাতা দাঁড় করিয়ে তা থেকে তাকে বিরত রাখতে ও তাকে কৃপণ বানাতে সচেষ্ট হয়। কেউ হজ্জ করতে চাইলে দেখবেন তার সাথীরা তাকে এটা-ওটা বলে হজ্জ থেকে বিরত রাখতে চায়। এভাবেই যে কারোর খারাপ সাথীরা তারা নিজেরাই শয়তানের একান্ত অনুসারী হয়ে তাদের সাথীদেরকে সর্বদা ভালো কাজ থেকে বিরত রাখতে চায়।

এ ব্যাপারে আবু মু'আইত্বের ঘটনাটি সত্যিই প্রণিধানযোগ্য।

ইমাম সুয়ূত্বী (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর কিতাব দুর্‌রে মানসূরে সা'ঈদ্ বিন্ জুবাইরের সূত্রে আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু মু'আইত্ব মক্কায় নবী ﷺ এর সাথে বসলে কখনো তাঁকে কষ্ট দিতো না যেমনিভাবে কষ্ট দিতো মক্কার অন্যান্য কাফিররা। সে ছিলো একজন ধৈর্যশীল ও শান্ত মানুষ। আবু মু'আইত্বের একজন বন্ধু ছিলো। সে তখন মক্কায় ছিলো না। ছিলো শাম এলাকায়। কুরাইশরা বলতে লাগলো: আবু মু'আইত্ব তার ধর্ম ত্যাগ করেছে। ইতিমধ্যে একদা রাত্রি বেলায় তার বন্ধু শাম থেকে ফিরে আসলো। তখন সে তার স্ত্রীকে বললো: মুহাম্মাদের কি অবস্থা? তার স্ত্রী বললো: তার অবস্থা আগের চেয়েও আরো খারাপ। সে বললো: আমার বন্ধু আবু মু'আইত্বের কি অবস্থা? তার স্ত্রী বললো: সে নিজ ধর্ম ত্যাগ করেছে। তা শুনার পর থেকেই তার রাতটি আর ভালো কাটেনি। ইতিমধ্যে সকাল হতে না হতেই আবু মু'আইত্ব এসে তাকে অভ্যর্থনা জানালে সে তার উত্তরে কোন সাড়া দেয়নি। তখন আবু মু'আইত্ব বললো: তোমার কি হলো? তুমি আমার অভ্যর্থনাটুকু গ্রহণ করোনি কেন? সে বললো: আমি তোমার অভ্যর্থনাটুকু কিভাবে গ্রহণ করবো; অথচ তুমি ধর্ম ত্যাগ করেছো। আবু মু'আইত্ব বললো: তাহলে কুরাইশরা কি এমনই বলছে? তুমি বলো: এখন আমি কি করলে তারা খুশি হবে? সে বললো: মুহাম্মাদের মজলিসে গিয়ে তার চেহারায় থুতু দিবে এবং তোমার জানা সকল অকথ্য ভাষায় তাকে গালাগালি করবে। তখন সে তাই করলো। নবী ﷺ তার উত্তরে নিজ চেহারা থেকে থুতু মুছতে মুছতে তাকে শুধু এতটুকুই বললেন: মক্কার পাহাড়গুলোর চৌহদ্দি থেকে বের হলেই আমি তোমাকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করবো। তাই সে বদরের যুদ্ধে তার সাথীদের সাথে বের হতে চায়নি। তার সাথীরা তাকে বললো: তুমি আমাদের সাথে বের হও। সে বললো: এ লোকটি আমাকে এ বলে হুমকি দিয়েছে যে, আমি কখনো মক্কার পাহাড়গুলোর চৌহদ্দি থেকে বের হলেই সে আমাকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করবে। তারা বললো: তোমার তো একটি লাল উট আছে না? যাকে কেউ ধরতে পারে না। পরাজয় দেখলে তুমি এর পিঠে চড়ে দ্রুত পালিয়ে যাবে। তখন সে তাদের সাথে বের হলো। যখন মুশ্‌রিকরা পরাজিত হলো তখন তার উটটি একেবারে সমতল

ভূমিতেই আটকে গেলো। তখন রাসূল ﷺ তাকে কুরাইশ বংশের অন্যান্যদের সাথে কয়েদি বানিয়ে নিয়ে আসলেন। তখন আবু মু'আইত্ব রাসূল ﷺ এর সামনে এসে বললো: আপনি কি আমাকে হত্যা করবেন? রাসূল ﷺ বললেন: হ্যাঁ। কারণ, তুমি একদা আমার চেহারায় থুতু দিয়েছিলে। আর তখন তার ব্যাপারেই নাযিল হয় সূরা ফুরক্বানের ২৭, ২৮ ও ২৯ নং আয়াতগুলো।

মুহাদ্দিস আব্দুর রায্যাক (রাহিমাহুল্লাহ্) মা'মারের সূত্রে মুক্বসিম (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'উক্ববাহ্ ইব্নু আবী মু'আইত্ব ও উবাই ইব্নু খালাফ আল-জুমা'হী (এরা ছিলো জাহিলী যুগে একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর ইতিমধ্যে উবাই নবী ﷺ এর নিকট আসলে তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন) একদা একত্রিত হলে 'উক্ববাহ্ উবাইকে বললো: আমি তোমার উপর খুশি হবো না যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদের চেহারায় থুতু ও তাকে গালি দিবে এবং মিথ্যুক বলবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন একটি নিকৃষ্ট কাজ করার সুযোগ দেননি। ইতিমধ্যে বদরের যুদ্ধে 'উক্ববাহ্ বন্দী হিসেবে ধরা পড়লে নবী ﷺ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে তাকে হত্যা করার দায়িত্ব দিলেন। 'উক্ববাহ্ বললো: হে মুহাম্মাদ! আমাকে কি হত্যা করা হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। সে বললো: কেন? তিনি বললেন: তোমার কুফরি, প্রকাশ্য অপরাধ ও আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের সাথে গাদ্দারির দরুন। তাহলে আমার বাচ্চাদের কি অবস্থা হবে? তিনি বললেন: তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। এরপর 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে হত্যা করলেন। এদিকে উবাই বললো: আল্লাহ্'র কসম! আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করবোই। রাসূল ﷺ এর নিকট খবরটি পৌঁছুলে তিনি বলেন: বরং আমিই তাকে হত্যা করবো ইন্শাআল্লাহ্। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর উপরোক্ত কথা শুনে উবাইকে জানালে সে খুব অস্থির হয়ে পড়ে। সে লোকটিকে বললো: আল্লাহ্'র কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি তার মুখ থেকে এমন কথা শুনেছো? সে বললো: হ্যাঁ। তখন তার মনে এ কথা গেঁথে যায় যে, মুহাম্মাদ অবশ্যই আমাকে হত্যা করবে। কারণ, তারা জানতো, তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। 'উহুদের যুদ্ধে উবাই মুশ্রিকদের সাথে

রওয়ানা করলো। সে সুযোগ খুঁজছিলো নবী ﷺ কে হত্যা করার জন্য। এ দিকে জনৈক সাহাবী তার পথে বাধা সৃষ্টি করছিলেন। রাসূল ﷺ ব্যাপারটি দেখে নিজ সাহাবীগণকে বললেন: তোমরা তাকে বাধা দিও না। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁর বর্শাটি উবাইয়ের দিকে নিক্ষেপ করলে তা তার শিরস্ত্রানের বেল্টের নিচ ও বর্মের উপর দিয়ে গিয়ে তার গলায় লাগে। তাতে তার বেশি একটা রক্ত ক্ষরণ হয়নি বটে তবে তার পেটে রক্ত জমে যায়। তখন সে ষাঁড়ের ন্যায় চিৎকার দিতে থাকে। তখন তার সাথীরা এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তখনো সে চিৎকার দিতে থাকে। তারা বললো: তোমার কি হলো? তোমার তো বেশি কিছু হয়নি। শুধু একটু ক্ষত মাত্র। সে বললো: আল্লাহ্'র কসম! মুহাম্মাদ যদি একটু থুতুও মেরে থাকে তাহলেও আমি মরে যাবো। কারণ, সে বলেছে, বরং আমিই তাকে হত্যা করবো ইন্শাআল্লাহ্। আমার যা হয়েছে তা যদি যুল-মাজাযের লোকদের হতো তাহলে তারা এখনই মরে যেতো এবং এর একদিন পরই সে মারা যায়। আর তখন তার ব্যাপারেই নাযিল হয় সূরা ফুরক্বানের ২৭, ২৮ ও ২৯ নং আয়াতগুলো।

(আব্দুর রায্যাক: ৫/৩৫৫-৩৫৬)

একটি নিকৃষ্ট মজলিস:

এ হচ্ছে এমন একটি মজলিস যার লোকেরা সর্বদা অন্যকে সত্যের পথে উঠতে বাধা দিয়ে যাচ্ছে। কেউ সত্যের পথে আসতে চাইলে তাকে কঠিন শাস্তিরও হুমকি দিচ্ছে। যাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির থেকে গাফিল করে দিয়েছে। এমন মজলিস যার লোকেরা সর্বদা ক্ষতিগ্রস্তদেরই অনুসরণ করছে। এ হচ্ছে যালিম ও কাফিরদের মজলিস। যার পরিণতি হবে জাহান্নাম। যে মজলিসের একজন একদা মোসলমান হতে চাচ্ছিলো; অথচ তারা তাকে জাহান্নামের দিকেই ঠেলে দিলো। সে ছিলো রাসূল ﷺ এর চাচা আবু ত্বালিব। যে একদা রাসূল ﷺ এর পক্ষ গ্রহণ করার দরুন অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে। সে একদা রাসূল ﷺ সম্পর্কে বলে:

وَأَبْيَضَ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

يَلُوْذُ بِهِ الْهُلاَّكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ فَهُمْ عِنْدَهُ فِيْ نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ
كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ يُبْزَى مُحَمَّدٌ وَلَمَّا نُقَاتِلْ دُوْنَهُ وَنُنَاضِلِ
وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلاَئِلِ

"আর সেই ফরসা লোকটি যার অসীলায় বৃষ্টি কামনা করা হয়। উপরন্তু যে ইয়াতীমদের আশ্রয়স্থল ও বিধবাদের রক্ষক। বানু হাশিমের ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকরা যার আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর তারা তার নিকট নিয়ামত ও সম্মান পায়। তোমরা মিথ্যা বলেছো: আল্লাহ্'র ঘরের কসম! মোহাম্মদ একদা সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে। অথচ আমরা তাকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করবো না। আর তাকে আমরা তোমাদের হাতে সোপর্দ করবো যতক্ষণ না আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানকে ভুলে গিয়ে তার পাশে আহত হই"। (বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্: ৬/৯৩)

তার সম্পর্কে আরো বলা হয় সে একদা রাসূল ﷺ সম্পর্কে বলে:

وَاللهِ لَنْ يَصِلُوْا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُوَسَّدَ فِيْ التُّرَابِ دَفِيْناً

"আল্লাহ্'র কসম! কস্মিনকালেও তারা দলবল নিয়ে তোমার কাছে পৌঁছুতে পারবে না যতক্ষণ না আমাকে মাটির নিচে দাফন করা হয়"।
(ফাত্'হুল-বারী: ৭/১৯৪)

তার সম্পর্কে আরো বলা হয় সে একদা রাসূল ﷺ সম্পর্কে আরো বলে:

وَدَعَوْتَنِيْ وَعَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِيْناً

"তুমি একদা আমাকে তোমার ধর্মের দিকে আহ্বান করেছিলে; অথচ আমি জানি যে, তুমি নিশ্চয়ই সত্যবাদী। তুমি নিশ্চয়ই সত্য কথা বলেছো। আর ইতিপূর্বেও তুমি একজন আমানতদার হিসেবে পরিচিত ছিলে"। (ফাত্'হুল-বারী: ৭/১৯৬)

দেখুন, আবু ত্বালিবের মৃত্যুর সময়কার সেই করুণ অবস্থা! বস্তুতঃ তার বদ্‌কার সাথীরাই তার মৃত্যুর সেই কঠিনতর সময়ে তাকে ঈমানহারা হয়ে মরতে চরমভাবে উৎসাহিত করেছে।

মুসাইয়াব বিন্ 'হাযান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন আবু ত্বালিব মৃত্যু শয্যায় তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট এসে দেখতে পেলেন, তার পাশেই বসা আছে আবু জাহ্ল বিন্ হিশাম ও আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবু উমাইয়াহ্ বিন্ মুগীরাহ্ নামক তার বন্ধু ও সাথীদ্বয়। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

يَا عَمِّ! قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله .

"হে আমার চাচা! আপনি বলুন: একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ কালিমার সাক্ষী আমি নিজেই হবো"।

তখন তার সাথীদ্বয় বললো: হে আবু ত্বালিব! তুমি কি আব্দুল-মুত্ত্বালিবের ধর্ম পরিত্যাগ করছো? এভাবেই এক দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট উক্ত কালিমা উপস্থাপন করছেন আর অন্য দিকে তার সাথীদ্বয় তাদের উক্তিটি তাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। পরিশেষে আবু ত্বালিব সর্বশেষ যে কথাটি বললো তা হলো, সে আব্দুল-মুত্ত্বালিবের ধর্মের উপরই অটল। সে উক্ত কালিমা বলতে অস্বীকার করেছে। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ্'র কসম! আমি তোমার জন্য সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চেয়ে যাবো যতক্ষণ না আমাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣].

"নবী ও মু'মিনদের জন্য কখনো জায়িয হবে না মুশ্‌রিকদের জন্য আল্লাহ্'র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হোক না কেন। এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামী"। (তাওবাহ: ১১৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আবু ত্বালিব সম্পর্কে আরো নাযিল করেন:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص: ٥٦] .

"নিশ্চয়ই তুমি কাউকে ইচ্ছা করলেই হিদায়াত দিতে পারো না। বরং আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দিয়ে থাকেন। আর তিনি হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে ভালোই জানেন"।

(ক্বাস্বাস্ব: ৫৬) (বুখারী, হাদীস ১৩৬০, ৩৮৮৪ মুসলিম, হাদীস ২৪)

বন্ধুগণ! একটু লক্ষ্য করুন, কিভাবে আবু ত্বালিবের বদ্কার সাথীদ্বয় তাকে তার জীবদ্দশায় পথভ্রষ্ট করেছে। এমনকি পরিশেষে তারাই তাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার খাঁটি বান্দাহ্গণ এ জাতীয় বাতিল, শির্ক, মিথ্যা ও অপবাদের মজলিস থেকে সর্বদা নিজকে দূরে রাখে।

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣] .

"আর যারা অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলে"। (মু'মিনূন: ৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٥] .

"তারা যখন কোন নিরর্থক কথাবার্তা শুনে তখন তা থেকে দূরে থাকে এবং বলে: আমাদের আমল আমাদেরই জন্য আর তোমাদের আমল তোমাদেরই জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম রইলো। মূর্খদের সাথে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই"। (ক্বাসাস: ৫৫)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٢].

"আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না বা শির্কের মজলিসে উপস্থিত হয়

না। আর বেহুদা কর্মকাণ্ডের পাশ দিয়ে গেলে সসম্মানে পাশ কেটে চলে যায়"। (ফুরক্বান: ৭২)

তা হলে যে মজলিসগুলোতে শির্কের আলোচনা হয়। যাতে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্যকে ডাকা হয়। অন্যের ইবাদাত করা হয়। অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা হয়। এ জাতীয় মজলিস থেকে দূরে থাকা বাধ্যতামূলক। তবে আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারের কথা এবং তাঁর দেয়া সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য এমন মজলিসে কিছুক্ষণের জন্য বসা যেতে পারে।

তেমনিভাবে যে মজলিসে অনর্থক কথা আলোচিত হয় অথবা যে মজলিসে বসলে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য থেকে দূরে থাকতে হয় কিংবা গুনাহ্'র আশঙ্কা থাকে এমন মজলিস থেকেও দূরে থাকতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرۡضِي وَٰسِعَةٞ فَإِيَّٰيَ فَٱعۡبُدُونِ ٥٦ كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۖ ثُمَّ إِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ ٥٧ ﴾ [العنكبوت: ٥٦ – ٥٧].

"হে আমার মু'মিন বান্দাহ্রা! আমার যমীন তো প্রশস্তই। কাজেই তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদাত করো। প্রতিটি প্রাণ একদা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবেই। অতঃপর আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে"। ('আন্কাবূত: ৫৬-৫৭)

আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যাতে একজন মোসলমানের জন্য গুনাহ্'র স্থান ও গুনাহ্গার সাথী ছাড়া অতি সহজ হয়।

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ...

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অনর্থক কথা ও বেশি প্রশ্ন অপছন্দ করেন"। (বুখারী, হাদীস ৭২৯২ মুসলিম, হাদীস ৫৯৩, ১৩৪১)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন ভালো কথা বলে নয়তো চুপ থাকে"। (বুখারী, হাদীস ৬৪৭৫ মুসলিম, হাদীস ৪৭)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾[النساء: ١١٤] .

"তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ আছে সে ব্যক্তির মধ্যে যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মাঝে মিলমিশের আদেশ দেয়"। (নিসা': ১১৪)

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ صَمَتَ نَجَا .

"যে ব্যক্তি চুপ থাকে সে (অপরাধ ও ভুল থেকে) নিস্কৃতি পায়"।
(আহ্মাদ: ৩/১৫৮, ১৭৭ আব্দুবনু 'হুমাইদ, হাদীস ৩৪৫)

রাসূল ﷺ আরো বলেন:

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوْهِهِمْ فِيْ النَّارِ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ .

"মানুষের মুখের কামাইই একদা তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে"। (তিরমিযী, হাদীস ২৬১৬)

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِيْ الطُّرُقَاتِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ، قَالُوْا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ .

"তোমরা রাস্তায় বসা থেকে দূরে থাকো। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! রাস্তায় না বসা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। আমরা সেখানে বসে একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলি। তখন রাসূল ﷺ বললেন: যখন তোমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তখন তোমরা রাস্তার অধিকার আদায় করবে। সাহাবীগণ বললেন: রাস্তার অধিকার কি? তিনি বললেন: চোখকে নিম্নগামী করা, যে কোন কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া, সালামের উত্তর দেয়া, সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা"।

(বুখারী, হাদীস ২৪৬৫, ৬২২৯ মুসলিম, হাদীস ২১২১)

'আল্লামাহ্ ইব্নু হাজার আল-'আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এ ছাড়াও আরো কয়েকটি বর্ণনায় আরো কয়েকটি রাস্তার অধিকার বর্ণিত হয়েছে যা নিম্নরূপ:

وَفِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ طَلْحَةَ: وَحُسْنُ الْكَلاَمِ، وَفِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: وَإِرْشَادُ ابْنِ السَّبِيْلِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ، وَفِيْ حَدِيْثِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَ: وَتُغِيْثُوْا الْمَلْهُوْفَ وَتَهْدُوْا الضَّالَّ، وَفِيْ حَدِيْثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: اهْدُوْا السَّبِيْلَ، وَأَعِيْنُوْا الْمَظْلُوْمَ، وَأَفْشُوْا السَّلاَمَ، وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ: وَأَعِيْنُوْا عَلَى الْحَمُوْلَةِ، وَفِيْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عِنْدَ الْطَبَرَانِيِّ: وَذِكْرُ اللهِ كَثِيْراً، وَفِيْ حَدِيْثِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عِنْدَ الْطَبَرَانِيِّ: وَاهْدُوْا الْأَغْبِيَاءَ وَأَعِيْنُوْا الْمَظْلُوْمَ .

"আবু ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে রয়েছে, সুন্দর কথা বলা। আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে রয়েছে, পথিককে পথ দেখানো, কেউ হাঁচি দিয়ে "আল্'হাম্দুলিল্লাহ্" বললে "ইয়ার্'হামুকাল্লাহ্" বলে তার উত্তর দেয়া। ইমাম আবু দাউদ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, বিপদগ্রস্ত কে সাহায্য করা ও পথভ্রষ্টকে পথ দেখানো। ইমাম আহ্মাদ্ ও তিরমিযী বারা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, পথহারাকে পথ দেখানো,

মযলুমকে সাহায্য করা ও সালামের বিস্তার ঘটানো। ইমাম বায্যার আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, কারোর ভারি বোঝা উঠানোর কাজে সহযোগিতা করা। ইমাম ত্বাবারানী সাহ্ল বিন্ 'হুনাইফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, বেশি বেশি আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করা। ইমাম ত্বাবারানী ওয়াহ্শী বিন্ 'হারবের সূত্রে বর্ণনা করেন, বোকাকে পথ দেখানো এবং মযলুমকে সাহায্য করা"।

উপরোক্ত রাস্তার চৌদ্দটি অধিকারের কথা একত্রে নিচের কয়েকটি পংক্তিতে বর্ণিত হয়েছে:

جَمَعْتُ آدَابَ مَنْ رَامَ الْجُلُوْسَ عَلَى الـ ـطَّرِيْقِ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ إِنْسَانًا

أَفْشِ السَّلاَمَ فِيْ الْكَلاَمِ وَشَمْ مِتْ عَاطِسًا وَسَلاَمًا رَدِّ إِحْسَانًا

فِيْ الْحُمْلِ عَاوِنْ وَمَظْلُوْمًا أَعِنْ وَأَغِثْ لَهْفَانَ وَاهْدِ سَبِيْلاً وَاهْدِ حَيْرَانًا

بِالْعُرْفِ مُرْ وَانْهَ عَنْ نُكْرٍ وَكُفَّ أَذَى وَغُضَّ طَرْفًا وَأَكْثِرْ ذِكْرَ مَوْلاَنَا

"যে ব্যক্তি রাস্তায় বসতে চায় তার জন্য কিছু আদব আমি শ্রেষ্ঠ মানব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা থেকে সংগ্রহ করেছি। কথায় কথায় সালামের বিস্তার ঘটানো, হাঁচির উত্তর দেয়া, অনুগ্রহ করে যে কারোর সালামের উত্তর দেয়া, কারোর বোঝা উঠানোর কাজে সহযোগিতা করা, মযলুম ও বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, পথিক ও পথভ্রষ্টকে রাস্তা দেখানো, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ, যে কোন কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া, চোখকে নিম্নগামী করা ও বেশি বেশি আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করা"।

রাস্তায় বসার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এ জন্য যে, রাস্তায় যুবতী মেয়েরা চলাফেরা করলে তাদের দিকে চোখ গেলে যে কেউ ফিতনায় পড়তে পারে। কারণ, যে কোন মহিলা প্রয়োজনে যে কোন সময় রাস্তায় বের হতেই পারে। তেমনিভাবে রাস্তায় বসলে আল্লাহ্ তা'আলা ও মোসলমানদের যে কোন অধিকার খর্ব হতে পারে। যা ঘরে বসে থাকলে কিংবা যে কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে সাধারণত হয়ে উঠতো না। অনুরূপভাবে রাস্তায় বসলে অসৎ কাজ ও সৎ কাজে অবহেলা চোখে

পড়বেই। তখন তাকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবেই। তা না করলে সে গুনাহ্গার হবে। তেমনিভাব রাস্তায় বসে থাকলে বার বার সালামের উত্তর দেয়া তার জন্য কষ্টকর হবে। আর না দিলে সে গুনাহ্গার হবে।

আর মানুষ এ ব্যাপারে আদিষ্ট যে, সে ফিতনার সম্মুখীন হবে না। এমন কাজ সে নিজের উপর টেনে নিবে না যা সঠিকভাবে আদায় করা তার জন্য সহজেই সম্ভবপর নয়। এ জন্য শরীয়ত এ সব ঝামেলা থেকে মুক্তির জন্য যে কাউকে রাস্তায় বসতে নিষেধ করেছে। যখন সাহাবীগণ নিজেদের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ, এতে করে তাঁরা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে দ্বীন ও দুনিয়ার সকল ব্যাপার নিয়ে পরস্পর আলোচনা করার বিশেষ সুযোগ পায়। এমনকি তাঁরা পরস্পর হালাল বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের সকল দুঃখ ও ক্লান্তি দূর করতে পারে। তাই রাসূল ﷺ তাঁদেরকে রাস্তার ফিতনা থেকে বাঁচার কিছু উপায় বাতালেন।

সাথীর অনিষ্টের আরেকটি নমুনাঃ

তেমনিভাবে সম্রাট হিরাক্বলও একদা ঈমান আনতে চেয়েছিলো। সে এমনও আশা পোষণ করছিলো যে, সে যদি কখনো রাসূল ﷺ এর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলাগুলো ধুয়ে দিতে পারতো! কিন্তু তার খারাপ সাথীরা তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার পুরস্কারের উপর তার সাথীদের চাহিদাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। হিরাক্বল একদা আবু সুফ্ইয়ানকে রাসূল ﷺ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলো। আবু সুফ্ইয়ানের উত্তরগুলো শুনে সে নিশ্চিত হয়েছিলো যে, রাসূল ﷺ এর নবুওয়াত পাওয়ার ব্যাপারটি অকাট্য সত্য। এরপরও সে পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন সে তার ক্ষমতা এবং তার সভাসদবর্গ ও উপদেষ্টাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে। সে চেয়েছিলো, তার ক্ষমতা টিকে থাকুক এবং তার প্রতি সবাই সন্তুষ্ট থাকুক। তাই সে কুফরি করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

আবু সুফ্ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সম্রাট হিরাক্বল

একদা কুরাইশদের একটি দলসহ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। তিনি বলেন: হিরাক্বল আমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তার উত্তর শুনার পর সে তার অনুবাদককে বললো: তুমি ওকে বলো: আমি তাকে মুহাম্মাদের বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন সে বললো: সে তাদের মধ্যকার একজন বংশীয় লোক। আর এভাবেই রাসূলরা তাঁদের উন্নত বংশেই প্রেরিত হন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এমন কথা কি ইতিপূর্বে আর কেউ বলেছে? সে বললো: না, ইতিপূর্বে এ কথা আর কেউ বলেনি। তখন আমি বলেছি: যদি কেউ ইতিপূর্বে এ কথা বলে থাকতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম সে তারই অনুসরণ করছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার বাপ-দাদার কেউ রাষ্ট্রপতি ছিলো? সে বললো: না, তার বাপ-দাদার কেউ রাষ্ট্রপতি ছিলো না। তখন আমি বললাম: যদি তার বাপ-দাদার কেউ রাষ্ট্রপতি থাকতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম সে তার বাপ-দাদার রাষ্ট্র ফিরে পেতে চায়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমরা কি ইতিপূর্বে কখনো তাকে মিথ্যা বলতে দেখেছিলে? সে বললো: না, সে কখনো ইতিপূর্বে মিথ্যা বলেনি। তখন আমি বুঝলাম, সে কখনো মানুষের সাথে মিথ্যা বলেনি; অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মিথ্যা বলবে তা হতে পারে না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিশিষ্টজনরা তার অনুসরণ করছে না দুর্বলরা? সে বললো: দুর্বলরা তার অনুসরণ করছে। বস্তুতঃ তারাই তো হচ্ছে রাসূলগণের একান্ত অনুসারী। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাদের সংখ্যা কি দিন দিন কমছে না বাড়ছে? সে বললো: তারা দিন দিন সংখ্যায় বাড়ছে। বস্তুতঃ এভাবেই ঈমান ছড়িয়ে পড়ে ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেউ কি উক্ত ধর্ম গ্রহণ করার পর একদা বিরক্ত হয়ে তা ছেড়ে দিয়েছে তথা মুরতাদ্ হয়ে গিয়েছে? সে বললো: না, এমন হয়নি। বস্তুতঃ এভাবেই ঈমান যখন কারোর অন্তরে একবার ঢুকে যায় তখন তা আর সহজে বের হয় না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে কি ইতিমধ্যে কারোর সাথে গাদ্দারি করেছে? সে বললো: না, এমন কাজ সে কখনো করেনি। বস্তুতঃ এভাবেই রাসূলগণ কখনো কারোর সাথে গাদ্দারি করে না। আমি

তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে কি কি কাজের আদেশ করে? সে বললো: সে আল্লাহ্ তা'আলার একক ইবাদাত ও তাঁর সাথে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক না করতে আদেশ করে। উপরন্তু সে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করে। সে নামায, সত্যবাদিতা ও সাধুতার আদেশ করে। আমি বলেছি: তার এ সব কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে সে একদা আমার এ পায়ের নিচের জমিনটুকুরও মালিক হবে। আমি জানতাম, সে যে বের হবে। তবে এ ব্যাপারে আমার ধারণা ছিলো না যে, সে তোমাদের মধ্য থেকেই হবে। আমি যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হই যে, আমি তার কাছে পৌঁছুতে পারবো তাহলে আমি কষ্ট করে হলেও তার কাছে পৌঁছুবো। আর আমি তার কাছে পৌঁছুতে পারলে অবশ্যই তার পায়ের ধুলাবালিগুলো ধুয়ে দেবো।

এরপর হিরাক্বল রোমান বিশিষ্টজনদেরকে তার হিমস্বের বৈঠকখানায় একত্রিত করে দরোজাগুলো বন্ধ করে দিতে বললো। অতঃপর সে তাদের প্রতি খানিকটা উঁকি দিয়ে বললো: হে রোমানরা! তোমরা কি হিদায়াত ও সফলতা চাও। তোমরা কি চাও তোমাদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হোক তাহলে এ নবীর হাতে বায়'আত করো। এ কথা শুনে তারা হিংস্র গাধার ন্যায় দরোজার দিকে দৌড়ে গেলো। অথচ তা ইতিপূর্বেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যখন হিরাক্বল তাদের বিরক্তিভাব দেখলো এবং সে তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলো তখন সে তার পাহারাদারদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো: তোমরা তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে আসো। তারা ফিরে আসলে সে তাদেরকে বললো: আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে কথাটি বলে ধর্মের উপর তোমরা কতটুকু অবিচল তা পরীক্ষা করলাম। অতএব আমি তোমাদের কঠিন ধার্মিকতা দেখতে পেয়েছি। তখন তারা তাকে সাজ্দাহ্ করলো এবং তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলো। এটাই ছিলো হিরাক্বলের সর্বশেষ অবস্থা"।

(বুখারী, হাদীস ৭ মুসলিম, হাদীস ১৭৭৩)

এই যে দেখুন, একজন খারাপ সাথী তার অন্য সাথীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলো। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজ দয়ায় তাকে তা থেকে উদ্ধার করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ ﴾ [الصافات: ٥٠ – ٥٧]

"অতঃপর তারা পরস্পর মুখোমুখী হয়ে একে অপরের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করবে। তাদের একজন বলবে: দুনিয়ায় আমার একজন সাথী ছিলো। সে বলতো: তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আমরা যখন মরে গিয়ে মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হবো তখনো কি সত্যিই আমাদেরকে প্রতিদান তথা পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে? আল্লাহ্ বলবেন: তোমরা কি তাকে একটু উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? অতঃপর সে উঁকি দিয়ে তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। সে বলবে: আল্লাহ্'র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে? আমার প্রভুর অনুগ্রহ না হলে আমিও তো আজ জাহান্নামে হাজির করা লোকদের একজন হতাম"। (সাফ্ফাত: ৫০-৫৭)

'আল্লামাহ্ সা'দী এ আয়াতগুলোর তাফসীরে বলেন: যখন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের নিয়ামত তথা সুস্বাদু খাদ্য-পানীয়, সুন্দরী স্ত্রী ও সুন্দর বৈঠকখানা কর্তৃক তাদের খুশির পরিপূর্ণতার কথা উল্লেখ করলেন তখন তিনি তাদের গত জীবনের ব্যাপারসমূহ নিয়ে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আলোচনার কথাও উল্লেখ করলেন। তাদের একজন বললেন: আমার দুনিয়াতে একজন বন্ধু ছিলো যে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতো এমনকি আমি তাতে বিশ্বাসী বলে সে আমাকে তিরস্কার করতো। সে বলতো: কিভাবে তুমি এ অমূলক ব্যাপারটিকে বিশ্বাস করো। আমরা যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটি ও হাড্ডিতে রূপান্তরিত হবো তখনো কি আমাদেরকে আমলের প্রতিদান দেয়ার জন্য আবারো উঠানো হবে? জান্নাতী তার বন্ধুদেরকে বলবে: এ হচ্ছে আমার ও তার ঘটনা। আমি পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিলাম। আর সে ছিলো না। যখন আমরা মরে গেলাম এবং আমাদের পুনরুত্থান হলো তখন আমি জান্নাতে আসলাম।

আর সে জাহান্নামের দিকে চলে গেলো। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের খুশি আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য বলবেন: তোমরা কি তাকে দেখতে চাও? তারা সবাই রাজি হলে জান্নাতী তার সাথীকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখে সে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতাভরা কণ্ঠে বলবে: আল্লাহ্'র কসম! তুমি তো একদা আমার অন্তরে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে ধ্বংস করেই দিতে যদিনা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইসলামের উপর অটল না রাখতেন।

মনে রাখবেন কিছু কিছু সাথী এমন রয়েছে যে, সে তার সাথীদেরকে সরাসরি জাহান্নামের দিকেই ডাকে।

'হুযাইফাহ্ বিন্ ইয়ামা'ন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সবাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কল্যাণের কথাই জিজ্ঞাসা করতো। আর আমি তাঁকে সর্বদা অকল্যাণের কথাই জিজ্ঞাসা করতাম যাতে করে আমি একদা তাতে পতিত না হই। আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমরা তো একদা জাহিলিয়্যাত ও অকল্যাণে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একদা আমাদের নিকট সমূহ কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। কাজেই এরপর আর কোন অকল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আছে। আমি বললাম: সে অকল্যালের পর আর কোন কল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তবে তাতে কিছু ভেজাল বা গিল্টি আছে। আমি বললাম: ভেজালটা কি ধরনের? তিনি বললেন: এমন কিছু সম্প্রদায় জন্ম নিবে যারা আমার আদর্শে আদর্শবান হবে না এবং আমার আনীত হিদায়াতে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না। তাদের কিছু কর্মকাণ্ড তোমরা চিনবে আর কিছু চিনবে না। আমি বললাম: এরপরও কি আরো অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন:

نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ، فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ

تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْـمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ .

"হ্যাঁ। এমন কিছু লোক আসবে যারা জাহান্নামের দরোজায় দাঁড়িয়ে সবাইকে জাহান্নামের দিকেই ডাকবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামেই নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাদেরকে তাদের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন: হ্যাঁ। তারা আমাদের মধ্য থেকেই হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! এমন পরিস্থিতি হলে আপনি আমাকে কি করার পরামর্শ দিচ্ছেন? তিনি বললেন: তখন তোমরা মোসলমানদের জামাত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম: যদি তাদের কোন জামাত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন: তখন উপস্থিত সকল দলকেই পরিত্যাগ করবে। আর তুমি যদি তখন কোন গাছের গোড়া কামড়ে ধরে মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকতে পারো তা তোমার জন্য অনেক ভালো হবে"।

(বুখারী, হাদীস ৩৬০৬ মুসলিম, হাদীস ১৮৪৭)

২. একজন বদ্‌কার সাথী তার সাথীকে সর্বদা হারাম ও অবৈধ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। তার সাথীও তার মতো উক্ত কাজটি করুক তা সে পছন্দ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغۡوَيۡنَآ أَغۡوَيۡنَٰهُمۡ كَمَا غَوَيۡنَاۖ تَبَرَّأۡنَآ إِلَيۡكَۖ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعۡبُدُونَ ﴾ [القصص: ٦٣] .

"যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে তারা বলবে: হে আমাদের প্রভু! ওদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম। ওদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমনিভাবে আমরা নিজেও বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমরা আপনার কাছে দায়মুক্ত হচ্ছি। (কারণ, আমরা তাদেরকে জোর পূর্বক বিভ্রান্ত করিনি)। এরা তো আর আমাদের ইবাদাত করতো না"। (ক্বাসাস: ৬৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيۡلًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٢٧] .

"আল্লাহ্ তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান। আর কুপ্রবৃত্তির অনুসারীরা চায় তোমরা আল্লাহ্'র নিকট হতে দূর বহু দূর সরে যাও"। (নিসা': ২৭)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَدُّواْ مَا عَنِتُّمۡ ﴾ [آل عمران: ١١٨] .

"তারা কেবল তোমাদের দুর্ভোগ কামনা করে"। (আলি 'ইমরান: ১১৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۖ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴾ [البقرة: ١٠٩]

"অধিকাংশ আহ্লে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের নিকট সত্যটুকু সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তাদের অন্তরে লালিত হিংসা বশতঃ তারা এমন চায় যে, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবারও কুফরির দিকে ফিরিয়ে নিতে পারতো। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করো যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে নিজ ফায়সালা অবতীর্ণ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর অত্যন্ত ক্ষমতাশীল"। (বাক্বারাহ্: ১০৯)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمۡ عَن دِينِكُمۡ إِنِ ٱسۡتَطَٰعُواْ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

"তাদের যদি সাধ্যে কুলায় তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই

থাকবে যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের নিজ ধর্ম থেকে ফিরিয়ে না দেয়”। (বাক্বারাহ: ২১৭)

আল্লাহ্ তা’আলা আরো বলেন:

﴿ وَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٗ ﴾ [النساء: ٨٩].

“তারা এমন আশা করে যে, তারা যেমন নিজেরা কাফির তোমরাও যেন তাদের ন্যায় কাফির হয়ে যাও। যাতে তারা ও তোমরা সমান হয়ে যাও”। (নিসা’: ৮৯)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡ ﴾[البقرة: ١٢٠].

“ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনো তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম পালন করো”। (বাক্বারাহ: ১২০)

‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) বলেন:

وَدَّتِ الزَّانِيَةُ لَوْ زَنَى النِسَاءُ كُلُّهُنَّ .

“একজন ব্যভিচারিণী এমন আশা করে যে, যদি সকল মহিলা তার ন্যায় ব্যভিচার করতো”। (ফাতাওয়া/ইবনু তাইমিয়্যাহ্: ২৮/১৫০-১৫১)

এভাবেই প্রত্যেক চোর কামনা করে তার মতো সবাই চোর হয়ে যাক। মদ্যপায়ীরা চায় সবাই তার মতো মদ্যপায়ী হয়ে যাক।

‘আল্লামাহ্ ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর “ইস্তিক্বামাহ্” নামক কিতাবে কয়েকটি জিনিস উল্লেখ করার পর বলেন: এ ব্যাপারগুলোর কারণে মু’মিনদের সঙ্কট আরো বেড়ে যায়। কারণ, তারা মূলতঃ দু’টি জিনিসের মুখাপেক্ষী। তার একটি হচ্ছে, তাদের সমপর্যায়ের তথা তাদের বন্ধু ও সাথীদের যারা দ্বীন ও দুনিয়ার যে কোন ফিতনায় কবলিত তাদেরকে দেখে নিজেদের মধ্যে যেটুকু উক্ত কর্মের চাহিদা জন্ম নেয় তা শক্তিশালীভাবে প্রতিরোধ করা। কারণ, তাদের সাথেও তো নফস ও শয়তান রয়েছে যেমনিভাবে তা রয়েছে অন্যদের সাথে। তাহলে ফিতনায় কবলিত হওয়ার চাহিদা তো তাদের মধ্যে এমনিতেই

রয়েছে উপরন্তু তা তাদের সাথী ও বন্ধুদের মাঝে দেখতে পেলে তার চাহিদা আরো শক্তিশালী হয়। যা নিরেট বাস্তবতা বৈ কি।

তাইতো দেখা যায়, কিছু লোক এমন আছে যারা কল্যাণ ও অকল্যাণ কোন কিছু করারই আশা পোষণ করে না। তবে তারা নিজ বন্ধু ও সাথীদেরকে যা করতে দেখে তাই করে। কারণ, মানুষ হচ্ছে পাখির দলের মতো। পাখিদের যেমন একটার সাথে আরেকটির মিল রয়েছে তেমনিভাবে মানুষেরও একের সাথে অপরের মিল রয়েছে।

এ কারণেই তো শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রথম যে ব্যক্তি খারাপ কিংবা ভালো কাজ করে সে তার অনুসারীদের গুনাহ্ ও সাওয়াবের সমভাগী হয়।

জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনাহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা মরু এলাকার কিছু লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাক্ষাতে আসলো। তাদের গায়ে ছিলো বেড়ার পশমের পোশাক। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের দুরবস্থা দেখে সাহাবায়ে কিরামকে সাদাকা দানে উৎসাহিত করলেন। তবে তাঁরা সাদাকা দিতে একটু দেরি করছিলেন। তাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটু বিরক্তি বোধ করলেন যা তাঁর চেহারা মুবারকে ফুটে উঠলো। অতঃপর জনৈক আন্সারী সাহাবী এক ব্যাগ দিরহাম নিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর আরেকজন। এভাবে একের পর এক সাহাবী কিছুনা কিছু নিয়ে আসলেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারায় খুশিতে ফুটে উঠলো এবং তিনি বললেন:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ .

"যে ব্যক্তি সমাজে কোন ভালো কাজ চালু করলো সে তার সাওয়াব তো পাবেই বরং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার অনুসরণে আমলটি করবে তাদের সাওয়াবও সে পাবে। তবে অনুসারীদের সাওয়াবে কোন ধরনের ঘাটতি করা হবে না। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি সমাজে কোন খারাপ কাজ

চালু করলো সে তার গুনাহ্ তো পাবেই বরং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার অনুসরণে আমলটি করবে তাদের গুনাহ্ও সে পাবে। তবে অনুসারীদের গুনাহে কোন ধরনের ঘাটতি করা হবে না"। (মুসলিম, হাদীস ১০১৭)

আর তা এ জন্য যে, মৌলিকভাবেই তো সবাই উক্ত কাজের অংশীদার। আর এ কথা সবার জানা যে, কোন বস্তুর বিধান ও তার সমপর্যায়ের বস্তুর বিধান একই হয়ে থাকে। কারণ, সমপর্যায়ের সবাই একে অপরের প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়।

অতএব মানুষের নফ্স ও শয়তান যদি অপরাধ বা গুনাহ্'র শক্তিশালী দু'টি কারণ হয়ে থাকে তাহলে এর সাথে আরো বাড়তি দু'টি কারণও যদি একত্রিত হয় তখন ব্যাপারটি আরো জঘন্য হয়ে দাঁড়ায়।

আর তা এ জন্য যে, অধিকাংশ বাতিলপন্থীরা এমন লোকদেরকেই ভালোবাসে যারা তাদেরকে তাদের বাতিল কাজে সহযোগিতা করে। আর ওদেরকে তারা অপছন্দ করে যারা তাদেরকে তাদের বাতিল কাজে অসহযোগিতা করে। তারা দুনিয়ার যে কোন কাজে কিংবা তাদের যে কোন কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে এমন লোকদেরকেই চয়ন ও প্রাধান্য দিয়ে থাকে যারা তাদের কাজের বাস্তব অংশীদার। চাই সে অংশীদারিত্ব তাদের কাজে সরাসরি সহযোগিতার মাধ্যমেই হোক। যেমন: বিশেষ পদাধিকারী ও ডাকাতদল ইত্যাদি। অথবা সে অংশীদারিত্ব এমনিতেই তাদের কাজের সাথী হওয়ার ভিত্তিতেই হোক। যেমন: নেশাখোর ও মদ্যপায়ীর দল ইত্যাদি। কারণ, তারা এটা পছন্দ করে যে, অন্যরাও তাদের সাথে উক্ত নেশাকর দ্রব্য ব্যবহার করুক। অথবা সে অংশীদারিত্ব এ জন্যই হোক যে, তারা হিংসার দরুন সমাজের অন্যান্যরা ভালো থাকুক তারা তা পছন্দ করে না। যাতে করে ভালো লোকরা সমাজে বিশেষ সম্মানে ভূষিত না হয় কিংবা তাদের কাজের সাক্ষী না হয়। অথবা সে অংশীদারিত্ব এ জন্যই হোক যে, তারা এ ব্যাপারে ভয় পায় যে, এ ভালো লোকগুলো সুযোগ পেলেই আমাদেরকে শাস্তি দিবে অথবা শাস্তি দিতে পারে এমন লোককে বলে দিবে। অথবা তাদের নিকট নিচু ও দুর্বল হয়ে থাকতে হবে। আরো কত্তো কী?

আর এ অংশীদারিত্ব একই ক্ষেত্রে হোক যেমন: মদপান, মিথ্যা ও খারাপ আক্বীদার ব্যাপারে অংশীদারিত্ব। মদ্যপায়ী চায় অন্যরাও তার সাথেই মদ পান করুক। অথবা এ অংশীদারিত্ব ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রেই হোক যেমন: ব্যভিচার ও চুরির ব্যাপারে অংশীদারিত্ব। ব্যভিচারী চায় সবাই ব্যভিচার করুক। তবে সে যার সাথে ব্যভিচার করছে তার সাথে নয়। চোর চায় সবাই চুরি করুক। তবে সে যে জায়গা থেকে ও যার মাল চুরি করেছে সেখান থেকে নয়।

তাহলে অপরাধ বা গুনাহ্ সংঘটিত বা তার প্রতি অন্য কেউ উৎসাহিত হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে অপরাধীদের পাস্পরিক সাথীত্ব ও বন্ধুত্ব এবং আরেকটি কারণ হচ্ছে অপরাধীরা অন্যকে তাদের খারাপ কাজের অংশীদার হওয়ার আদেশ করে থাকে। এতে করে অপর ব্যক্তি যদি তাদের আদেশটুকু মেনে নেয় তাহলে তো তারা তার উপর অনেক খুশি। আর যদি সে তা না মানে তাহলে তারা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে ও তাকে হরেক রকমের কষ্ট দেয়। এমনকি তারা তাকে এমন কষ্ট দেয় যে, যা তাকে উক্ত কাজে বাধ্য করার শামিল বা তার নিকটবর্তী।

এরপর অপরাধীরা আবার যাদেরকে তাদের খারাপ কাজে অংশীদারিত্বের জন্য চয়ন করেছে অথবা আদেশ করেছে তারা যদি সে কাজে অপরাধীদের অংশীদার, সহযোগী ও অনুসারী হয়ে যায় তখন আবার অপরাধীরা ওদেরকে অবহেলা ও হীন চোখে দেখতে শুরু করে। তখন তারা তাদের অনুসারীদেরকে উক্ত কাজের দোহাই দিয়ে তাদের থেকে তারা আরো অন্যান্য কাজের অংশীদারিত্বও কামনা করে। যদি তারা সে কাজেও তাদের অংশীদার না হয় তখন আবার তারা ওদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং কষ্ট দেয়। এটাই হচ্ছে সকল শক্তিশালী যালিমের চরিত্র।

হুবহু এ ব্যাপারটি ভালো কাজেও পাওয়া যায় বরং তা আরো ভালোভাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] .

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্কে আরো বেশি ভালোবাসে"।

(বাক্বারাহ্: ১৬৫)

আর এ কথাও নিশ্চিত সত্য যে, অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণের চাহিদা বেশি শক্তিশালী। কারণ, মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে এমনিতেই ঈমান, ধর্মীয় জ্ঞান, ইনসাফ, সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতার চাহিদা রয়েছে। এরপর আবার সে যদি তার সাথী ও বন্ধুকে এ জাতীয় কোন ভালো কাজ করতে দেখে তখন তার মধ্যে সে কাজের চাহিদা আরেকটু বেড়ে যায়। বরং কখনো এ ব্যাপারে কিছু কিছু লোককে প্রতিযোগিতা করতেও দেখা যায়। এমন হলে সত্যিই তা প্রশংসনীয়। এর পাশাপাশি সে যদি এমন কোন ঈমানদার ও নেককার লোকও পেয়ে যায় যে উক্ত কাজে তাকে অংশীদার ও সহযোগী হিসেবে পেলে অত্যন্ত খুশি এবং না পেলে অত্যন্ত রাগান্বিত হয় তাহলে তার মধ্যে সে কাজ করার চাহিদা আরো বেড়ে যায়। উপরন্তু সে যদি এমন কোন ঈমানদার ও নেককার লোকও পেয়ে যায় যে তাকে উক্ত কাজের আদেশ করে এবং তা করলে তার সাথে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখে এবং না করলে তার সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করে বরং পারলে তাকে এ জন্য শাস্তিও দেয় তাহলে তার মধ্যে এ কাজের আগ্রহ আরো বেড়ে যায়।

এ জন্যই শরীয়তে মু'মিনদেরকে নেককাজের মাধ্যমে গুনাহ্'র মোকাবিলা করতে আদেশ করা হয়। যেমনিভাবে ডাক্তার যে কোন রোগের চিকিৎসা তার বিপরীতটি দিয়েই করে থাকে। তাই একজন মু'মিনকে নিজের মধ্যে গুনাহ্'র প্রতি উৎসাহ ও নেকের প্রতি নিরুৎসাহ থাকা সত্ত্বেও নেককাজ করা ও বদকাজ ছাড়ার মাধ্যমে তাকে নিজের নফ্সের ইসলাহ্ করার আদেশ করা হয়। তাহলে এখানে পাওয়া গেলো সর্বমোট চারটি জিনিস।

তেমনিভাবে তাকে সাধ্যমতো এ চারটি জিনিসের মাধ্যমেই অন্যকে ইসলাহের চেষ্টা করার আদেশ করা হয়েছে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣ ﴾ [العصر: ١ – ٣]

"সময়ের কসম! মানুষ বলতেই সে নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের ও তার উপর ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়"। ('আস্‌র: ১-৩)

৩. একজন সাথী তার নিজস্ব স্বভাবগতভাবেই সে তার সাথীর সকল কর্মকাণ্ড, আচার-ব্যবহার ও চাল-চরিত্রে দ্রুত প্রভাবিত হয়। সে এমনিতেই তথা তার নিজস্ব উদ্যোগেই সে সার্বিকভাবে তার ঘনিষ্ঠ সাথীর মতোই হতে চায়। তাই সে তার নিজস্ব চাল-চলনে, কাজকর্মে ও চরিত্র-বিশ্বাসে তথা সকল বিষয়েই তার সাথীর একান্ত অনুকরণ করে থাকে।

এ জন্যই নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

الْـمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ .

"একজন ব্যক্তি স্বভাবতই তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ধর্মই অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ কার সাথে বন্ধুত্ব করছে তা যেন সে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে"।

(আহমাদ: ২/৩০৩ তিরমিযী, হাদীস ২৩৭৮ বাগাওয়ী: ১৩/৭০ 'আলায়ী, হাদীস ১১)

অতএব কারোর সাথী যদি খারাপ হয় তাহলে সেও ধীরে ধীরে তার ন্যায় খারাপ হয়ে যাবে।

এ জন্যই জনৈক বিদ্বান বলেছেন:

إِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ الشِّرِّيْرِ فَإِنَّ طَبْعَكَ يَسْرِقُ مِنْ طَبْعِهِ وَأَنْتَ لاَ تَدْرِيْ .

"তুমি নিকৃষ্ট কারোর সাথে উঠাবসা করার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে। কারণ, তোমার স্বভাব তার স্বভাব চুরি করবে; অথচ তুমি এতটুকুও টের পাবে না"। (আয্‌যারী'আহ্ ইলা-মাকারিমিশ-শারী'আহ্/আস্‌বাহানী: ১৯৩)

শাইখুল-ইসলাম ইব্‌নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর "ইক্বতিযাউস-সিরাতিল-মুস্তাক্বীম" কিতাবে লিখেন: বাহ্যিক বেশভূষায় এক হওয়া দু'জনের মাঝে সাদৃশ্য ও মিলের জন্ম দেয়। যা ধীরে ধীরে চরিত্র ও কাজকর্মে দু'জনকে একই করে তোলে। এটি একটি সুস্পষ্ট ব্যাপার যা কেউ কখনো অস্বীকার করতে পারে না। তাইতো জ্ঞানীদের লেবাসধারী কিছু না কিছু হলেও নিজের মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা অনুভব করে।

সৈনিকের লেবাসধারী কিছু না কিছু হলেও নিজের মধ্যে সৈনিকের স্বভাব দেখতে পায়। এমনকি তার মনও স্বাভাবিকভাবেই সে দিকেই ধাবিত হয় যদি তাতে কোন সমস্যা না থাকে।

তিনি আরো বলেন: আর তা এ জন্য যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানকে এমনকি তাঁর সকল সৃষ্টিকে সাদৃশ্যপূর্ণ দু'টি জিনিসের মাঝে পরস্পর মিল ও ভাব বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর এ সাদৃশ্য যতোই বাড়বে ততোই উক্ত জিনিসদ্বয়ের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও চাল-চরিত্র একই ধরনের হবে। এমনকি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গড়াবে যে, সাধারণ দৃষ্টিতে কেউ উভয়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারবে না।

যখন সৃষ্টিগতভাবে একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষের নিকটতম সম্পর্ক তখন তাদের মাঝে ভাব বিনিময় ও মিল সর্বাধিক হবে। আর যখন মানুষ ও অন্যান্য পশু সৃষ্টিগতভাবে একে অপরের দূর সম্পর্কের তখন তাদের মাঝে ভাব বিনিময় ও মিল আরেকটু কম হবে। তেমনিভাবে মানুষ ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সৃষ্টিগতভাবে একে অপরের আরো দূর সম্পর্কের তখন তাদের মাঝে ভাব বিনিময় ও মিল আরো কম হবে। তাই বুঝা গেলো সৃষ্টিগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই পরস্পরের মাঝে ভাব বিনিময় ও মিল নির্ণিত হয়।

আর এ সৃষ্টিগত মিলের কারণেই পাশাপাশি অবস্থান করলে মানুষ মানুষ কর্তৃক দ্রুত প্রভাবিত হয়। তেমনিভাবে মানুষ ও পশুর পাশাপাশি অবস্থানের দরুন মানুষ পশুর কিছু না কিছু চরিত্র ধারণ করে। তাইতো দেখা যায় উটওয়ালাদের মাঝে গর্ব ও অহংকার। ছাগলওয়ালাদের মাঝে স্বস্তি ও প্রশান্তি। এ জন্যই উট, খচ্চর ও কুকুরওয়ালাদের মাঝে সে পশুগুলোর কিছু খারাপ চরিত্রও পাওয়া যায়। ঠিক এরই বিপরীতে গৃহপালিত পশুর মাঝে কিছু না কিছু মানুষের স্বভাবও দেখতে পাওয়া যায়।

তাই বলতে হয়, পরস্পরের মাঝে প্রকাশ্য মিল ধীরে ধীরে উভয়ের মাঝে ভেতরগত মিলের দিকে নিয়ে যায়। তাই আমরা দেখতে পাই, যে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা মোসলমানদের সাথে দীর্ঘদিন বসবাস করে তাদের মাঝে তুলনামূলকভাবে কুফরি কম থাকে। ঠিক এরই বিপরীতে যে মোসলমানরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে দীর্ঘদিন বসবাস করে তাদের

ঈমান ও আমল তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়।

তেমনিভাবে সময় ও জায়গার বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও যে কারোর সাথে বাহ্যিক মিল তার সাথে আন্তরিক মিলের দিকে নিয়ে যায়। যা একান্ত সত্য। তাই ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ঈদ উদ্‌যাপনে তাদের সাথে মোসলমানদের একাত্মতা চারিত্রিকভাবেও তারা পরস্পর একে অপর কর্তৃক প্রভাবিত হওয়ার দিকে দ্রুত ধাবিত করে। এ জন্যই তা করা হারাম।

তিনি আরো বলেন: দু' জনের মাঝে বাহ্যিক মিল তাদের মাঝে আন্তরিক ভালোবাসারও জন্ম দেয়। যেমনিভাবে দু' জনের মধ্যকার আন্তরিক ভালোবাসা তাদের মাঝে বাহ্যিক মিলও সৃষ্টি করে। তা সবার দেখা ও পরীক্ষিত। তাইতো একই এলাকার দু' জন পরদেশে একত্রে বসবাস করলে তাতে এক অভূতপূর্ব ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। যদিও তারা নিজ নিজ এলাকায় একে অপরের পরিচিত ছিলো না কিংবা শত্রু ছিলো। আর তা এ জন্য যে, পরদেশে থাকাবস্থায় তাদের দু'জনের দেশ এক হওয়াই তাদের মধ্যকার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা দু'জনকে একেবারে কাছাকাছি করে নেয়। তেমনিভাবে সফরে বা পরদেশে দু'জনের পাগড়ি, পোশাক, চুল ও বাহন ইত্যাদি এক হলে তাদের মাঝে যে ভালোবাসা বা নৈকট্য সৃষ্টি হয় তা অন্য দু'জনের মধ্যে সহজে হয়ে উঠে না। অনুরূপভাবে দুনিয়ার যে কোন পেশায় দু'জন এক হলে তাদের মাঝে যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় তা অন্য দু'জনের মাঝে সহজে হয়ে উঠে না। এমনকি তা কখনো কখনো ধর্ম ও দেশের অমিলকেও মিলিয়ে দেয়। তেমনিভাবে দুনিয়ার প্রশাসকরা যদিও তাদের দেশ ও প্রশাসন ভিন্ন হোক না কেন তাদের মাঝে ধীরে ধীরে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে যা অন্যদের মাঝে সাধারণত গড়ে উঠে না। এ সব হচ্ছে স্বভাব ও চাহিদার মিল যদি না ধর্ম ও অন্য কোন বিশেষ কারণ তাদের মাঝে কোন ফাটল না ধরায়।

৪. একজন বদ্‌কারের সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই গুনাহ্'র কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। চাই উক্ত গুনাহ্‌টি প্রকাশ্য হোক অথবা অপ্রকাশ্য। যা সে সংঘটন করছে বলে আপনি ইতিপূর্ব থেকেই জানেন। অতএব বদ্‌কারের

সাক্ষাতে আপনার অন্তরে সত্যিই গুনাহ্'র চাহিদা উঁকি মারবে। যদিও আপনি ইতিপূর্বে তা থেকে গাফিল ও অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যেমনিভাবে কোন নেককারের সাক্ষাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যিনি তাকে উক্ত নেক কাজ করার তাওফীক্ব দিয়েছেন তেমনিভাবে কোন বদ্কারের সাক্ষাৎ শয়তানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাকে উক্ত গুনাহ্'র দিকে টেনে নিয়েছে।

'আল্লামাহ্ রাগিব আস্ব্বাহানী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

وَلَيْسَ إِعْدَاءُ الْجَلِيْسِ جَلِيْسَهُ خَلْفَهُ بِمَقَالِهِ وَفِعَالِهِ فَقَطْ، بَلْ وَبِالنَّظْرِ إِلَيْهِ، فَالنَّظْرُ فِيْ الصُّوَرِ يُؤَثِّرُ فِيْ النُّفُوْسِ أَخْلاَقاً مُنَاسِبَةً إِلَى خُلُقِ الْمَنْظُوْرِ إِلَيْهِ .

"কারোর সাথী কর্তৃক সে প্রভাবিত হওয়া শুধু কথা ও কাজেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা তার প্রতি সামান্যটুকু দৃষ্টি ক্ষেপণ পর্যন্তও পরিব্যাপ্ত। কারণ, এ কথা সত্য যে, কোন ছবির প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে তার মধ্যকার চরিত্র দৃষ্টি ক্ষেপণকারীর অন্তরকে চারিত্রিকভাবে প্রভাবিত করে"। (আয্যারী'আহ্ ইলা-মাকারিমিশ-শারী'আহ্/আস্ব্বাহানী: ১৯৩)

এমনকি বদ্কারদের সাথে উঠাবসা অপরাধ জগতে প্রতিযোগিতার মানসিকতাও সৃষ্টি করে।

৫. একজন বদ্কার সাথী পর্যায়ক্রমে আপনাকে এমন আরো অনেক বদ্কারের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিবে যারা হয়তো-বা তার চাইতেও আরো নিকৃষ্ট। যাদের সাথে পরিচয় হওয়া হয়তো-বা আপনার জন্য কখনো কাল হয়ে দাঁড়াবে।

৬. একজন বদ্কার সাথী কখনো আপনার মধ্যকার দোষগুলো আপনাকে ধরিয়ে দিবে না। বরং সে আপনার দোষগুলোকে আপনার চোখের আড়াল করে রাখবে। এমনকি প্রয়োজনে সে আপনার দোষগুলোকে আপনার সামনে অতি সুন্দরভাবেই উপস্থাপন করবে। বরং সে আপনার অন্তরে গুনাহ্'র যে কুপ্রভাব পড়ছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে আপনি যে অবহেলা করছেন তা আপনার চোখে গৌণ করে দেখাবে।

৭. একজন বদ্‌কার সাথী আপনাকে নেককারদের সাথে উঠাবসা করা থেকে বঞ্চিত করবে। কারণ, আপনি তার সাথে নিজ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করায় ব্যস্ত থাকার দরুন নেককারদের সাথে সাক্ষাতের কোন সময়ই পাবেন না। অথবা আপনার খারাপ সাথীই আপনাকে নেককারদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধা সৃষ্টি করবে। অথবা বদ্‌কারের সাথে চলার দরুন আপনি এমনিতেই মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বেন। তখন আর আপনি নেককারদের সাথে সাক্ষাতের সাহসই পাবেন না। আর এভাবেই আপনি ধীরে ধীরে বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন।

৮. কেউ কোন বদ্‌কারের সাথে উঠাবসা করলে সে স্বভাবতই নিজ দোষগুলোকে তার সাথীর দোষগুলোর সাথে তুলনা করে দেখবে। আর তখন তার গুনাহ্‌গুলো তার বদ্‌কার সাথীর গুনাহ্‌'র তুলনায় কম মনে হবে। আর এভাবেই সে একদা হঠকারিতা, ভ্রষ্টতা ও নেক আমলে অবহেলার প্রতি দ্রুত অগ্রসর হবে। অন্ততপক্ষে কখনো কখনো সে নিজ আমলকে তার সাথীর তুলনায় বেশি মনে করে নিজের মধ্যে অহঙ্কার বোধ করবে। আর এ অহংবোধ সত্যিই এক সর্বনাশা ব্যাধি।

তাই দেখা যায়, কোন ধূমপায়ী যদি কখনো কোন নেককারদের পরিবেশে থাকে যারা কখনো ধূমপানের নিকবর্তীও হয় না বরং ধূমপানে কষ্ট পায় তখন সে তাদের সম্মুখে নিজকে তার মাঝে ধূমপানের অভ্যাস থাকার দরুন খুব ছোট ও লজ্জিত মনে করে। ঠিক এরই বিপরীতে সে লোকটি যখন মদ্যপায়ীদের আড্ডায় বসে তখন সে নিজকে কোন অপরাধীই মনে করে না।

তেমনিভাবে কেউ ভালো ও নেককারদের পরিবেশে কোন বেগানা মহিলাকে হঠাৎ চুমু দিয়ে বসলে সে খুব লজ্জিত ও আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সে জন্য ইস্তিগ্‌ফার করতে দ্রুত উদ্বুদ্ধ হয়। ঠিক এরই বিপরীতে সে লোকটি ব্যভিচারীদের আড্ডায় বসলে এবং ধারাবাহিক তাদের ব্যভিচারের গল্প শুনলে সে নিজকে কোন অপরাধীই মনে করবে না।

'হুযাইফাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِيْ أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ .

"তোমরা এমন কিছু বদ্আমল করছো যা তোমাদের চোখে চুলের চেয়েও নগণ্য। অথচ আমারা সেগুলোকে রাসূল ﷺ এর যুগে ধ্বংসাত্মক আমল বলে মনে করতাম"। (বুখারী, হাদীস ৬৪৯৪)

এ জন্যই যারা কাফির রাষ্ট্রে সফর করে নিজ মুসলিম এলাকায় ফিরে আসে তখন সে নিজ এলাকার অপকর্মগুলোকে কাফির রাষ্ট্রের অপকর্মের তুলনায় খুব সামান্যই মনে করে। তখন তার অন্তরে সমাজ পরিবর্তনের চেতনা একেবারে লোপ পায়। তাই সে আর এ সমস্ত খারাপ কাজে বাধা দেয়ার কোন মানসিকতাই পোষণ করে না।

৯. বদ্কারদের সাথে উঠাবসা করলে যে কোন হারাম ও গুনাহ্'র কাজে লিপ্ত হওয়া আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। যেমন: পরদোষ চর্চা, চুগলি, মিথ্যা, লা'নত ইত্যাদি। কারণ, আপনি এ গুনাহ্গুলো চর্চায় তাদের সমর্থন করবেন। না তাদের সাথে থেকেই এগুলোর প্রতি অসমর্থন জানাবেন। উভয় ক্ষেত্রেই আপনি পাপী। কারণ, কোন গুনাহ্'র প্রতি অসমর্থন জানানোর পরও কোন মজলিসে উক্ত গুনাহ্'র কাজ চলতে থাকলে আপনাকে অবশ্যই সে মজলিস পরিত্যাগ করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

"যখন তোমরা ওদেরকে দেখবে যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাস করছে তখন তাদের থেকে তুমি কেটে পড়ো। যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত হয়। আর যখন শয়তান তোমাকে (আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত আদেশ) ভুলিয়ে দেয় তখন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই আর এ যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না"। (আন্'আম: ৬৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ

ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠].

"এ কুর'আনে তিনি তোমাদের উপর এ কথা নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ্'র আয়াতের প্রতি কুফরি ও ঠাট্টা করা হচ্ছে তখন তোমরা এ জাতীয় লোকদের সাথে আর বসবে না যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনায় মনোযোগী হয়। নচেৎ তোমরা তাদের মতোই অপরাধী হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুনাফিক ও কাফিরদের সবাইকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন"। (নিসা': ১৪০)

১০. বদ্কারদের সাথে বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যে কোন স্বার্থহানী ও সাধারণ দ্বন্দ্বে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। বরং কখনো কখনো এমনিতেই পরস্পরের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি তারা বিপদের সময় কেটে পড়ে। সামনে আসলে আপনার প্রশংসা করবে। পেছনে গেলে বদ্নাম করবে। এমনকি তারা আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার পরিবারবর্গের অনিষ্টও সাধন করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا۟ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا۟ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٢﴾ ﴾ [الحشر: ١١ – ١٢]

"তুমি কি মুনাফিকদের ব্যাপারটি খেয়াল করোনি? তারা তাদের আহ্লে কিতাব কাফির ভাইদেরকে বলেছিলো: তোমাদেরকে যদি এ এলাকা থেকে বের করে দেয়া হয় তা হলে আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাবো এবং তোমাদের ব্যাপারে কস্মিনকালেও আমরা কারোর কথা শুনবো না। আর যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হয় তা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো। আল্লাহ্ এ ব্যাপারে সাক্ষী, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যুক। বস্তুতঃ তাদেরকে এ এলাকা থেকে বের

করে দেয়া হলেও এরা তাদের সাথে বের হবে না। তাদের সাথে যুদ্ধ করা হলেও এরা কখনোই তাদের সাহায্য করবে না। এমনকি তারা সাহায্য করতে গেলেও সময় মতো অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। অতঃপর তাদেরকে আর কোন সাহায্যই করা হবে না"। ('হাশ্‌র: ১১-১২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِۚ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١١٩].

"যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে: আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি গোস্বায় নিজেদের আঙ্গুলের মাথা কামড়াতে থাকে। তুমি তাদেরকে বলে দাও: তোমরা নিজেদের গোস্বার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা ভালোভাবেই জানেন"। (আলি-'ইমরান: ১১৯)

﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ [البقرة: ١٤].

"যখন তারা মু'মিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে: আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে তাদের শয়তান লিডারদের সাথে একত্রিত হয় তখন বলে: আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। মূলতঃ আমরা তাদের সাথে শুধু ঠাট্টা-তামাশা করছি মাত্র"। (বাক্বারাহ্: ১৪)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

تَجِدُوْنَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.

"তোমরা দোমুখো মানুষকে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবেই পাবে। যে এদের কাছে এক কথা বলবে। আবার অন্যের কাছে আরেক কথা"।

(বুখারী, হাদীস ৩৪৯৩ মুসলিম, হাদীস ২৫২৬)

প্রিয় ভাইয়েরা! দেখুন, মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাই বিন্ সালূল উ'হুদের যুদ্ধকালীন সময় এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে রাসূল এর সহযোগিতা থেকে কেটে পড়লো।

যায়েদ বিন্ সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উ'হুদের যুদ্ধের জন্য বের হলেন তখন কিছু সংখ্যক লোক পথিমধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে উল্টো ঘরের দিকে ফিরে আসলো। তখন সাহাবায়ে কিরাম তাদের ব্যাপারে দু' ভাগ হয়ে গেলেন। কেউ বললেন: আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আবার কেউ বললেন: না, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন:

﴿ فَمَا لَكُمۡ فِي ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيۡنِ وَٱللَّهُ أَرۡكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهۡدُواْ مَنۡ أَضَلَّ ٱللَّهُۖ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلٗا ﴾ [النساء: ٨٨] .

"তোমাদের কি হলো! তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু' দলে বিভক্ত হয়ে গেলে কেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাদের পূর্ব অসৎ কার্যকলাপের দরুন তাদেরকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তোমরা কি তাকে সুপথ দেখাতে চাও? মূলতঃ আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কখনো তুমি সুপথ খুঁজে পাবে না"। (নিসা': ৮৮)

এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِيْ الذُّنُوْبَ، كَمَا تَنْفِيْ النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ .

"নিশ্চয়ই এটা (মদীনা) একটি পবিত্র ভূমি। তা গুনাহ্গুলো দূর করে দেয় যেমনিভাবে আগুন দূর করে রুপার ময়লা"।

(বুখারী, হাদীস ৪০৫০ মুসলিম, হাদীস ২৭৭৬)

হাফিয ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর কিতাব ফাত্'হুল-বারীতে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: যে লোকগুলো ফিরে গেছে তারা হলো আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাই ও তার সাথীরা। যা মূসা বিন্ 'উক্বাহ্'র বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাইয়ের মত

ছিলো রাসূল ﷺ মতের অনুরূপ। তথা মদীনায় অবস্থান করেই শত্রুর মুকাবিলা করা হবে। তবে সাহাবীগণের কেউ কেউ রাসূল ﷺ কে মদীনা থেকে বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আর নবী ﷺ তাই মেনে নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে পড়লেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাই তার সাথীদেরকে বললো: তিনি পরিশেষে তাদের কথাই শুনলেন। আর আমার কথা এতটুকুও শুনেননি। তাহলে আমরা কেন নিজকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজকে নিজেই হত্যা করবো। এ বলে সে এক তৃতীয়াংশ মানুষ নিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা করলো।

ইব্নু ইস'হাক্ব তাঁর বর্ণনায় বলেন: অতঃপর জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'হারাম খায্রাজী (আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাইও খায্রাজী ছিলো) আল্লাহ্ তা'আলার কসম দিয়ে তাদেরকে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু তারা তা শুনেনি। তখন তিনি বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর রহ্মত থেকে বঞ্চিত করুন।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মু'তায্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

إِخْوَانُ السُّوْءِ يَنْصَرِفُوْنَ عِنْدَ النَّكْبَةِ، وَيُقْبِلُوْنَ مَعَ النِّعْمَةِ .

"খারাপ সাথীরা বিপদের সময় কেটে পড়ে এবং নিয়ামতের সময় ঝুঁকে পড়ে"। (কিতাবুল-'উয্লাহ্/খাত্বাবী: ১৯৪)

'আলী বিন্ দাঊদ্ আর-রিক্বক্বী বলেন:

كُلُّ مَنْ لاَ يُؤَاخِيْكَ فِيْ اللهِ فَلاَ تَرْجُ أَنْ يَدُوْمَ إِخَاؤُهُ

إِنَّ خَيْرَ الْإِخْوَانِ مَنْ كَانَ فِيْ اللهِ لَهُ دَامَ وُدُّهُ وَصَفَاؤُهُ

"যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য আপনার সাথে বন্ধুত্ব করবে না তার বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব আপনি আসা করতে পারেন না। নিশ্চয়ই আপনার শ্রেষ্ঠ বন্ধু সেই যে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য আপনার সাথে বন্ধুত্ব করেছে। তার বন্ধুত্ব ও স্বচ্ছতা আপনার জন্য চিরস্থায়ী হবে"। (কিতাবুল-মুতা'হাব্বীনা ফিল্লাহি: ৩৭)

আবুল 'হাসান আত-তিহামী বলেন:

شَـــيْئَانِ يَنْقَـــشِعَانِ أَوَّلَ وَهْلَـــةٍ ظِـــلُّ الـــشَّبَابِ وَخُلَّـــةُ الْأَشْرَارِ

"দু'টি বস্তু খুব দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। একটি হলো যৌবনের ছায়া। আরেকটি হচ্ছে নিকৃষ্ট লোকদের বন্ধুত্ব"।

(দিওয়ানু আবিল-'হাসান আত-তিহামী: ৩১৫)

জনৈক বিদ্বানের আংটিতে লেখা ছিলো:

مَنْ وَدَّكَ لِأَمْرٍ وَلَّى مَعَ انْقِضَائِهِ .

"যে ব্যক্তি আপনার সাথে দুনিয়ার কোন ব্যাপার নিয়ে বন্ধুত্ব করেছে তার বন্ধুত্ব সে ব্যাপারটি ফুরিয়ে গেলে শেষ হয়ে যাবে"।

(কিতাবুল-'উয্লাহ্/খাত্বাবী: ১৫১)

'আল্লামাহ্ ইব্নু 'হিব্বান (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

الْعَاقِلُ لاَ يُصَاحِبُ الْأَشْرَارَ، لِأَنَّ صُحْبَةَ صَاحِبِ السُّوْءِ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، تُعْقِبُ الضَّغَائِنَ، لاَ يَسْتَقِيْمُ وُدُّهُ، وَلاَ يَفِيْ بِعَهْدِهِ .

"একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিকৃষ্টদের সাথে কখনো বন্ধুত্ব করে না। কারণ, কোন নিকৃষ্ট লোকের সাথে বন্ধুত্ব যেন আগুনের একটি টুকরো। যার পরিশেষে যাবতীয় বিদ্বেষ। তার বন্ধুত্ব কখনো স্থির হয় না। সে কখনো ওয়াদা রক্ষা করে না"। (রাওযাতুল-'উক্বালা': ১০১)

ইমাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "মানুষ যখন একে অপরকে কোন গুনাহ্ ও যুলুমের কাজে সহযোগিতা করে তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের শত্রুতা সৃষ্টি হয়। যদিও তারা কাজটি পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই করে থাকুক না কেন। ত্বাঊস্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া দু' ব্যক্তি পরস্পর একত্রিত হলে অত্যন্ত কঠোরতা নিয়েই তা একদিন বিচ্ছিন্ন হবে।" অতএব কোন বন্ধুত্ব যখন পরস্পরের স্বার্থের ভিত্তিতে না হয় তখন তার পরিণতি অবশ্যই শত্রুতায় রূপান্তরিত হবে। আর পরস্পরের স্বার্থ তখনই রক্ষা পাবে যখন তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই হবে। সুতরাং উভয় জনের যে কেউই অন্যের চাহিদার ভিত্তিতেই তার সহযোগিতা করুক না কেন এবং অন্যের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই তার সহযোগিতা নিয়ে

থাকুক না কেন এ সন্তুষ্টির কোন গুরুত্বই নেই। বরং তা পরিশেষে শত্রুতা, বিদ্বেষ ও লা'নতে রূপান্তরিত হবে। একদা একে অপরকে বলবে: তুমি যদি এ কাজে আমার সাথী না হতে তাহলে আমি উক্ত কাজটি করতাম না। অতএব আমার ধ্বংসটুকু আমি ও তোমার কারণেই হয়েছে। (ফাতাওয়া: ১৫/১২৮-১২৯)

১১. বদ্‌কারদের সাথে বন্ধুত্ব দুনিয়াতে স্থায়ী হলেও পরকালে তা দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। বরং তা শত্রুতা ও বিদ্বেষে পরিণত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلۡأَخِلَّآءُ يَوۡمَئِذِۭ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلۡمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧].

"বন্ধুগণ সে দিন তথা কিয়ামতের দিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। তবে মুত্তাক্বীরা ছাড়া"। (যুখ্‌রুফ: ৬৭)

উক্ত সখ্যতা ও বন্ধুত্ব দ্রুত শত্রুতায় রূপান্তরিত হবে এ জন্যই যে, তারা দুনিয়াতে একে অপরকে গুনাহ্ ও যুলুমের কাজে সহযোগিতা করেছে। সে দিন তারা পরস্পর ঝগড়া করবে এবং একে অপরকে লা'নত করবে। উপরন্তু সবার পরিণতি হবে সে দিন জাহান্নাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡثَٰنٗا مَّوَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ثُمَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُ بَعۡضُكُم بِبَعۡضٖ وَيَلۡعَنُ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا وَمَأۡوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

"ইব্রাহীম বললো: তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছো তোমাদের পার্থিব জীবনের পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে ও অভিশাপ দিবে। তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তখন তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না"। ('আন্‌কাবূত: ২৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمٖ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِۖ كُلَّمَا

دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُوا۟ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨].

"আল্লাহ্ বলেন: তোমরা পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করো। যখনই কোন দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখনই তারা অন্য দলকে লা'নত করবে। অবশেষে সবাই যখন জাহান্নামে একত্রিত হবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দলকে বলবে: হে আমাদের প্রভু! ওরাই তো আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। কাজেই ওদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দিন। তখন আল্লাহ্ বলবেন: তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি। অথচ তোমরা তা জানো না"। (আ'রাফ: ৩৮)

ইমাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "তারা একে অপরকে শুধু গুনাহ্'র দরুন অস্বীকার ও অভিশাপ দিবে না বরং বন্ধুত্বের কারণে অর্জিত ক্ষতির দরুনই তারা এমন করবে। (ফাতাওয়া: ১৫/১২৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ﴿٦٧﴾ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ ﴾ [الأحزاب: ٦٧ – ٦٨].

"আর তারা বলবে: হে আমাদের প্রভু! আমরা তো কেবল আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করেছি। আর তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদেরকে দিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিশাপে অভিশপ্ত করুন"। (আহ্যাব: ৬৭-৬৮)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴾ [غافر: ٤٧ – ٤٨].

"জাহান্নামে যখন তারা বাক-বিতণ্ডা করবে তখন দুর্বলরা দাপটওয়ালাদের বলবে: আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম। কাজেই তোমরা কি এখন আমাদের খানিকটা শাস্তি লাঘবের ব্যবস্থা করবে? দাপটওয়ালারা বলবে: আমরা সবাই তো এখন জাহান্নামে থাকবো। আল্লাহ্ তো বান্দাহ্দের বিচার করেই ফেলেছেন"। (গাফির/মু'মিন: ৪৭-৪৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ ﴾ [الشعراء: ٩٤ – ١٠١].

"অতঃপর তাদেরকে ও সকল পথভ্রষ্টকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর ইবলীসের সকল দলবলকেও। সেখানে তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে: আল্লাহ্'র কসম! আমরা অবশ্যই সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে সর্বজগতের পালনকর্তার সমকক্ষ স্থির করতাম। মূলতঃ অপরাধীরাই তো আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। কাজেই আজ আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। নেই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুও"। (শু'আরা: ৯৪-১০১)

সে দিন একজন অপরাধী বন্ধু তার অন্য অপরাধী বন্ধুকে সামনা সামনি দেখবে; অথচ সে তার কোন সহযোগিতাই কামনা করবে না। কারণ, সে জানে, আজ সে আমার কোন সহযোগিতাই করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ [المعارج: ١٠ – ١١].

"সেদিন কোন বন্ধু তার অন্য কোন বন্ধুর খবরই নিবে না। অথচ তাদেরকে এমনভাবে রাখা হবে যে, তারা একে অপরকে দেখতে পাবে"।

(মা'আরিজ: ১০-১১)

১২. সাধারণত ফাসিকদের মজলিসে আল্লাহ্'র যিকির হয় না। তাই তা ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য লজ্জা ও আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ تَعَالَى فِيْهِ إِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"কোন সম্প্রদায় যখন এমন মজলিস থেকে উঠে যাতে আল্লাহ্'র কোন যিকির হয়নি তখন তারা যেন মরা গাধা খাওয়ার মজলিস থেকে উঠেছে। আর তাদের এ মজলিসটা ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে"। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৫৫)

১৩. তাদের সাথে বসলে অন্ততপক্ষে কিছু সময় তো নষ্ট হবে। যার জন্য আপনাকে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হিসাব দিতে হবে।

১৪. স্বভাবতঃ মানুষ তাকে দিয়েই আপনাকে চিনবে। তার সাথে উঠাবসার দরুন মানুষ আপনাকেও খারাপ জানবে।

আন্সারী বদরী (বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী) সাহাবী 'উত্বান বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমার চোখে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভালোভাবে আমি রাস্তা-ঘাট দেখতে পাই না। আর আমি আমার বংশের ইমাম। এ দিকে প্রচুর বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের মধ্যকার উপত্যকা পানিতে ভেসে যায়। আমি তখন আর মসজিদে এসে তাদেরকে নিয়ে নামায পড়তে পারি না। তাই আমি আশা করছি হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আপনি আমার বাসায় এসে কোন একটি জায়গায় নামায পড়ে দিবেন। পরবর্তীতে ঘরে নামায পড়তে হলে আমি সেখানেই নামায পড়বো। রাসূল ﷺ বললেন: ঠিক আছে। আমি তাই করবো ইন্শাআল্লাহ্।

'উত্বান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূল ﷺ এক সকাল বেলায় যখন সূর্য অনেক দূর আকাশে উঠে গেলো তখন আবু বকরকে নিয়ে আমার

বাড়িতে উপস্থিত হলেন। রাসূল ﷺ ঘরে ঢুকার অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি ঘরে ঢুকে না বসেই বললেন: ঘরের কোন জায়গাটি তোমার পছন্দ যেখানে আমি নামায পড়ে দেবো? তিনি বললেন: আমি তখন ঘরের একটি কোণের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলাম। তখন রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করলেন। আমরা তার পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি দু' রাক্'আত পড়ে সালাম ফিরালেই আমরা তাঁর সামনে খাযীর নামক খাদ্য উপস্থিত করলাম। যা গোস্তের টুকরো ও আটা দিয়ে তৈরি। এ দিকে রাসূল ﷺ এর কথা শুনে আমাদের ঘরের আশেপাশের অনেক লোক আমাদের ঘরে উপস্থিত হলো। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তি বললেন: মালিক বিন্ দুখ্শুন কোথায়? আরেকজন বললো: সে তো মুনাফিক। সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলকে ভালোবাসে না। তা শুনে রাসূল ﷺ বললেন: এই যে তুমি তার ব্যাপারে এমন কথা বলো না। তুমি কি শুনোনি? সে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য বলেছে: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" তথা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই। তখন সাহাবীগণ বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত। উক্ত সাহাবী আবারো বললেন: আমরা তাকে সর্বদা মুনাফিকদের কল্যাণকামীরূপে দেখতে পাই। তখন রাসূল ﷺ আবারো বলেন:

فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، يَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন সে ব্যক্তিকে যে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য বলে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই"।

(বুখারী, হাদীস ১১৮৬ মুসলিম, হাদীস ৩৩)

এ দিকে রাসূল ﷺ এর আদর্শ হচ্ছে নিজকে সকল প্রকার সন্দেহ ও অপবাদ থেকে দূরে রাখা। আর কেউ খারাপ লোকদের সাথে চলাফেরা করলে তার দ্বারা তা অসম্ভব। বরং তাকে সবাই তখন খারাপ বলে সন্দেহ করবেই।

স্বাফিয়্যাহ্ বিন্‌তে 'হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা ই'তিকাফে ছিলেন। এমতাবস্থায় আমি এক রাত্রি বেলায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। তাঁর সাথে কথাবার্তা শেষ করে যখন আমি ফিরে যাওয়ার জন্য দাঁড়ালাম তখন তিনিও আমাকে ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়ার সাথে দাঁড়ালেন। স্বাফিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) তখন উসামাহ্ বিন্ যায়েদের বাড়িতেই থাকতেন। ইতিমধ্যে দু'জন আন্‌সারী সাহাবী তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন তাঁরা নবী ﷺ কে দেখলেন তখন তাঁরা আরো দ্রুত চলতে শুরু করলেন। তখন নবী ﷺ তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالاَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَالَ: شَيْئًا.

"তোমরা ধীরে চলো। এ হচ্ছে স্বাফিয়্যাহ্ বিন্‌তে 'হুয়াই। তাঁরা বললেন: আশ্চর্য ব্যাপার! হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমরা আপনাকে সন্দেহ করতে যাবো কেন? তিনি বললেন: নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের রক্তনালীতে চলাচল করে। আর আমি আশঙ্কা করছি যে, সে তোমাদের উভয়ের অন্তরে কোন খারাপ কথা বা কোন কিছুর উদ্রেক করবে"।

(বুখারী, হাদীস ৩২৮১ মুসলিম, হাদীস ২১৭৫)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা তাঁর কোন এক স্ত্রীর সাথেই ছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক সাহাবী তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সাহাবীকে ডাকলেন। তিনি আসলে নবী ﷺ তাঁকে বললেন: হে অমুক! এ আমার অমুক স্ত্রী। সাহাবী বললেন: এখানে এমন কে আছে যার ব্যাপারে আমি সন্দেহ করবো। আমি আপনার সম্পর্কে কোন কিছুই ধারণা করিনি। তখন রাসূল ﷺ বললেন:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ .

"নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের রক্তনালীতে চলাচল করে"।

(মুসলিম, হাদীস ২১৭৪)

১৫. বদ্‌কারদের সাথে চললে একদা তাদের শাস্তিরও অংশীদার হতে হবে।

মক্কার কিছু সংখ্যক মোসলমান মুশ্‌রিকদের সাথে বাধ্য হয়ে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলো। এ দিকে রাসূল ﷺ এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা মোসলমানগণ যখন প্রতিপক্ষকে তীর মারতো তখন এ তীর গিয়ে মুশ্‌রিকদের সাথে অংশ গ্রহণ করা মোসলমানদের গায়ে লাগতো। এ ব্যাপারটি রাসূল ﷺ এর সাথে থাকা মোসলমানদেরকে খুব চিন্তিত করে তুললো। তারা বলতে লাগলো: আমরা তো মূলতঃ নিজ হাতে আমাদের ভাইদেরকেই হত্যা করছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন নাযিল করে রাসূল ﷺ এর সাথে থাকা মোসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং মুশ্‌রিকদের সাথে অংশ গ্রহণ করা মোসলমানদেরকে হুমকি দেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: কিছু সংখ্যক মোসলমান রাসূল ﷺ এর বিপক্ষে মুশ্‌রিকদের সাথে যুদ্ধে হাজির হয়ে তাদের দল ভারী করলো। তখন তীর ও তলোয়ারের অসতর্ক আঘাতে তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছিলো। ইতিমধ্যে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ٩٧].

"যারা মূলতঃ (হিজরত না করে) নিজেদের উপর যুলুম করেছে তাদেরকে মৃত্যু দেয়ার সময় ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো: তোমরা এমন কোন বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলে যে হিজরত করতে পারোনি? তারা বললো: আমরা মূলতঃ দুনিয়াতে দুর্বল ও ক্ষমতাহীন ছিলাম। ফিরিশ্‌তারা বললো: আল্লাহ্'র যমিন কি তোমাদের জন্য এতটুকু প্রশস্ত ছিলো না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে পারতে। অতএব তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা কতোই না নিকৃষ্টতম গন্তব্য"। (নিসা': ৯৭) (বুখারী, হাদীস ৪৫৯৬)

‘হাফিয ইব্নু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: সা’ঈদ্ বিন্ জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতটিকে গুনাহ্’র এলাকা থেকে গুনাহ্মুক্ত এলাকার দিকে হিজরত করা বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন।

‘আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: একটি সেনাদল কা’বা শরীফকে ধ্বংস করার জন্য ঘর থেকে বের হবে। যখন তারা বাইদা’ নামক এলাকায় পৌঁছুবে তখন তাদের সকলকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। ‘আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহ্’র রাসূল! তাদের সকলকে একই সঙ্গে কেন ধ্বসিয়ে দেয়া হবে? অথচ তারা সবাই সমানভাবে দোষী নয়। তাদের মধ্যে রয়েছে কিছু অবুঝ লোক ও বাহিরের লোক। তিনি বললেন:

يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ .

“শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের সকলকেই ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তাদের সকলকে নিয়্যাত অনুসারেই উঠানো হবে”। (বুখারী, হাদীস ২১১৮)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَاباً أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوْا عَلَى أَعْمَالِهِمْ .

“যখন আল্লাহ্ তা’আলা কোন সম্প্রদায়ের নিকট আযাব পাঠান তখন উক্ত আযাব সেখানকার সবার উপরই সমপর্যায়ে পতিত হয়। তবে তাদের আমল অনুযায়ী তাদেরকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে”।

(বুখারী, হাদীস ৭১০৮ মুসলিম, হাদীস ২৮৭৯)

‘হাফিয ইব্নু ’হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: মুহাল্লাব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যে ব্যক্তি নিজ স্বেচ্ছা উপস্থিতি দিয়ে গুনাহ্গারদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলো সেও তাদের সাথে একই আসমানী শাস্তি পাবে। এ

হাদীস থেকে এটাও বুঝা যায় যে, যে কোন আমল আমলকারীর নিয়্যাতের উপরই নির্ভরশীল। এমনকি এ হাদীসে যালিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও তাদের সাথে উঠাবসা করে তাদের দল বাড়ানোর ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। তবে বাধ্য ব্যক্তির ব্যাপারটি ভিন্ন। (ফাত্'হুল-বারী: ৪/২৪১)

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা ঘুমের মধ্যে রাসূল ﷺ এর শরীর কেঁপে উঠলো। তখন আমরা বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি ঘুমের মধ্যে এমন কিছু করেছেন যা ইতিপূর্বে করেননি?! তখন তিনি বললেন: আশ্চর্য! আমার কিছু সংখ্যক উম্মত কা'বা শরীফকে ধ্বংস করার জন্য রওয়ানা করবে জনৈক কুরাশীকে লক্ষ্য করে যে তখন কা'বা শরীফেই আশ্রয় নিবে। যখন তারা "বায়দা'" নামক এলাকায় পৌঁছুবে তখন তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। আমরা বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! কেউ রাস্তা দিয়ে হাটলে তার সাথে তো অনেক লোকই একত্রিত হয়। সবাই তো আর দোষী নয়। তিনি বললেন:

نَعَمْ، فِيْهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ، وَالْمَجْبُوْرُ، وَابْنُ السَّبِيْلِ، يَهْلِكُوْنَ مَهْلَكاً وَاحِداً، وَيَصْدُرُوْنَ مَصَادِرَ شَتَّى، يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ .

"হ্যাঁ। তাদের মধ্যে কেউ আছে সে কাজে সুস্পষ্ট উৎসাহী। আর কেউ আছে বাধ্য। আর কেউ আছে মুসাফির ও রাস্তার সঙ্গী। তারা সবাই একই সাথে ধ্বংস হবে। তবে ভিন্ন ভিন্নভাবে কিয়ামতের দিন উঠবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামতের দিন তাদের নিয়্যাতের ভিত্তিতেই উঠাবেন"। (মুসলিম, হাদীস ২৮৮৪)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত হাদীসে যালিমদের থেকে দূরে থাকা এবং অত্যাচারী ও সকল বাতিলপন্থীর সাথে উঠাবসার ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করা হচ্ছে। যাতে তাদের শাস্তি তাদের সাথীদেরকে পেয়ে না বসে। তাতে আরো এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি নিজের স্বেচ্ছা উপস্থিতি দিয়ে কোন অপারাধীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলো সে তাদের মতোই দুনিয়ার শাস্তি ভোগ করবে।

যায়নাব বিন্‌তে জা'হাশ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা ঘুম থেকে উঠে বললেন:

لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَيْـلٌ لِلْعَـرَبِ مِـنْ شَرٍّ قَـدِ اقْـتَرَبَ، فُـتِحَ الْيَـوْمَ مِـنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هَذِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَنَهْلَكُ وَفِيْنَا الـصَّالِحُوْنَ؟! قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

"আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আফসোস আরবদের জন্য তাদের অকল্যাণ অতি নিকটবর্তী। আজ ইয়াজূজ ও মা'জূজের দেয়াল এতটুকু খুলে ফেলা হয়েছে। আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমাদের সকলকেই ধ্বংস করে দেয়া হবে; অথচ আমাদের মাঝে নেককাররাও থাকবেন?! তিনি বললেন: হ্যাঁ। যখন প্রকাশ্য অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যাবে"। (বুখারী, হাদীস ৭০৫৯ মুসলিম, হাদীস ২৮৮০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَاباً، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ، ثُـمَّ بُعِثُـوْا عَـلَى أَعْمَالِهِمْ.

"যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি দিতে চান তখন সে আযাবটুকু সেখানকার সকলের উপরই পতিত হয়। অতঃপর তাদেরকে কিয়ামতের দিন আমলের ভিত্তিতেই উঠানো হবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৮৭৯)

বস্তুতঃ আমরা সকল অকল্যাণকামীদের অবস্থা নিয়ে ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ করে যারা নির্জন অন্ধকার জেলে পতিত এবং যারা কোন অপরাধ বা গুনাহ্'র কাজ করেছে কিংবা মাতা-পিতার অবাধ্য হয়েছে তাদের ব্যাপারে চিন্তা করলে দেখতে পাবো যে, তাদের এ সকল অপরাধের মূলে রয়েছে নিকৃষ্টতম ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী সাথী ও বন্ধু।

১৬. আপনার বদ্‌কার সাথী আপনার কল্যাণ দেখে আপনার সাথে হিংসা করবে এমনকি তা আপনার থেকে চলে যাওয়ার আশা ও তার

জন্য সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালাবে।

১৭. কাফির, ফাসিক্ব ও গুনাহ্গারকে ভালোবাসলে তাদের সাথেই আপনার 'হাশর-নশর হবে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ .

"যে কোন ব্যক্তির 'হাশর-নশর তার পছন্দসই ব্যক্তির সাথেই হবে"।

(বুখারী, হাদীস ৬১৬৯ মুসলিম, হাদীস ২৬৪০)

১৮. বদ্কারদের সাথী ও বন্ধু হলে যে কোন সময় তাদের পক্ষ নিয়ে কারোর সাথে ঝগড়া করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে বা হতেই পারে। আর তাদের পক্ষ নিয়ে কারোর সাথে ঝগড়া করা একান্ত গুনাহ্'র কাজ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥ وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٠٦ وَلَا تُجَٰدِلۡ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخۡتَانُونَ أَنفُسَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمٗا ١٠٧ يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذۡ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرۡضَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨ هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلۡتُمۡ عَنۡهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيۡهِ وَكِيلٗا ١٠٩ ﴾ [النساء: ١٠٥ – ١٠٩] .

"নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট সত্য কিতাব পাঠিয়েছি। যাতে তুমি আল্লাহ্'র দেয়া জ্ঞানানুসারে মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করতে পারো। তবে তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষ নিয়ে কারোর সাথে তর্ক করো না। বরং আল্লাহ্'র নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। যারা নিজেদের প্রতি খিয়ানত করেছে তাদের পক্ষ নিয়ে তুমি কারোর সাথে বাদানুবাদ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খিয়ানতকারী

ও পাপীকে পছন্দ করেন না। তারা মানুষ থেকে গোপন থাকতে পারে। তবে আল্লাহ্ থেকে কখনো গোপন থাকতে পারে না। যখন তারা রাত্রি বেলায় আল্লাহ্'র অপছন্দনীয় কোন বিষয় নিয়ে পরস্পর সলা-পরামর্শ করে তখনো তিনি তাদের সাথেই থাকেন। আল্লাহ্ তাদের সমুদয় কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত। দেখ, তোমরা ওদের পক্ষ নিয়ে পার্থিব জীবনে বিতর্ক করছো। ক্বিয়ামতের দিন তাদের পক্ষ নিয়ে আল্লাহ্'র সাথে কেই-বা ঝগড়া করবে? কিংবা কেই-বা তাদের রক্ষক হবে"। (নিসা': ১০৫-১০৯)

উক্ত আয়াতগুলোর শানেনুযূলে অনেকগুলো দুর্বল হাদীস উল্লেখ করা হয়। যার একটি নিম্নরূপ:

ইমাম ত্বাবারী ক্বাতাদাহ্ বিন্ নু'মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, আমাদের মাঝে বানূ উবাইরিক্ব নামক একটি পরিবার ছিলো। যাদের কয়েকজন হলো: বিশ্র, বাশীর ও মুবাশ্শির। এদের মধ্যে বাশীর নামক লোকটি ছিলো মুনাফিক। সে কবিতার মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাদের বদনাম করতো। তবে সে কবিতাগুলো কোন না কোন আরবদের নামে চালিয়ে দিতো। সে বলতো: অমুক আরব এমন বলেছে। তমুক আরব এমন বলেছে। যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাগণ উক্ত কবিতা শুনতো তখন তাঁরা বলতো: আল্লাহ্'র কসম! উক্ত কবিতা সেই খবিস ছাড়া আর কেউই বলতে পারে না। আর তা শুনে সে বলতো:

أَوَ كُلَّمَا قَالَ الرِّجَالُ قَصِيْدَةً أَضْمُوْا وَقَالُوْا: ابْنُ الْأُبَيْرِقِ قَالَهَا؟!

"যখন কোন লোক তাদের সম্পর্কে কোন কবিতা বলে তারা আমার উপর রাগান্বিত হয়ে বলে: ইব্নুল-উবাইরিক্বই এই কবিতা বলেছে। আর কেউ নয়"।

এ পরিবারটি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগেই গরীব ছিলো। আর তখন মদীনার লোকদের খাদ্য ছিলো যব ও খেজুর। তখনকার ধনী ব্যক্তির অবস্থাও এই ছিলো যে, কোন ব্যবসায়ী দল শাম এলাকা থেকে কিছু পরিষ্কার আটা নিয়ে আসলে সে শুধু তার নিজের জন্যই তা থেকে

কিছু কিনে রাখতো। আর বাকি পরিবারের খাদ্য ছিলো যব ও খেজুর। একদা একটি ব্যবসায়ী দল শাম থেকে আসলে আমার চাচা রিফা'আহ্ বিন্ যায়েদ তাদের থেকে কিছু আটা কিনে তা তার কুয়ার পাশে রেখে দেয়। সেখানে তার কিছু অস্ত্র তথা তলোয়ার, বর্ম ইত্যাদিও ছিলো। একদা রাত্রি বেলায় তার কুয়া এলাকায় সিঁদ কেটে তার খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র কে নিয়ে যায়। সকাল হলে আমার চাচা আমাকে বললো: ভাতিজা! রাত্রে তো কে সিঁদ কেটে আমার খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যায়। আমরা এলাকায় খোঁজাখুঁজি করলে আমাদেরকে বলা হয়, আমরা এ রাত্রিতে বানূ উবাইরিক্ব পরিবারের চুলোয় আগুন জ্বলতে দেখেছি। মনে হচ্ছে তোমাদের চুরি হওয়া খাদ্যই এখানে পাকানো হয়েছে।

ইতিমধ্যে আমরা যখন চুরি হওয়া খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র খুঁজছিলাম তখন বানূ উবাইরিক্বের লোকেরা বলছিলো: আল্লাহ্'র কসম! তোমাদের সাথী লাবীদ বিন্ সাহ্লই এগুলো চুরি করেছে। তারা এমন এক লোকের কথাই বললো যে আমাদের মাঝে একজন দ্বীনদার মোসলমান হিসেবেই পরিচিত। যখন কথাটি লাবীদের কানে গেলো তখন সে একটি খোলা তলোয়ার নিয়ে বানূ উবাইরিক্ব পরিবারে উপস্থিত হলো। সে বললো: আল্লাহ্'র কসম! তোমরা চুরির ঘটনাটি পরিষ্কার বলবে। না হয় এ তলোয়ার তোমাদের ফায়সালা করবে। তখন তারা বললো: হে লাবীদ! তুমি চলে যাও। আল্লাহ্'র কসম! তুমি চুরি করোনি। এলাকায় আরো খোঁজাখুঁজি করে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম যে, এরাই জিনিসগুলো চুরি করেছে। তখন আমার চাচা বললো: ভাতিজা যদি তুমি রাসূল ﷺ কে ব্যাপারটি জানাতে?!

ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে ব্যাপারটি জানিয়ে বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমাদের বংশের কোন পাষান পরিবার সিঁদ কেটে আমার চাচার খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যায়। আমরা চাচ্ছি, তারা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দিক। আমাদের খাদ্যের কোন প্রয়োজন নেই। তখন রাসূল ﷺ বললেন: আমি ব্যাপারটি দেখছি। তোমরা ধৈর্য ধরো।

বানূ উবাইরিক্ব পরিবার যখন ব্যাপারটি জেনে গেলো তখন তারা আসীর বিন্ 'উরওয়াহ্ নামক জনৈক ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করলো। আমাদের এলাকার আরো কিছু লোক সেখানে উপস্থিত ছিলো। তারা সবাই এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! ক্বাতাদাহ্ ও তার চাচা কোন দলিলপত্র ছাড়াই আমাদের মধ্যকার এক নেককার মুসলিম পরিবারকে চুরির অপবাদ দেয়।

ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: ব্যাপারটি আমার কানে আসলেই আমি রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললাম। তিনি আমাকে বললেন: তুমি কোন দলিলপত্র ছাড়াই একটি নেককার মুসলিম পরিবারকে চুরির অপবাদ দিলে? ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূল ﷺ এর উক্ত কথা শুনে আমি দ্রুত বাড়ি ফিরলাম। তখন আমার মনে চাচ্ছিলো, হায়! যদি আমার কিছু সম্পদও ধ্বংস হয়ে যেতো তাও আমার জন্য অনেক ভালো ছিলো রাসূল ﷺ এর সাথে এ ব্যাপারে কোন কথা না বলার চেয়ে। যখন আমি আমার চাচার নিকট পৌঁছুলাম তখন তিনি আমাকে বললেন: ভাতিজা! কি করেছো? তখন আমি সব কিছু তাঁকে খুলে বললে তিনি বলেন: আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদেরকে সাহায্য করবেন। এর কিছু পরেই নিম্নোক্ত কুর'আনের আয়াতগুলো নাযিল হয়:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥ وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٠٦ وَلَا تُجَٰدِلۡ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخۡتَانُونَ أَنفُسَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمٗا ١٠٧ يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذۡ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرۡضَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨ هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلۡتُمۡ

عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ ﴾ [النساء: ١٠٥ – ١١٤].

“নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট সত্য কিতাব পাঠিয়েছি। যাতে তুমি আল্লাহ্’র দেয়া জ্ঞানানুসারে মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করতে পারো। তবে তুমি খিয়ানতকারীদের (বানূ উবাইরিক্ব) পক্ষ নিয়ে কারোর সাথে তর্ক করো না। তুমি (ক্বাতাদাহ্কে যা বলেছো তা থেকে) আল্লাহ্’র নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। যারা নিজেদের প্রতি খিয়ানত করেছে (বানূ উবাইরিক্ব) তাদের পক্ষ নিয়ে তুমি কারোর সাথে বাদানুবাদ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খিয়ানতকারী ও পাপীকে পছন্দ করেন না। তারা মানুষ থেকে গোপন থাকতে পারে। তবে আল্লাহ্ থেকে তারা কখনোই গোপন থাকতে পারে না। যখন তারা রাত্রি বেলায় আল্লাহ্’র অপছন্দনীয় কোন বিষয় নিয়ে পরস্পর সলা-পরামর্শ করে তখনো তিনি তাদের সাথেই থাকেন। আল্লাহ্ তাদের সমুদয় কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত। দেখ,

তোমরা ওদের পক্ষ নিয়ে পার্থিব জীবনে বিতর্ক করছো। ক্বিয়ামতের দিন তাদের পক্ষ নিয়ে আল্লাহ্'র সাথে কেই-বা ঝগড়া করবে? কিংবা কেই-বা তাদের রক্ষক হবে। যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে কিংবা নিজের প্রতি যুলুম করে অতঃপর আল্লাহ্'র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহ্কে অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু পাবে। যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করলো সে যেন মূলতঃ নিজেই নিজের ক্ষতি করলো। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। আর যে ব্যক্তি কোন ভুল বা পাপের কাজ করে তা কোন নির্দোষ (লাবীদ) ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিলো সে যেন এক জ্বলন্ত অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহ্ স্বেচ্ছায় বহন করলো। যদি তোমার প্রতি আল্লাহ্'র একান্ত করুণা ও দয়া না হতো তা হলে তাদের একদল (আসীর ও তার সাথীরা) তো তোমাকে পথভ্রষ্ট করতেই চেয়েছিলো। মূলতঃ তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে পথভ্রষ্ট করেনি। তারা তোমাদের কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তো তোমাদের উপর কুর'আন ও হিকমত (হাদীস) নাযিল করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তিনি তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর তোমার উপর রয়েছে আল্লাহ্'র অপরিসীম অনুগ্রহ। তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। শুধু কল্যাণ আছে সে ব্যক্তির মধ্যে যে দান-খয়রাত, ভালো কাজ ও মানুষের মাঝে মিলমিশের আদেশ দেয়। আর যে ব্যক্তি এ কাজগুলো আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্য করবে আমি তাকে অচিরেই মহা পুরস্কার দেবো"। (নিসা': ১০৫-১১৪)

যখন উক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয় তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অস্ত্রগুলো রিফা'আহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে হস্তান্তর করেন। আর রিফা'আহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় সাদাকা করে দেন।

মোটকথা, বদ্কারদের সাহচর্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য সত্যিই ক্ষতিকর।

শায়েখ আব্দুর রহ্মান সা'দী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "মোটকথা, নিকৃষ্টদের সাহচর্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য সার্বিকভাবেই ক্ষতিকর। এদের কারণেই তো বহু সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে। তারা অনেককেই তাদের

জানা-অজানায় ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

(বাহ্জাতু কুলূবিল-আবরার, হাদীস ৬৮)

এ জন্যই আবুল-আস্ওয়াদ্ দু'লী বলেন:

مَا خَلَقَ اللهُ خَلْقاً أَضَرَّ مِنَ الصَّاحِبِ السُّوْءِ .

"আল্লাহ্ তা'আলা বদ্কার সাথীর চেয়েও ক্ষতিকর এমন কোন সৃষ্টি সৃষ্টি করেননি"।

(আশ-শিহাবুস-সাক্বিব ফি যাম্মিল-খালীলি ওয়াস-স্বাহিব/সুয়ূত্বী: ৩২)

সুতরাং একজন বুদ্ধিমান যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে নিজের মুক্তি ও সৌভাগ্য চান তিনি অবশ্যই বদ্কার ও নিকৃষ্টদের সাহচর্য থেকে বহু দূরে থাকবেন। এ ব্যাপারে তিনি কোন ধরনের শৈথিল্যের পরিচয় দিবেন না।

এবার আমরা নেককারদের সাহচর্য অবলম্বনের ব্যাপারে সাল্ফে সালি'হীনদের কিছু বাণী উল্লেখ করবো। আশা করি তা পাঠকদের ফায়েদায় আসবে।

একাকী থাকা ভালো না কি মানুষের সাথে থেকে তাদের কষ্ট সহ্য করা ভালো?

সাধারণত একাকী থাকার চেয়ে মানুষের সাথে থেকে তাদের কষ্ট সহ্য করা অনেক ভালো।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ مُخَالِطاً النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِيْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ .

"যে মোসলমান মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের কষ্ট সহ্য করে সে উত্তম ওর চেয়ে যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের কষ্টও সহ্য করে না"।

(আহ্মাদ: ৫/৩৬৫ বুখারী/আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ৩৮৮ তিরমিযী, হাদীস ২৫০৭)

তবে ফিতনার সময় নিজ ঈমান রক্ষার্থে মানুষ থেকে দূরে চলে যাওয়াই উত্তম।

আবু সা'ঈদ্ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

"অচিরেই একমাত্র ছাগলই একজন মোসলমানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। সে মূলতঃ ফিতনা থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজ ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ছাগলগুলো নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এবং পানির জায়গায় অবস্থান করবে"। (বুখারী, হাদীস ১৯)

হাফিয ইব্‌নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর কিতাব ফাত্'হুল-বারীতে এ ব্যাপারে ইমাম খাত্ত্বাবীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: একাকিত্ব ও মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকার বিধান যে কোন আনুষঙ্গিক কারণে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং যে সকল হাদীসে একত্রে থাকার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে তা যখন প্রশাসকের আনুগত্য করে দ্বীনের উপর অটল থাকা সম্ভব তখনকার জন্য প্রযোজ্য। তা না হলে নয়। আর মৌলিক ঐক্য ঠিক রেখে একে অপর থেকে দূরে সরে যাওয়া যেমন: কেউ যদি মনে করে, সে একাকী নিজ জীবন চালিয়ে যেতে পারবে এবং এতে তার ধার্মিকতাও রক্ষা পাবে তাহলে তার জন্য মানুষ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। তবে তাকে মুসলিম ঐক্য ও মোসলমানদের অধিকার যেমন: সালাম ও সালামের উত্তর দেয়া, রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করা ও মৃতের জানাযায় উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি রক্ষা করে চলতে হবে। শরীয়ত চায় কারোর সাথে বেশি মাখামাখি না করতে যার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, তাতে অন্তর বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় কাজ ছেড়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে প্রচুর সময় নষ্ট করা হয়। মানুষের সাথে মিশে চলার ব্যাপারটি প্রয়োজনের খাতিরে হতে হবে। যেমন: মানুষের চলার জন্য খাদ্য-দ্রব্যের প্রয়োজন। খাদ্য-দ্রব্য যেমন প্রয়োজনান্দায খেলে শরীর ও রূহ্ ভালো থাকে তেমনিভাবে অন্যের সাথে প্রয়োজনান্দায মেলামেশা ও উঠাবসা করলে নিজের ধার্মিকতা ও সম্মান টিকবে।

(ফাত'হুল্-বারী ১১/৩৩৩)

'আল্লামাহ্ কুশাইরী (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর "রিসালাহ্" নামক কিতাবে বলেন: যারা একাকিত্বকে অগ্রাধিকার দেয় তারা অন্যকে নিজের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর ইচ্ছা পোষণ করে। নিজকে অন্যের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর ইচ্ছা নয়। কারণ, প্রথমটি নম্রতা ও নিজকে ছোট মনে করার পরিচায়ক। আর অপরটি অহঙ্কার ও নিজকে সবার চেয়ে বড় মনে করার পরিচায়ক।

হাফিয ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর কিতাব ফাত্'হুল-বারীতে আরো বলেন: সকল সালফে সালিহীন একাকিত্বকে মূল হিসেবে ধরে নিতে পারেননি। বরং তাঁদের অনেকেরই মত হলো মানুষের সাথে মিলেমিশে চলা সর্বোত্তম। কারণ, তাতে অকেগুলো ধর্মীয় ফায়েদা রয়েছে। ইসলামের নিদর্শনগুলোর বাস্তবায়ন, মোসলমানদের সংখ্যাধিক্য, অন্যদের সার্বিক কল্যাণ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে কেউ কেউ বলেছেন: একাকিত্বই উত্তম। কারণ, তাতেই সার্বিক নিরাপত্তা রয়েছে। তবে তাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, কোনটি কখন তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। (ফাত'হুল্-বারী ১৩/৪২)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: সর্বোত্তম হচ্ছে মানুষের সাথে মিলেমিশে চলাকে অগ্রাধিকার দেয়া যার এ ব্যাপারে আশঙ্কা হয় না যে, সে অন্যদের সাথে চললে গুনাহে লিপ্ত হবে। যদি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তার জন্য একাকিত্বই ভালো।

কেউ কেউ বলেছেন: অবস্থার ভিন্নতার জন্য বিধানও ভিন্ন হবে। তবে উভয়টি সাংঘর্ষিক হলে সময়ের ব্যবধানে বিধানও ভিন্ন হবে। যে অন্যায় দূর করতে সক্ষম তার জন্য মানুষের সাথে মিলেমিশে চলা বাধ্যতামূলক। অবস্থা ও সক্ষমতার হিসেবে কখনো তার উপর সরাসরি আবার কখনো অন্যদের দায়িত্ব নিয়ে মানুষের সাথে মিলেমিশে চলে তাদের অন্যায় দূর করা তার উপর বাধ্যতামূলক। আর যে এ ব্যাপারে অধিকাংশ নিশ্চিত যে, সে যখন কাউকে ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতে যাবে তখন সে অন্যের খারাপ থেকে নিজকে নিরাপদ রাখতে পারবে তখন তার জন্য মানুষের সাথে মিলেমিশে তাদের অন্যায় দূর করার চেষ্টা চালানোকেই অগ্রাধিকার

দেয়া উচিত। আর যদি কেউ নিজকে নিরাপদ রাখতে পারবে ঠিকই কিন্তু তার কথা কেউ শুনবে না বলে সে নিশ্চিত তাহলে তার জন্য একাকিত্ব বা মানুষের সাথে মিলেমিশে চলা উভয়টিই সমান। যতক্ষণ না ফিতনা ব্যাপকতা লাভ করে। আর যদি ফিতনা ব্যাপকতা লাভ করে তখন একাকিত্বই উত্তম। কারণ, তখন ফিতনায় ফেঁসে যাওয়াই স্বাভাবিক। কখনো এমনো হয় যে, অপরাধীদের উপর বিপদ আসলে নিরাপরাধরাও তাতে শামিল হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةٗ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةٗۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴾ الأنفال: ٢٥ .

"সতর্ক থাকো সেই ফিতনা বা শাস্তি থেকে যা কেবল তোমাদের যালিমদেরকেই পেয়ে বসবে না। বরং তা হবে ব্যাপক। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তি দানে খুবই কঠোর"। (আন্‌ফাল: ২৫)

শাইখুল-ইসলাম আল্লামাহ্ ইব্‌নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর "মাজমূ'উল-ফাতাওয়া" নামক কিতাবে এ ব্যাপারে বলেন: এ মাস্‌আলার ব্যাপারে আলিমগণ সার্বিক দৃষ্টিকোণে কিংবা অবস্থা ভেদে পরস্পর ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবে মূল ব্যাপারটি হলো: মানুষের সাথে মিলেমিশে চলার ব্যাপারটি কখনো ওয়াজিব আবার কখনো মুস্তাহাব। এমনও হতে পারে যে, একই ব্যক্তি কখনো তাকে অন্যের সাথে মিলেমিশে চলতে হবে। আবার কখনো একাকী। মোটকথা, মানুষের সাথে মিলেমিশে চলার ব্যাপারটি যদি নেক ও আল্লাহ্‌ভীরুতার ভিত্তিতে হয় তাহলে অবশ্যই তাকে তাই করতে হবে। আর যদি তা গুনাহ্ ও অত্যাচারের ভিত্তিতে হয় তাহলে তা কখনোই করা যাবে না। অতএব, ইবাদাতের কাজগুলো যেমন: পাঁচ বেলা নামায, জুমু'আহ্, দু' ঈদ, সূর্য গ্রহণ ও বৃষ্টি চাওয়ার নামায ইত্যাদি অন্য মোসলমানদের সাথে মিলেমিশে করতে হবে। যা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ করতে আদেশ করেছেন। তেমনিভাবে হজ্জ এমনকি কাফির ও খারিজীদের

সাথে যুদ্ধ (যদিও সে যুদ্ধের নেতৃত্বে কিংবা সে দলে কোন পাপী থাকুক না কেন) তা সবই অন্য মোসলমানদের সাথে মিলেমিশে করতে হবে। অনুরূপভাবে যে বৈঠকে বসলে কারোর ঈমানের উন্নতি হয় সে বৈঠকে তার বসা উচিত। চাই সে উক্ত বৈঠকে অন্যকে উপকৃত করুক বা নিজেই উপকৃত হোক।

ঠিক এরই পাশাপাশি প্রত্যেক ব্যক্তির এমন কিছু সময় থাকা উচিত যে সময়টুকুতে সে একাকী আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে, তাঁকে একান্তভাবে স্মরণ করবে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নফল নামায আদায় করবে ও নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য চিন্তা-ফিকির করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তা নিজ ঘরে করা যেতে পারে বা অন্য কোথাও।

ত্বাঊস্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

نِعْمَ صَوْمَعَةُ الرَّجُلِ بَيْتُهُ، يَكُفُّ فِيْهَا بَصَرَهُ وَلِسَانَهُ .

"একজন পুরুষের একান্ত ইবাদাতের জায়গা হলো তার ঘর। যাতে সে নিজ চোখ ও মুখকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ্'র ইবাদাতে মানোযোগী হতে পারে"।

সুতরাং সর্বদা মানুষের সাথে মিলেমিশে চলা কিংবা সর্বদা একাকী চলা এর কোনটিই এককভাবে ঠিক নয়। তবে কে কতটুকু মানুষের সাথে সময় দিবে এবং নিজেই বা কতটুকু সময় একাকী কাটাবে তা ব্যক্তি বিশেষে অবশ্যই পরিবর্তনীয়। যা বিশেষভাবে চিন্তা-ফিকির করে ঠিক করতে হবে। (মাজমূ'উল-ফাতাওয়া: ১০/৪২৫)

নেককারদের সাহচর্য গ্রহণের ব্যাপারে কিছু মূল্যবান বাণী:

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِناً، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ.

"একজন খাঁটি মু'মিন ছাড়া অন্য কাউকে সাথী বানাবে না। আর একজন মুত্তাক্বী ছাড়া তোমার খানা যেন অন্য কেউ না খায়"।

(আহ্মাদ: ৩/৩৮ তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৫ আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৩২)

'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: "এর অর্থ হচ্ছে আপনি আপনার সাথে খাওয়ার জন্য মুত্তাক্বী ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না। কারণ, একত্রে খাওয়া-দাওয়া পরস্পর ভালোবাসা জন্ম দেয় এবং অন্তরগুলোকে খুব কাছে টেনে নিয়ে আসে। তাই আপনি চেষ্টা করবেন সাথী-সঙ্গী ও বিশিষ্টজনরা যেন মুত্তাক্বী হন।

(আল-'উয্লাহ্: ১৪২)

একদা লুক্বমান (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

يَا بُنَيَّ! لاَ تَعُدَّ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ مِنْ أَنْ تَتَّخِذَ صَاحِباً صَالِحاً

"হে আমার ছেলে! তুমি তাক্বওয়া অর্জনের পর একজন নেককার সাথী গ্রহণ ছাড়া আর অন্য কিছুকে গুরুত্ব দিবে না"।

(কিতাবুল-ইখওয়ান: ১১০)

'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: "তুমি কখনো অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলবে না। শত্রু থেকে দূরে থাকবে। আমানতদার বন্ধু ছাড়া অন্য কাউকে সাথী হিসেবে গ্রহণ করো না। আর আমানতদার সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় ও তাঁর আনুগত্য করে। কখনো কোন গুনাহ্গারের সাথে চলো না। কারণ, সে তোমাকে তার গুনাহ্গুলো জানিয়ে ও শিখিয়ে দিবে। তাকে তোমার কোন গোপন কথা জানাবে না। একমাত্র আল্লাহ্ভীরুদের কাছ থেকেই তুমি যে কোন পরামর্শ চাবে। (আল-'উয্লাহ্: ১৪৪)

তিনি আরো বলেন:

مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ خَيْراً مِنْ أَخٍ صَالِحٍ .

"ইসলামের পর কোন বান্দাহ্কে নেককার সাথী ছাড়া আর উত্তম কিছু দেয়া হয় না"। (ইত্'হাফু-স্সাদাতিল-মুত্তাক্বীন: ৬/১৩১)

একদা 'আলী বিন্ আবু ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

عَلَيْكُمْ بِالْإِخْوَانِ فَإِنَّهُمْ عُدَّةٌ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ أَهْلِ النَّارِ: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٠٠ – ١٠١].

"তোমরা তোমাদের দ্বীনি ভাইদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো। কারণ, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের সম্বল। তোমরা কি জাহান্নামীদের কথা শুনোনি। তারা ক্বিয়ামতের দিন বলবে: "আমাদের আজ কোন সুপারিশকারী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই"। (শু'আরা': ১০০-১০১) (এহ্য়াউ 'উলূমিদ্দীন: ২/১৬০)

গাযালী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: একদা 'ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর উম্মতদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন: "তোমরা এমন লোকদের সাথে উঠাবসা করো যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ হয়। যাদের কথা শুনলে নেক আমল বৃদ্ধি পায়। যাদের আমল তোমাদেরকে আখিরাতের প্রতি উৎসাহিত করে। (এহ্য়াউ 'উলূমিদ্দীন: ২/১৫৯)

'হাসান (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

مَا ازْدَادَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَخاً فِيْ اللهِ إِلاَّ ازْدَادَ بِهِ دَرَجَةً .

"তোমাদের কেউ কোন দ্বীনি ভাইকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে তার একটি মর্যাদা বেড়ে যায়"। (আল-মাত্বালিবুল-'আলিয়াহ্: ৪/১০)

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: "যদি দুনিয়াতে তিনটি জিনিস না থাকতো তাহলে আমি মাটির নিচে থাকাই পছন্দ করতাম তার উপরের চেয়ে। যার একটি হচ্ছে এমন দ্বীনি ভাইয়েরা যারা আমার কাছে এসে অত্যন্ত সযত্নে সুন্দর সুন্দর কথাগুলো বাছাই বাছাই করে বলে যেমনিভাবে বাছাই করা হয় উন্নত মানের খেজুরকে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সেজদায় পড়ে নিজ চেহারাকে ধূলায় ধূসরিত করা। আর তৃতীয়টি হচ্ছে আল্লাহ্'র পথে সকাল-বিকাল বের হওয়া। (যুহ্দ/ইমাম আহ্মাদ: ১৩৫)

মুহাম্মাদ বিন্ ওয়াসি' (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "দুনিয়াতে এমন কিছু নেই যাতে আমি আনন্দ পাই জামাতে নামায ও দ্বীনি ভাইদের সাক্ষাৎ ছাড়া। (যুহ্দ/ইমাম আহ্মাদ: ৩১৩)

বিলাল বিন্ সা'আদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "এমন দ্বীনি ভাই যার সাথে সাক্ষাৎ হলেই সে আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় অনেক অনেক ভালো এমন ভাই অপেক্ষা যার সাথে দেখা হলেই

সে আপনার হাতে একটি দীনার উঠিয়ে দেয়।

(যুহ্দ/ইবনুল-মুবারাক: ১৬৭ 'হেল্ইয়াহ্: ৫/২২৫)

জনৈক বিদ্বানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন ধন-ভাণ্ডার সর্বোত্তম? তিনি বললেন: তাক্বওয়ার পরপরই একজন নেককার সাথী।

(ইখওয়ান: ১৩৩)

সুফ্ইয়ান (রাহিমাহুল্লাহ্) কে বলা হয়, দুনিয়ার সৌন্দর্য কি? তিনি বললেন: দ্বীনি ভাইদের সাক্ষাৎ। (রাওযাতুল-'উক্বালা': ৯৩)

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন: মানুষের মাঝে সবচেয়ে অক্ষম ব্যক্তি সে যে নিজ দ্বীনি ভাইদেরকে খুঁজে নিতে অবহেলা করে। তার চেয়েও আরো অক্ষম সে ব্যক্তি যে কোন দ্বীনি ভাইকে পাওয়ার পর তার সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে। (এহ্য়াউ 'উলূমিদ্দীন: ২/১৮০)

একদা মুহাম্মাদ বিন্ ওয়াসি' (রাহিমাহুল্লাহ্) কে বলা হলো: দুনিয়ার কোন আমলটি সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন: দ্বীনি ভাই ও বন্ধুদের সাথী হওয়া। যাদের বন্ধুত্ব একমাত্র কল্যাণ ও আল্লাহ্ভীরুতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এমন হলে কখনো তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে না।

(ইখওয়ান: ১২৮ কিতাবুল-মুতা'হাব্বীনা ফিল্লাহ্: ৩০)

মালিক বিন্ দীনার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: তুমি নেককারদের সাথে চলে এখান থেকে ওখানে পাথর সরাবে তা তোমার জন্য অনেক উত্তম বদ্কারদের সাথে চলে ঘি ও খেজুর দিয়ে তৈরি খাবীস্ব নামক হালুয়া খাওয়া থেকে। তিনি আরো বলেন:

وَصَاحِبْ خِيَارَ النَّاسِ تَنْجُ مُسْلِماً وَصَاحِبْ شِرَارَ النَّاسِ يَوْماً فَتَنْدَمَا

"নেককারদের সাথে চলো নিরাপদে থাকতে পারবে। আর বদ্কারদের সাথে চললে এক দিন না এক দিন লজ্জিত হবে"।

(কুরত্বাবী: ১৩/২৭ রাওযাতুল-'উক্বালা': ১০০)

হিলাল আর-রায় (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "এমন বন্ধুত্ব দৃঢ়ভাবে ধারণ করো যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য হবে"।

(তাহযীবু তারীখি দিমাশ্ক: ১/৪৩৯)

সুফ্ইয়ান সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

ابْلُ الرِّجَالَ إِذَا أَرَدْتَ إِخَاءَهُمْ وَتَوَسَّمَنَّ أُمُوْرَهُمْ وَتَفَقَّـدِ

فَإِذَا وَجَدْتَ أَخَا الْأَمَانَةِ وَالتُّقَى فَبِهِ الْيَدَيْنِ قَرِيْرَ عَيْنٍ فَاشْدُدِ

"কাউকে দ্বীনি ভাই ও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে মানুষগুলোকে সর্বপ্রথম যাচাই-বাছাই করে নাও। তাদের সকল ব্যাপার অনুসন্ধান করো ও খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখো। ইতিমধ্যে কাউকে আমানতদার ও মুত্তাক্বী পেলে খুশিমনে তাকে আগলে রাখো"। (ইখওয়ান: ১১৫ রাওযাতুল-'উক্বালা': ১০৫)

মুহাম্মাদ বিন্ 'ইমরান (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

وَمَا الْمَـرْءُ إِلاَّ بِإِخْـوَانِـهِ كَمَا تُقْبَضُ الْكَفُّ بِالْمِعْصَمِ

وَلاَ خَيْرَ فِيْ الْكَفِّ مَقْطُوْعَةً وَلاَ خَيْرَ فِيْ السَّاعِدِ الْأَجْذَمِ

"একজন মানুষের জন্য তার দ্বীনি ভাই ও সাথী দরকার যেমন দরকার হাতের জন্য কব্জি। যেমন কাটা হাতের কোন মূল্য নেই তেমন কাটা বাহুরও কোন মূল্য নেই"। (রাওযাতুল-'উক্বালা': ৮৬)

ইমাম ক্বুরত্বাবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে জনৈক কবির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন:

تَجَنَّبْ قَرِيْنَ السُّـوْءِ وَاصْرِمْ حِبَالَـهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عَنْهُ مَحِيْصاً فَـدَارِهِ

وَاحْبِبْ حَبِيْبَ الصِّدْقِ وَاحْذَرْ مِرَاءَهُ تَنَلْ مِنْهُ صَفْوَ الْوُدِّ مَا لَمْ تُمَارِهِ

"বদ্কার সাথী থেকে দূরে থাকো এবং তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করো। গত্যন্তর না পেলে তার সাথে বন্ধুত্বের ভান করো। সত্যবাদী বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব করো। তার সাথে কখনো ঝগড়া করোনা। তাঁর খাঁটি ভালোবাসা পাবে যদি তার সাথে ঝগড়া না করো"। (ক্বুরত্বাবী: ১৩/২৬)

অন্য কবি বলেন:

اصْحَبْ خِيَارَ النَّاسِ أَيْنَ لَقِيْتَهُمْ خَيْرُ الصَّحَابَةِ مَنْ يَكُوْنُ ظَرِيْفاً

وَالنَّاسُ مِثْـلُ دَرَاهِـمَ مَيَّزْتَهَـا فَرَأَيْتَ مِنْهَـا فِضَّةً وَزُيُوْفـاً

"ভালো মানুষদের সাথী হও যেখানেই তাদেরকে পাওনা কেন। উত্তম সাথী সে যে বিচক্ষণ। মানুষ দিরহামের (রুপা দিয়ে তৈরি মুদ্রা) ন্যায়। যখন তা যাচাই করবে তখন দেখবে তাতে রুপা ও খাদ উভয়টিই রয়েছে"। (রাওযাতুল-'উক্বালা': ১০২ কুরত্বাবী: ১৩/২৬)

পরিশেষে বলতে চাই, হে আমার প্রিয় দ্বীনি ভাই! নেককারদের সাথী হও। তাঁদের সাথে থাকতে নিজ মনকে বাধ্য করো। তাঁদের জ্ঞান, চরিত্র ও আমল থেকে উপকৃত হও। তাঁদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করো। তবে স্মরণ রাখবে, তাঁদের কারোর থেকে কোন ধরনের কষ্ট পেলে অথবা তাঁদের মাঝে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ধৈর্য দিয়ে মোকাবিলা করবে। কারণ, মানুষ বলতেই তার মধ্যে ঘাটতি থাকতেই পারে। তেমনিভাবে মনে রাখতে হবে সকল মানুষের মেযাজ ও চাল-চরিত্র এক ধরনের নয়। সর্বদা নিম্নোক্ত আয়াতটি চেখের সামনে রাখবে। কখনো তা ভুলবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا ﴾ [الكهف: ٢٨]

"তুমি নিজকে বাধ্য করো ওদের সাথে চলতে যারা সকাল-সন্ধ্যা নিজ প্রভুকে ডাকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। পার্থিব জীবনের শোভা ও চাকচিক্যের আশায় তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। তুমি ওর আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি। যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমালঙ্ঘনমূলক"। (কাহ্ফ: ২৮)

এরা আপনার সাথী; এদের ব্যাপারে আপনি অবশ্যই সতর্ক থাকবেন:

ক. স্ত্রী কিংবা স্বামী

খ. প্রতিবেশী

গ. সফর সঙ্গী

ঘ. কিতাব ও পত্র-পত্রিকা এবং আরো কত্তো কী?

স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের সাথী। অতএব তাদের উভয়কেই অবশ্যই নেককার হতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ﴾ [التغابن: ١٤]

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো"। (তাগাবুন: ১৪)

সে স্বামী নিশ্চয়ই নেককার যে নিজ স্ত্রীকে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্বরণ করিয়ে দেয় এবং তাকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান পালনে সহযোগিতা করে। তাকে নামায আদায়ের জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়। ফরয নামাযের পাশাপাশি তাকে নফল নামায পড়তেও উৎসাহিত করে। যেমননিভাবে নবী ﷺ তা করতেন। একদা রাত্রি বেলায় নবী ﷺ ঘুম থেকে জেগে বললেন:

سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ أَيْقِظُوْا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِيْ الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِيْ الْآخِرَةِ

"সুব্'হানাল্লাহ্! কতো ফিতনা যে আজ রাত নাযিল করা হয়েছে? কতো ভাণ্ডার যে আজ খোলা হয়েছে? তোমরা 'হুজরাহ্ বাসিনীদেরকে জাগিয়ে দাও। বস্তুতঃ দুনিয়ার অনেক কাপড় পরিহিতা মহিলা আখিরাতে উলঙ্গিনী থাকবে"। (বুখারী, হাদীস ১১৫)

সে তো নবী ﷺ এর নিম্নোক্ত হাদীস পালনে ধন্য।

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّيْ، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ

"আল্লাহ্ তা'আলা সে পুরুষকে দয়া করুন যিনি রাত্রি বেলায় তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠেছে। এমনকি সে নিজ স্ত্রীকেও ঘুম থেকে জাগিয়ে নামায পড়িয়েছে। না উঠতে চাইলে তার চেহারায় পানি ছিঁটিয়ে দিয়েছে। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সে মহিলাকেও দয়া করুন যিনি রাত্রি বেলায় তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠেছে। এমনকি সে নিজ স্বামীকেও ঘুম থেকে জাগিয়ে নামায পড়িয়েছে। না উঠতে চাইলে তার চেহারায় পানি ছিঁটিয়ে দিয়েছে"। (আহ্মাদ্ ২/২৫০)

এমন পুরুষ যে নিজ পরিবারকে সর্বদা নামাযের আদেশ করে। আর এমন পুরুষ যে নিজ পরিবারকে নামাযের ব্যাপারে গাফিল ও নিরুৎসাহিত করে তাদের উভয়ের মাঝে সত্যিই বিস্তর ফারাক।

যে নেককার মহিলা নিজ স্বামীকে সর্বদা সাদাকা-খায়রাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ও মাতা-পিতার খিদমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যে মহিলা নিজ স্বামীকে বরাবর দুনিয়া কামানোর ব্যাপারে অস্থির বানিয়ে তোলে, তাকে কার্পণ্যের আদেশ করে, নিজ স্বামীর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ও মাতা-পিতার অবাধ্যতার বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাদের উভয়ের মাঝেও সত্যিই বিস্তর ফারাক।

যে মহিলা তার প্রভুকে চিনে, তাঁর সমূহ ফায়সালায় সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে। আর যে মহিলা আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে মূর্খ, তাঁর ফায়সালা সহজে মেনে নিতে পারে না। কোন ভালো কাজ করতে চায় না এবং অন্যের অবদানকে অস্বীকার করে তাদের উভয়ের মাঝেও সত্যিই বিস্তর ফারাক।

এ জন্যই একদা ইব্রাহীম ﷺ তাঁর খুব আদরের ছেলে ইসমা'ঈল ﷺ কে নিজের দরোজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলতে তথা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত অস্বীকারকারিণী অকৃতজ্ঞ মহিলাকে ত্বালাক্ব দিতে।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মহিলাদের মাঝে সর্ব প্রথম কোমরবন্দ ব্যবহার করেন ইসমা'ঈল ﷺ এর আম্মাজান হা-জার। তিনি কোমরবন্দ ব্যবহার করেন সারার বান্দির বেশধরে তাঁর ঈর্ষা কিছুটা হলেও কমানোর জন্য। ইব্রাহীম ﷺ একদা তাঁকে ও তাঁর ছেলে ইসমা'ঈল ﷺ কে কা'বা ঘরের পাশে মসজিদের উপরিভাগে ঠিক যমযমের উপর এক বড় গাছের সন্নিকটে রেখে এসেছেন। তখন মক্কাতে কেউ ছিলো না। এমনকি তাতে পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিলো না। ইব্রাহীম ﷺ তাঁদের নিকট কিছু খেজুর ও পানি রেখে আসলেন। ইব্রাহীম ﷺ যখন ফেরত রওয়ানা করছিলেন তখন ইসমা'ঈল ﷺ এর আম্মা তাঁর পিছু নিয়ে বললেন: হে ইব্রাহীম ﷺ! আপনি আমাদেরকে এ জনমানবহীন মরুভূমিতে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন; অথচ ইব্রাহীম ﷺ তাঁর দিকে কোন দৃষ্টিপাতই করছেন না। পরিশেষে তিনি বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে এমন করতে আদেশ করেছেন? তখন ইব্রাহীম ﷺ বললেন: হাঁ। তিনি তাই করতে আদেশ করেছেন। তখন ইসমা'ঈল ﷺ এর আম্মা বললেন: তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। এ কথা বলে তিনি নিজ জায়গায় ফিরে গেলেন। ... ইসমা'ঈল ﷺ এর বিয়ের কিছু দিন পর একদা ইব্রাহীম ﷺ তাঁর স্ত্রী-সন্তানকে দেখতে আসলেন। তিনি ইসমা'ঈল ﷺ এর ঘরে এসে তাঁকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: তিনি রুজি সন্ধানে বের হয়েছেন। অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ তাকে তাঁদের জীবন যাপন ও পারিবারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: আমরা খুব খারাপ অবস্থায় দিনাতিপাত করছি। এভাবে সে ইব্রাহীম ﷺ এর নিকট অভিযোগ জানালে তিনি তাকে বললেন: তোমার স্বামী ঘরে ফিরলে তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম

দিয়ে বলবে: তাঁর দরোজার চৌকাঠখানা বদলে ফেলতে। ইসমা'ঈল ﷺ ঘরে ফিরে কিছুটা আঁচ করতে পেরে বললেন: আমার অনুপস্থিতিতে কেউ এখানে এসেছিলেন কি? তাঁর স্ত্রী বললো: হাঁ, এ এ আকৃতির এক বৃদ্ধ লোক এসে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁকে আপনার অনুপস্থিতির কথা জানালাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম: আমরা খুব কষ্টে আছি। তখন ইসমা'ঈল ﷺ বললেন: তিনি তোমাকে কোন কিছুর অসিয়ত করেছেন? সে বললো: হাঁ। তিনি আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছিয়ে দিয়ে এ কথা বলতে বলেছেন যে, যেন আপনার দরোজার চৌকাঠখানা বদলে ফেলেন। তখন ইসমা'ঈল ﷺ বললেন: তিনি হলেন আমার পিতা। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন তোমাকে ত্বালাক্ব দিতে। তুমি নিজ ঘরে ফিরে যাও। অতঃপর তিনি ইতিমধ্যে আরেকটি বিয়ে করলেন। ইব্রাহীম ﷺ কিছু দিন পর আবার এখানে এসে তাঁর ছেলেকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: তিনি রুজি সন্ধানে বের হয়েছেন। অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ তাকে তাঁদের জীবন যাপন ও পারিবারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: আমরা খুব ভালো এবং স্বচ্ছল অবস্থায় দিনাতিপাত করছি। সে এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার খুব প্রশংসা করলো। ইব্রাহীম ﷺ বললেন: তোমরা কি খাও? সে বললো: গোস্ত। তিনি বললেন: তোমাদের পানীয় কি? সে বললো: পানি। তখন ইব্রাহীম ﷺ তাঁদের জন্য দো'আ করে বললেন: হে আল্লাহ্! আপনি এদের গোস্ত ও পানিতে বরকত দিয়ে দিন। নবী ﷺ বললেন: সে যুগে দানা জাতীয় কিছু ছিলো না। যদি থাকতো তা হলে তিনি তাতে বরকতের জন্যও দো'আ করতেন। রাসূল ﷺ বলেন: তাই মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও কেউ এ দু'টি জিনিসের উপর নির্ভরশীল হতে চাইলে তা তার জন্য সহজসাধ্য হবে না। অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ বললেন: তোমার স্বামী ঘরে ফিরলে তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিয়ে বলবে: তাঁর দরোজার চৌকাঠখানা যেন না বদলায়। ইসমা'ঈল ﷺ ঘরে ফিরে কিছুটা আঁচ করতে পেরে বললেন: আমার

অনুপস্থিতিতে কেউ এখানে এসেছিলেন কি? তাঁর স্ত্রী বললো: হাঁ, আপনার অনুপস্থিতিতে একজন সুন্দর আকৃতির বয়স্ক লোক এসে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁকে আপনার অনুপস্থিতির কথা জানালাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম: আমরা খুব ভালো অবস্থায় আছি। তখন ইসমা'ঈল عليه السلام বললেন: তিনি তোমাকে কোন কিছুর অসিয়ত করেছেন? সে বললো: হাঁ। তিনি আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছিয়ে দিয়ে এ কথা বলতে বলেছেন যে, যেন আপনি নিজ দরোজার চৌকাঠখানা বদলে না ফেলেন। তখন ইসমা'ঈল عليه السلام বললেন: তিনি হলেন আমার পিতা। আর তুমি হলে আমার দরোজার চৌকাঠ। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন তোমাকে কখনো ত্বালাক্ব না দিতে। (বুখারী, হাদীস ৩৩৬৪)

একজন নেককার মেয়ে বিয়ে করার পরিণতি সত্যিই অত্যন্ত ভালো:

তেমনিভাবে নেককার পুরুষকে বিবাহ্ করার পরিণতিও অনেক সুখকর ও অতি ভালো। কোন নেককার মেয়েকে বিবাহ্ করলে যেমন রাসূল ﷺ এর এ সংক্রান্ত আদেশ মান্য করা হয় তেমনিভাবে সে নেককার মহিলা তার স্বামীকে সর্বদা নেক কাজে সহযোগিতাও করে। এমনকি তার সঙ্গ আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নবী ﷺ বিয়ের ক্ষেত্রে বলেন:

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"অতএব তুমি নেককার মেয়েকে বিয়ে করতে চেষ্টা করো তা হলেই তুমি ধন্য হবে"। (বুখারী, হাদীস ৫০৯০ মুসলিম, হাদীস ১৪৬৬)

নবী ﷺ আরো বলেন:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْـمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"দুনিয়া পুরোটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার সর্ব শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে একজন নেককার মহিলা"। (মুসলিম, হাদীস ১৪৬৭)

তেমনিভাবে একজন নেককার মহিলা আপনার অনুপস্থিতিতে

আপনার ধন-সম্পদ ও ছেলে-সন্তানকে ভালোভাবে রক্ষা করবে।

একজন নেককার মহিলা কোন জারজ সন্তানকে আপনার সন্তান বলে সমাজে চালিয়ে দিবে না।

একজন নেককার মহিলা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের পাশাপাশি নিজ স্বামীরও আনুগত্য করে যতক্ষণ সে তার স্ত্রীকে ভালো কাজের আদেশ করে।

একজন খারাপ স্ত্রী সর্বদা তার স্বামীকে অকল্যাণকর কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাতে উৎসাহিত করেঃ

একজন খারাপ স্ত্রী সর্ব প্রথম আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আনুগত্য করে না। সে তার স্বামীকে কখনো ন্যায়, নিষ্ঠা, কল্যাণ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, সাদাকা-খায়রাত ও সাধুতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না। সে নিজের সতীত্ব রক্ষা করে না। নিজ সন্তানদের প্রতি একনিষ্ঠ হয় না। তাই এমন স্ত্রী আপনার খারাপ সঙ্গী। সে আপনাকে ধ্বংসে উপনীত করবে কিংবা আচার-আচরণের মাধ্যমে দুর্গন্ধ ছড়াবে।

একজন খারাপ স্ত্রী আপনার ইয্যত ও সম্পদ নষ্ট করবে। আপনাকে নামায, জামা'আত ও জুমু'আহ্ আদায়ে গাফিল বানিয়ে দিবে। সাদাকা দিতে চাইলে আপনাকে কার্পণ্যে উৎসাহিত করবে। জিহাদ করতে চাইলে আপনাকে কাপুরুষ বানিয়ে ছাড়বে। সত্য কথা কিংবা সত্য সাক্ষ্য দিতে চাইলে আপনাকে ভয় দেখাবে। আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করবে ও আপনার অবদানকে অস্বীকার করবে।

উপরন্তু স্বামীর উপর একজন খারাপ স্ত্রীর সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে।

আলিমগণ একজন ব্যভিচারিণী মহিলার অনেকগুলো দোষ উল্লেখ করেছেন। যা নিম্নরূপঃ

১. এ জাতীয় মহিলাকে বিবাহ্ করা হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣]

"একজন ব্যভিচারী পুরুষ একজন ব্যভিচারিণী কিংবা একজন মুশ্‌রিক মহিলাকেই বিবাহ্ করে। তেমনিভাবে একজন ব্যভিচারিণী মহিলাকে একজন ব্যভিচারী কিংবা মুশ্‌রিক পুরুষই বিবাহ্ করে। মু'মিনদের জন্য এ জাতীয় মহিলাকে হারাম করা হয়েছে"। (নূরঃ ৩)

২. এ জাতীয় মহিলা জারজ সন্তানকে আপনার সন্তান বলে চালিয়ে দিবে। সে অন্যের সাথে ব্যভিচার করে গর্ভবতী হয়ে সন্তানটি আপনার নামে চালিয়ে দিবে। অতঃপর সন্তানটি বড় হয়ে আপনার ওয়ারিশ হবে। অথচ সে মূলতঃ আপনার ওয়ারিশ নয়। সে বড় হয়ে আপনার মাহ্‌রামদের সাথে উঠাবসা করবে। অথচ সে মাহ্‌রাম নয়।

৩. এ জাতীয় মহিলা নিজ স্বামীর প্রতি তেমন আবেগী হয় না। কারণ, সে তো ক্ষণে ক্ষণে অন্য পুরুষের সঙ্গিনী হয়। যখন তার স্বামী কখনো তাকে কোন কারণে রাগান্বিত করে তখন সে তড়িৎ ঘর থেকে বের হয়ে যায়। অন্যের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। স্বামীর উপর দাপট দেখায়। তার অবাধ্য হয়। বরং কখনো কখনো তার খারাপ বন্ধুদেরকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

৪. এ জাতীয় মহিলা মূলতঃ নিজ স্বামীকে পরোক্ষভাবে হারামের দিকে ধাবিত করে। কারণ, যখন কোন মহিলা তার স্বামীর প্রতি নিরুৎসাহিত হয়। সময়মত যৌন সম্ভোগে তার সহযোগী না হয় তখন সে স্বভাবতঃ অন্য মহিলার দিকে ধাবিত হয়। তেমনিভাবে একজন ব্যভিচারী স্বামীও তার স্ত্রীকে পরোক্ষভাবে ব্যভিচারের দিকে ঠেলে দেয়।

৫. এ জাতীয় মহিলা তার খারাপ বান্ধবীদেরকে তার স্বামীর ঘরে নিয়ে আসার দরুন সেও একদা তাদের পাল্লায় পড়ে তাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আর ব্যভিচারিণী মহিলারা সাধারণত এ কাজ এ জন্যই করে থাকে যেন তার স্বামী আর তাকে ব্যভিচারের অপবাদ

দেয়ার সাহস না পায়। বরং তার স্বামী কখনো তাকে এ জন্য তিরস্কার করলে সেও তাকে তেমনিভাবে তিরস্কার করে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٗ ﴾ [النساء: ٨٩]

"তারা চায়, তোমরাও যেন তাদের ন্যায় কুফরী করো। তা হলে তোমরা ও তাদের মাঝে আর কোন ব্যবধান থাকবে না"। (নিসা': ৮৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيۡلًا عَظِيمٗا ﴾

[النساء: ٢٧]

"পক্ষান্তরে কুপ্রবৃত্তির অনুসারীরা চায় যে, তোমরা যেন সত্য পথ থেকে বহু দূরে সরে যাও"। (নিসা': ২৭)

৬. এ জাতীয় মহিলা ধীরে ধীরে তার স্বামীর গায়রত তথা আত্মসম্মানবোধকে ধ্বংস করে দেয়। পরিশেষে তাকে দায়্যুস তথা আত্মসম্মানবোধহীন বানিয়ে ছাড়ে। আর দায়্যুস তো মূলতঃ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

৭. এ জাতীয় মহিলা নিজ ছেলে-সন্তানকে ব্যভিচার শিক্ষা দেয়। তাদের জন্য ব্যভিচারের পথ সহজ ও সুগম করে তোলে। এমনিভাবে তার ছেলে-সন্তানগুলো ব্যভিচারের ছায়াতলে লালিত-পালিত হয়ে একদা পুরো পরিবারই ধ্বংসে উপনীত হয়। ফলে একদা আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের সম্মুখীন হয়।

৮. এ জাতীয় মহিলা তার স্বামীকে মূলতঃ ব্যভিচার শিক্ষা দেয়। কারণ, সে সর্বদা তার স্বামীকে সমাজের খারাপ পুরুষ ও মহিলাদের ব্যভিচারের ঘটনাবলী শুনিয়ে থাকে। যার দরুন একদা তার মাঝেও ব্যভিচারের ইচ্ছা জাগবে। আর এ কথা সত্য যে, বন্ধু শেষ পর্যন্ত তার বন্ধুর ধর্মই গ্রহণ করে থাকে।

৯. এ জাতীয় মহিলার ঘরে রকমারি রোগ-ব্যাধি দেখা দিবে। যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক ধরনের অগ্রিম শাস্তি। এগুলোর মধ্যকার প্রসিদ্ধ ব্যাধি হচ্ছে এইড্স। যার বিশেষ কারণ হচ্ছে ব্যভিচার।

১০. এ জাতীয় মহিলা পরকালে তার স্বামীর শাস্তির কারণ হবে। যেহেতু একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। আর দায়িত্বশীলকে কিয়ামতের দিন তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ﴾ [التحريم: ٦]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজকে ও নিজ পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো"। (তাহ্রীম: ৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٢٢ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡجَحِيمِ ٢٣ ﴾ [الصافات: ٢٢ – ٢٣]

"ফিরিশতাগণকে আদেশ করা হবে এ বলে যে, একত্র করো যালিম ও তাদের মতো যারা তাদেরকেও (স্ত্রীদেরকে) এবং তাদেরকেও যাদের ইবাদত তারা করতো এক আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে। এরপর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দাও"। (আস্-সাফ্ফাত: ২২-২৩)

এ জাতীয় মহিলা কাফির না হলেও সে কবীরা গুনাহ্ তথা ব্যভিচারে লিপ্ত। আর উক্ত আয়াতে "আয্ওয়াজ" বলতে স্ত্রীদের পাশাপাশি বিশ্বাস ও কাজে মিল রয়েছে এমন লোকদেরকেও বুঝানো হয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"।

(বুখারী, হাদীস ২৫৫৪ মুসলিম, হাদীস ১৮২৯)

১১. এ জাতীয় মহিলা মানুষের নিকট তার স্বামীর সম্মান ও গুরুত্ব একেবারেই নষ্ট করে দেয়। কারণ, মোসলমানরা যখন জানে যে, জনৈক ব্যক্তি দায়্যূস তথা আত্মসম্মানবোধহীন তখন তারা আর তাকে সম্মান দিতে চায় না। এমনকি তার সাথে আত্মীয়তা এবং উঠাবসাও করতে চায় না। তখন তার সাথী হয় ফাসিক ও ফাজিররা।

১২. এ জাতীয় মহিলার কারণে তার স্বামী, এমনকি তার পরিবার, বংশ এবং আত্মীয়-স্বজনরাও লাঞ্ছিত হয়।

একজন স্বামীর উপর তার নেককার স্ত্রীর প্রভাবঃ

ঠিক এরই বিপরীতে একজন নেককার স্ত্রী তার স্বামীর উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে। যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)। নবী ﷺ এর নবুওয়াতের শুরু যুগে তাঁকে উদ্দেশ্য করে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর কিছু সান্ত্বনামূলক কথা ইতিহাসের পাতায় আজও দীপ্তিমান। তিনি রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِيْ الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

"না, কস্মিনকালেও না, আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছি, আল্লাহ্ তা'আলা কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কারণ, আপনি তো নিশ্চয়ই আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। অন্যের ঋণের বোঝা বহন করেন। নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম বানিয়ে তোলেন। মেহমানের মেহমানদারি করেন। এমনকি সত্যের পথে আসা বিপদাপদ কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে অন্যকে সহযোগিতা করে থাকেন"। (বুখারী, হাদীস ৩ মুসলিম, হাদীস ১৬০)

এরপর খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) ঘটনার মূল রহস্য জানার জন্য রাসূল ﷺ কে ওয়ারাকাহ্ বিন্ নাওফালের কাছে নিয়ে যান।

আর তাঁর এ জাতীয় বুদ্ধিদীপ্ত কর্মকাণ্ড ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যই রাসূল ﷺ তাঁকে কখনো ভুলে যাননি। বরং তাঁর কথা সর্বদা খেয়াল রাখতেন ও তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ এর কোন স্ত্রীর ব্যাপারে এতটুকু ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটাইনি যতটুকু ঘটিয়েছি খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর ব্যাপারে। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। তিনি আরো বলেন: রাসূল ﷺ যখন কোন ছাগল যবাই করতেন তখন তিনি বলতেন: ছাগলটিকে খাদীজাহ্'র বান্ধবীদের নিকট পাঠিয়ে দাও। একদা আমি রাসূল ﷺ কে ক্ষেপিয়ে তুললাম। আমি বললাম: আরে খাদীজাহ্ আবার কে?! বার বার আপনি তার কথাই বলছেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন: আমি তার অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। (মুসলিম, হাদীস ১৮৮৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন: একদা খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর বোন হালাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) রাসূল ﷺ এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে রাসূল ﷺ এর মনে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর অনুমতি চাওয়ার ঢং মনে পড়ে গেল। তখন তিনি খানিকটা স্বস্তি বোধ করে বললেন: আয় আল্লাহ্! আরে এ তো খুওয়াইলিদের মেয়ে হালাহ্। তখন আমার ভেতর ঈর্ষা জেগে উঠলো। আমি বললাম: আরে এখন আর কুরাইশ বংশের এক লাল গাল ওয়ালা বুড়ির কথা স্মরণ করে কি হবে? সে তো অনেক আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আর এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তার চেয়েও আরো অনেক উত্তম এমন একজন স্ত্রী দান করেছেন। (মুসলিম, হাদীস ২৪৩৭)

এমনকি আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করেছেন।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী ﷺ এর নিকট জিব্রীল عليه السلام আসলেন। তখন খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর জিব্রীল عليه السلام বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর নিকট সালাম পাঠিয়েছেন।

তখন খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তো নিজেই শান্তিদাতা। জিব্রীল ﷺ এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তেমনিভাবে আপনার উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শান্তি, রহ্মত ও বরকত নাযিল হোক। (নাসায়ী/ফযায়িলুস্-স্বাহাবাহ্: ২৫৪)

আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উপর তাঁর স্ত্রীর বিশেষ অবদান ও এক চমৎকার প্রভাব:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখনই উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তখনই তিনি আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আবূ ত্বাল্'হা! আল্লাহ্'র কসম! তোমার মতো ব্যক্তির প্রস্তাব কখনো ফিরিয়ে দেয়া যায় না। তবে তুমি হচ্ছো একজন কাফির পুরুষ। আর আমি হচ্ছি একজন মুসলিম মহিলা। আর ইসলামের দৃষ্টিতে আমার জন্য তোমাকে বিবাহ্ করা জায়িয নয়। তাই তুমি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো তাহলে সেটিই হবে আমার মহর। আমি এ ছাড়া তোমার নিকট আর কিছুই চাবো না। তখন আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। আর এটিই হলো উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর মহর।

সাবিত (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আমি আমার জীবনে এমন কোন মহিলার কথা শুনিনি যার মহর উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর মহর থেকে আরো উন্নত ও সম্মানজনক ছিলো। কারণ, তা ছিলো একমাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণই। আর এ দিকে তাঁর স্বামীর সাথে প্রথম মিলনেই তাঁর পেটে একটি সুসন্তান জন্ম নেয়। (নাসায়ী: ৬/১১৪)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তখন তিনি আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আমার জন্য জায়িয নয় একজন মুশ্রিককে বিবাহ্ করা। আবূ ত্বাল্'হা! তুমি কি জানো না? তোমরা যে মূর্তিগুলোর পূজা করো তা বানিয়েছে অমুক বংশের একজন কাঠমিস্ত্রী। তোমরা তাতে কখনো আগুন ধরিয়ে দিলে তা পুড়ে একদা

ছাই হয়ে যাবে। এ কথা শুনে আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর নিকট থেকে চলে গেলেন। অথচ তাঁর মনে কথাটি এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করলো। আর ইতিমধ্যে আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখনই উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর নিকট বিবাহ্'র প্রস্তাব নিয়ে আসতেন তখনই তিনি তাঁকে উক্ত কথাই বলতেন। একদা আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর নিকট এসে বললেন: আপনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের যে প্রস্তাবটি দিয়েছেন তা আমি মেনে নিলাম। অতএব, উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর মহরই হলো আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ইসলাম গ্রহণ। (ত্বাবাক্বাত: ৮/৩১২)

বিবাহ্'র পর স্বামীর সাথে উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর একটি বিশেষ আচরণ:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জনৈক ছেলে অসুস্থ ছিলো। ইতিমধ্যে তিনি ঘর থেকে বাইরে গেলে ছেলেটি মৃত্যু বরণ করে। ঘরে ফিরে তিনি বললেন: আমার ছেলের কি অবস্থা? উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: সে আগের চেয়ে আরো স্থির ও শান্ত । ইতিমধ্যে উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে রাত্রের খানা দিলে তিনি তা খেয়ে কিছুক্ষণ পর সহবাস সেরে অবসর হলে উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) তাঁকে বললেন: ছেলেটিকে দাফন করে আসো। সকাল হলে আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন: তোমরা কি গতরাত সহবাস করেছো? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের জন্য এ বলে দো'আ করলেন: হে আল্লাহ্! আপনি তাদেরকে গত রাতের সহবাসে বরকত দিয়ে দিন! ফলে উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) একটি ছেলে-সন্তান জন্ম দেন। আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: অতঃপর আবূ ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে বললেন: ছেলেটির দিকে খেয়াল রাখবে এবং সময় করে তাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আনাস্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু খেজুর সহ ছেলেটিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি তাকে কোলে নিয়ে আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: এর সাথে আর কোন কিছু নিয়ে এসেছো? তখন সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন: হ্যাঁ, তার সাথে কিছু খেজুর আছে।

তখন নবী ﷺ খেজুরগুলো তাঁর হাতে নিয়ে নিজ মুখ দিয়ে চাবিয়ে নরম করে তা মুখ থেকে বের করে ছেলেটির মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তা'হ্নীক তথা মিষ্টি মুখ করিয়ে তার নাম আব্দুল্লাহ্ রেখে দিলেন।

(বুখারী, হাদীস ৫৪৭০ মুসলিম, হাদীস ২১৪৪)

আবূদ্দাহ্দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে উম্মুদ্দাহ্দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর একটি সুনামযোগ্য বিশেষ আচরণঃ

আবূদ্দাহ্দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন তাঁর একমাত্র বাগান বাড়িটি আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় সাদাকা করে দিলেন তা শুনে উম্মুদ্দাহ্দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এতটুকুও মনক্ষুণ্ন হননি। বরং তিনি আবূদ্দাহ্দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এ মহৎ কাজের জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ও তাঁকে এর উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ দিয়েছেন। উপরন্তু তাঁর জন্য বরকতের দো'আ করেছেন।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! জনৈক ব্যক্তির একটি খেজুর গাছ আছে। আর আমি সেখান দিয়েই আমার বাগান বাড়িটি করতে চাচ্ছি। তাই আপনি তাকে আদেশ করুন, সে যেন আমাকে খেজুর গাছটি দিয়ে দেয়। যাতে আমি সেখান দিয়েই আমার বাগান বাড়িটি করতে পারি। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেনঃ একে খেজুর গাছটি দিয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে জান্নাতে এ খেজুর গাছের পরিবর্তে আরেকটি উন্নত খেজুর গাছ দিয়ে দিবেন। সে তা করতে রাজি হলো না। তখন আবূদ্দাহ্দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে বললেনঃ তুমি তোমার খেজুর গাছটি আমার নিকট বিক্রি করো। বিনিময়ে আমার বাগান বাড়িটি তোমাকে দিয়ে দেবো। সে তাই করলো। তখন আবূদ্দাহ্দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী ﷺ এর নিকট এসে বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমি লোকটির খেজুর গাছটি আমার বাগান বাড়ির বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছি। অতএব খেজুর গাছটি ওকে দিয়ে দিন। আমি এখনই আপনার হাতে তা সোপর্দ করলাম। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আহ্! কতগুলো পরিপূর্ণ খেজুরের থোকাইনা আবূদ্দাহ্দাহ্'র জন্য জান্নাতে

অপেক্ষা করছে। রাসূল ﷺ কথাটি কয়েকবার বললেন। এরপর আবূদ্দাহ্দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন: হে উম্মুদ্দাহ্দাহ্! তুমি বাগান বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও। এটা আর আমার নয়। আমি এ বাগান বাড়িটি জান্নাতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছি। তখন উম্মুদ্দাহ্দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: তুমি সত্যিই উক্ত ব্যবসায় লাভবান হয়েছো। (মুস্তাখাব/আব্দুবনু 'হুমাইদ, হাদীস ১৩৩২)

যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে দেখে রাতের বেলায় ঘুম থেকে উঠে সালাত ও দো'আয় ব্যস্ত থাকতে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন কিছু কামনা করতে ও তাঁকে ভয় পেতে। তখন সে স্বভাবতই তা কর্তৃক প্রভাবিত হবেই। কারণ, কোন আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই তো মু'মিনরা সাধারণত লাভবান হয়। তেমনিভাবে যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে সওম পালন করতে ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে দেখে। অনুরূপভাবে মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র ও করুণাময় হতে দেখে। তখন সে স্বভাবতই তা কর্তৃক প্রভাবিত হবেই।

ঠিক এরই বিপরীতে যে স্ত্রী তার স্বামীকে সালাত ত্যাগ, মাদকদ্রব্য সেবন ও ধূমপান করতে দেখে তখন সে স্বভাবতই তা কর্তৃক প্রভাবিত হবেই। তবে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ রহ্মতে রক্ষা করেন তার ব্যাপার তো ভিন্নই।

একজন কাজের লোকও আপনার সাথী তাই কাজের লোকটি চয়ন করতে একজন শক্তিশালী ও আমানতদার কাজের লোকই চয়ন করুন:

জনৈকা নেককার মেয়ে তার নেককার পিতাকে মূসা عليه السلام সম্পর্কে বললেন:

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ﴾ القصص: ٢٦.

"নিশ্চয়ই সর্বোত্তম মজুর হলো যে ব্যক্তি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত"।

(ক্বাস্বাস: ২৬)

সুতরাং আপনার কাজের লোক হতে হবে শক্তিশালী ও আমানতদার। বিশেষ করে ঘরের মজুর। সে যদি নেককার হয় তাহলে

আপনার স্ত্রী ও মেয়েদের সতর চুরি করে দেখবে না। কখনো আপনার কোন বস্তু চুরি করার কৌশল আঁটবে না। আপনার কোন দোষ অন্যের কাছে ছড়াবে না। আর যদি সে বদকার ও খিয়ানতকারী হয় তাহলে তার অঘটনের কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সে আপনার পরিবারের ইয্যত নষ্ট করবে। সর্বদা আপনার সম্পদ গ্রাস করার অপকৌশল আঁটবে।

রাসূল ﷺ এর স্বর্ণ যুগে জনৈক মজুর একদা তার মালিকের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে বসে। তখন রাসূল ﷺ মজুরটিকে বেত্রাঘাত করেন ও মহিলাটিকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলেন।

আবূ হুরাইরাহ্ ও যায়েদ বিন্ খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: আমরা একদা নবী ﷺ এর কাছে ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো: আল্লাহ্'র কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাদের মাঝে কুর'আনের বিচার করবেন। আর অপর পক্ষ বললো: (মূলতঃ সে ছিলো তার চেয়ে আরো বুদ্ধিমান) আমাদের মাঝে কুর'আনের ফায়সালা করুন। তবে আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। নবী ﷺ তাকে বললেন: ঠিক আছে, ব্যাপারটি তুমিই খুলে বলো। তখন সে বললো: আমার এ ছেলেটি ওর নিকট মজুর হিসেবে কাজ করছিলো। আর ইতিমধ্যে সে ওর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তখন আমি একশতটি ছাগল ও একটি গোলামের বিনিময়ে ব্যাপারটির মীমাংসা করি। অতঃপর এ ব্যাপারে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বললো: তোমার ছেলেটিকে একশতটি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। আর ওর স্ত্রীকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। তখন নবী ﷺ বললেন:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

"সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি অবশ্যই

তোমাদের মাঝে মহান আল্লাহ্'র কিতাব দিয়েই ফায়সালা করবো। একশতটি ছাগল ও গোলামটি ফেরৎ নিয়ে নাও। আর তোমার ছেলেটিকে একশতটি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। হে উনাইস! তুমি এর স্ত্রীর নিকট গিয়ে দেখো, সে যদি ব্যভিচারের ব্যাপারটি স্বীকার করে তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করো। অতঃপর তাকে ব্যাপারটি জিজ্ঞাসা করা হলে সে তা স্বীকার করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়"।

(বুখারী, হাদীস ৬৮২৭,৬৮২৮ মুসলিম, হাদীস ১৬৯৭,১৬৯৮)

তবে কখনো কখনো বিশেষ কোন কোন কাজে একজন কাফিরকেও মজুর হিসেবে কাজে খাটানো যেতে পারে। যদি এর পেছনে বিশেষ কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। একদা নবী ﷺ তাঁর হিজরতের সফরে আব্দুদ্-দীল্ গোত্রের জনৈক পথ পারদর্শী ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজে খাটান।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার বুঝ হওয়ার পর থেকেই আমি আমার মা-বাবাকে মোসলমান হিসেবেই দেখতে পেয়েছি। এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা শেষে বলেন: রাসূল ﷺ ও আমার পিতা আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বানূদ্দীল্ তথা আব্দ্ বিন্ 'আদি গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে একজন পাকা পথ প্রদর্শক মজুর হিসেবে নিয়োগ করেন। সে তখন 'আস্ব্ বিন্ ওয়াইল্ গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলো। তাই সে কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁদের বাহন দু'টি তার হাতেই সোপর্দ করেন। তাঁরা তাকে তিন রাত পর সাউর গিরি গুহার পাশে তাঁদের সাথে একত্রিত হতে বলেন। তখন সে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পর দিন সকাল বেলায় বাহন নিয়ে উপস্থিত হলে তাঁরা মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। তাঁদের সাথে ছিলো 'আমির বিন্ ফুহাইরাহ্ ও দীল গোত্রের উক্ত পথ প্রদর্শক। অতঃপর সে তাঁদেরকে নিয়ে মক্কার নিচু এলাকা তথা সাগরের পাড়ে পাড়ে রওয়ানা করলো। (বুখারী, হাদীস ২২৬৩, ৩৯০৫)

তেমনিভাবে আপনিও কারোর নিকট মজুর হিসেবে খাটতে চাইলে এমন দ্বীনদার ব্যক্তির মজুর হন যিনি আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান

মানার ব্যাপারে আপনাকে সহযোগিতা করবেন। আপনাকে গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন। এমন খারাপ কারোর মজুর হবেন না যে আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করতে দিবে না। আল্লাহ্ তা'আলার ফরয বিধি-বিধান মানতেও আপনাকে বাধা দিবে। যে আপনাকে জুমু'আহ্ ও জামাতে সালাত আদায় করতে দিবে না।

খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা কামার থাকাবস্থায় 'আস্ বিন্ ওয়া-য়িলের কিছু কাজ করে দিলে তার কাছে আমার কিছু পয়সা জমে যায়। আমি যখন তার নিকট তা নিতে আসলাম তখন সে বললো: আল্লাহ্'র কসম! আমি তা দেবো না যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে অস্বীকার করবে। আমি বললাম: আল্লাহ্'র কসম! তুমি মরে আবার জীবিত হলেও না। আমি তা কখনোই করতে পারবো না। সে বললো: আমি মরার পর আবার জীবিত হবো? আমি বললাম: অবশ্যই। সে বললো: তাহলে তখন তো আমার সম্পদও হবে; সন্তানও হবে। আর তখন আমি তোমার পয়সাগুলোও দিয়ে দেবো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন:

﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴾

[مريم: ٧٧].

"তুমি কি সে লোকটির কথা ভেবে দেখেছো যে আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, আমাকে যদি মৃত্যুর পর আবারো পুনরুত্থান করা হয় তা হলে আমাকে তখন অবশ্যই সম্পদ ও সন্তান দেয়া হবে"। (মারইয়াম: ৭৭) (বুখারী, হাদীস ২২৭৫)

'হাফিয ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) মুহাল্লাব (রাহিমাহুল্লাহ্) এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন: বিশিষ্ট আলিমগণ কোন মুশ্রিক কিংবা কাফিরের মজুর হওয়া অপছন্দ করতেন। তবে তা বিশেষ প্রয়োজনে দু' শর্তে জায়িয হতে পারে তা হলো:

ক. কাজটি করা একজন মোসলমানের জন্য হালাল হতে হবে।

খ. তাকে এমন কাজে সহযোগিতা করা যাবে না যার ক্ষতি

মোসলমানদের উপরই বর্তাবে।

ইব্নুল-মুনীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এ ব্যাপারে সকল মাযহাব একমত হয়েছে যে, কাফিরদের দোকানপাটে কাজ করা যাবে। যা লাঞ্ছনা বলে গণ্য করা হবে না। তবে তাদের ঘরের চাকর-বাকর হিসেবে কাজ করা যাবে না।

একজন প্রতিবেশীও আপনার সাথী তাই তাকে খুব সতর্কভাবে চয়ন করতে হবে:

আপনার প্রতিবেশী নেককার হলে তিনি আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। তিনি হবেন আপনার একজন বিশ্বস্ত কল্যাণকামী। তিনি আপনাকে ভালো কাজের আদেশ করবেন এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবেন। তিনি আপনার উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে আপনার পরিবারবর্গের হিফাযত করবেন।

তাঁর থেকে আপনি সর্বদা কল্যাণের কথাই শুনবেন। তাঁর ঘর সর্বদা সত্যের আলো ছড়াবে। আপনি তাঁর ঘর থেকে সর্বদা কুর'আন তিলাওয়াতের ধ্বনি শুনতে পাবেন। তিনি আপনাকে নামাযের সময় হলে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিবেন। তাহাজ্জুদের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। রোগীর শুশ্রূষার কথা মনে করিয়ে দিবেন তথা তিনি আপনাকে সকল কল্যাণ ও নেকীর কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন।

ঠিক এরই বিপরীতে আপনি একজন খারাপ প্রতিবেশীর কাছ থেকে সর্বদা অকল্যাণের কথাই শুনতে পাবেন। সে আপনার আমানতের খিয়ানত করবে। আপনি কখনো তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নন। আপনার অনুপস্থিতিতে সে আপনার পরিবারের অকল্যাণ সাধন করবে। সর্বদা আপনার দোষ অনুসন্ধান করবে। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কোন নিয়ামত দিলে সে আপনার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে।

তাই আপনি কোথাও কোন বাড়ি কেনা ও তাতে অবস্থান নেয়ার পূর্বে সেখান প্রতিবেশীর খবর নিবেন। সে কেমন? তার মানসিকতা কি? সে কোন তন্ত্রে বিশ্বাসী? ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ, আপনার ছেলে-

মেয়েরা তার ছেলে-মেয়ে কর্তৃক প্রভাবিত হবে।

একজন সফরসঙ্গীও আপনার সাথী তাই তাকে খুব সতর্কভাবে চয়ন করতে হবেঃ

একজন নেককার সফরসঙ্গী আপনাকে ভালো কাজে সহযোগিতা ও তাতে উৎসাহী করবেন। তাই কোন গাড়িতে উঠার আগে তার চালকের প্রতি লক্ষ্য করুন। যদি সে নেককার হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করে তার সাথে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করুন। কখনো পাপীদের সফরসঙ্গী হবেন না।

একজন নেককার গাড়ি চালক আপনাকে চলার পথে কল্যাণের কথাই শুনাবে ও তা স্মরণ করিয়ে দিবে। তার গাড়ি থেকে আপনি কুর'আন তিলাওয়াতের ধ্বনি ও যিকির শুনতে পাবেন। তার গাড়ির রেকর্ডার থেকে ওয়ায-নসীহতের আওয়াযই আপনার কানে আসবে। এর পরিণতিতে ফিরিশ্তাগণ আপনাদের সফরসঙ্গী হবেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে দয়া ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন। আর তিনিই তো সত্যিকার রক্ষাকারী ও দয়ালু।

ঠিক এরই বিপরীতে আপনি একজন খারাপ গাড়ি চালক থেকে লা'নত, গালি, অশ্লীল ও অযথা কথাই শুনতে পাবেন। সে হয়তো-বা কখনো আপনার ধর্ম কিংবা প্রভুকেও গালি দিতে পারে। তার চেহারা মলিন ও রাগান্বিত থাকবে। তার রেকর্ডার থেকে গান-বাদ্যই আপনার কানে আসবে। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়াও আপনাকে সহ্য করতে হবে। অযথা হর্ণ বাজাবে। যা মূলতঃ ফিরিশ্তাগণকে দূরে সরিয়ে দেয়। আরো কত্তো কি?

আর তখন ফিরিশ্তাগণ আপনাদের সফরসঙ্গী না হয়ে শয়তানরাই আপনাদের সফরসাথী হবে। যারা আপনাদেরকে একমাত্র গুনাহ্ ও অপরাধের দিকেই ধাবিত করবে। আর এ সকল গুনাহ্ ও শয়তানের বেষ্টনীর কারণেই হয়তো-বা আপনারা একদা একসিডেন্ট ও অন্যান্য বিপদাপদের সম্মুখীন হতে বাধ্য হবেন। উপরন্তু এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কিয়ামতের দিন হিসেব তো দিতেই হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾

[الشورى: ٣٠] .

"তোমাদের উপর যে কোন বিপদই আসুক না কেন তা তোমাদের হাতের কামাই। মূলতঃ আল্লাহ্ তো অনেক গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেন"।

(আশ্-শূরা: ৩০)

একখানা বই, ম্যাগাজিন কিংবা পত্রিকাও আপনার সাথী তাই তা সতর্কভাবে চয়ন করুন:

আপনি এমন বই, ম্যাগাজিন কিংবা পত্রিকা পড়ার জন্য চয়ন করবেন যাতে ভালো কিছু পাওয়া যায়। যাতে আল্লাহ্'র কুর'আন, রাসূল ﷺ এর সুন্নাত ও সালাফে সালি'হীনদের জীবনী পাওয়া যায়। যাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কোন লাভজনক কথা পাওয়া যায়। যে বই আপনার অন্তরে নেক, সৎ ও কল্যাণকর কাজের স্পৃহা যোগাবে। নিষ্ঠা ও নিষ্ঠাবানদের পরিণতির কথা বলবে। রাগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমার কথা শুনাবে। উত্তম চরিত্র ও অনুপম আদর্শে আপনাকে সাজাবে।

এমন বই পড়বেন না যা আপাকে যাদু, ভাগ্য গণনা, মন্ত্র ইত্যাদি শেখাবে। যে বই আপনাকে প্রেম ও অবৈধ ভালোবাসা শিক্ষা দিবে। যে বই আপনাকে অশ্লীলতার প্রতি ধাবিত করবে। বাজে কেচ্চা-কাহিনী শেখাবে। এমন দর্শনের বই নয় যা আপনাকে অযথা ঝগড়া ও কুফরি শিক্ষা দিবে।

বিশিষ্ট সাহাবী 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) তাওরাত ও ইঞ্জীল সম্পর্কে জানতে ও পড়তে নিষেধ করেছেন:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: হে মোসলমানরা! তোমরা কেন আহ্লে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানকে যে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছো। অথচ তোমাদের নবীর উপর নাযিলকৃত কিতাব তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে সর্বশেষ খবর নিয়ে এসেছে। এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে

জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের কিতাবগুলো বিকৃত করে দাবি করছে যে,

﴿ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [البقرة: ٧٩] .

"এটি তো আল্লাহ্'র পক্ষ থেকেই। মূলতঃ তারা এটি করছে একমাত্র দুনিয়ার সামান্য কিছু সম্পদ আহরণের জন্য"। (বাক্বারাহ: ৭৯)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) আরো বলেন: তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যা এসেছে তা কি তোমাদেরকে ওদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে বাধা দেয় না। আল্লাহ্'র কসম! আমি তাদের কাউকে দেখিনি কখনো কুর'আন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে; অথচ তোমরা তাদেরকে তাদের কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। (বুখারী, হাদীস ২৬৮৫)

শায়েখ মুহাম্মাদ রশীদ রেযা তাঁর তাফসীর গ্রন্থ "আল-মানার" এ নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন:

﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٨] .

"খারাপ কথার প্রচার-প্রপাগাণ্ডা আল্লাহ্ কখনোই পছন্দ করেন না। তবে যার প্রতি যুলুম ও অবিচার করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ"। (নিসা': ১৪৮)

তিনি বলেন: উক্ত আয়াতে খারাপ কথা বলতে এমন কথাকে বুঝানো হচ্ছে যা যে ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে সে শুনলে মন খারাপ করবে। যেমন: তার যে কোন দোষ বর্ণনা করা। আল্লাহ্ তা'আলা চান না যে, তাঁর বান্দাহ্রা নিজেদের মাঝে একে অপরের দোষ-ত্রুটি চর্চা করুক। কারণ, তাতে দু' ধরনের ক্ষতি রয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক. তা পরস্পরের মাঝে শত্রুতা জন্ম দেয়। আর এ বিদ্বেষ ও শত্রুতা পরস্পরের অধিকার হনন ও রক্তপাতের সূত্রপাত ঘটায়।

খ. প্রকাশ্যে খারাপের আলোচনা সাধারণ মানুষের অন্তরে বিরূপ প্রভাব ফেলে। কারণ, মানুষ সাধারণত একে অপরের অনুসরণ করে

থাকে। যেমন: কেউ যদি অন্যকে দেখে আরেক জনের দোষ বর্ণনা করতে তখন সেও তা করতে আগ্রহী হয় কিংবা সে তা আগে করে থাকলে তাতে আরো বেশি আগ্রহী হয়। উপরন্তু এমনো হতে পারে যে, সে এ ব্যাপারে দোষী ব্যক্তির অনুসরণ করবে যদি শ্রোতা যুবক শ্রেণীর কিংবা দোষী ব্যক্তি থেকে সামাজিকভাবে আরো নিম্ন শ্রেণীর হয়ে থাকে। কারণ, সমাজের সাধারণ লোকরা স্বভাবতঃই বিশেষ লোকদের অনুসারী হয়ে থাকে। তাই যখন কোন খারাপ কাজ বিশেষ লোকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তখন তা দ্রুত সাধারণ লোকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

তেমনিভাবে কেউ যদি স্বভাবতঃই পূর্ব থেকেই অন্যায় ও অশ্লীলতার প্রতি ধাবিত হয়ে থাকে তা হলে সে যখন জানবে আমার মতো সমাজে আরো বহু লোক আছে যারা এ রকম কাজ দিব্যি করে বেড়ায় তখন সে এ জাতীয় কাজে সত্যিই সাহসী হবে। যদিও সে ইতিপূর্বে এ কাজে নিজকে একা মনে করে সাহসী ছিলো না। বরং এমনো হতে পারে যে, খারাপের প্রকাশ্য আলোচনার প্রভাব শুধু সাধারণ কিংবা ছোটদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের মাঝারী বয়সের ভালো লোকদের মাঝেও প্রভাব ফেলবে। কারণ, খারাপ কিছু শুনা খারাপ কিছু করার মতোই। তা শুনা স্বভাবতঃই শ্রোতার অন্তরে প্রভাব ফেলে যেমনিভাবে তা দেখা দর্শকের অন্তরে প্রভাব ফেলে। এমনকি খারাপ শুনার সর্ব নিম্ন ফল হচ্ছে শ্রোতার অন্তরে সে জাতীয় কাজের প্রতি তার প্রবল ঘৃণা ধীরে ধীরে কমে যাওয়া। বিশেষ করে তা যদি বার বার শুনা ও দেখা হয়।

শাইখুল-ইসলাম 'আল্লামাহ্ ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর কিতাব "ইক্বতিযাউস-স্বিরাত্বিল-মুস্তাক্বীম" গ্রন্থে বলেন: মানুষের শরীরের নিয়ম হচ্ছে সে যদি ক্ষুধার্তাবস্থায় প্রয়োজন মতো কোন খানা খেয়ে ফেলে তা হলে সে অন্য খানার প্রতি তেমন অনুরাগী হবে না। এমনকি সে উক্ত খানাও আর আগ্রহভরে খেতে পারবে না। যদি তারপরও সে তা খায় তা হলে তার জন্য তা কখনো ক্ষতিকরও হতে

পারে। অন্ততপক্ষে তা তার শরীরের জন্য লাভজনক তো হবেই না। বরং তা তার শরীরের জন্য উপাদেয়ও নয়। তাই যখন কোন বান্দাহ্ চাহিদার তাড়নায় কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করে বসে তখন সে আর সে জাতীয় বৈধ কাজে তেমন আর আগ্রহী কিংবা লাভবানও হয় না। কারণ, সে তো ইতিপূর্বে অবৈধের মাধ্যমে তার মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে ফেলেছে। ঠিক এর বিপরীতে যে ব্যক্তির সমূহ আগ্রহ ও চাহিদা বৈধের প্রতি নিমজ্জিত থাকে তখন সে বৈধের প্রতি তার ভালোবাসা আরো বেড়ে যায়। তখন সে তা করে বেশি লাভবান হয় এবং তার দ্বীন ও ইসলাম পরিপূর্ণ হয়।

এ জন্যই আপনি দেখবেন যারা অন্তরের উন্নতির জন্য কবিতা, গজল কিংবা মা'রিফাতি গান শুনে তারা কুর'আন শুনার প্রতি তেমন আগ্রহী হয় না। বরং এমনো হয় যে, তারা আর কুর'আন শুনতে চায় না। তেমনিভাবে যারা কবর, মাযার যিয়ারতে অভ্যস্ত তারা কা'বা যিয়ারতে তেমন আগ্রহী হয় না যতটুকু আগ্রহী হয় একজন তাওহীদপন্থী। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি রূম ও পারস্য দার্শনিকদের থেকে আদাব-কায়দা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণে অভ্যস্ত সে ইসলামের আদাব-কায়দা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তেমন আগ্রহী হয় না। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি রাজাদের কেচ্ছা-কাহিনী শুনতে ব্যস্ত সে নবীদের কাহিনী শুনতে তেমন আগ্রহী হয় না। এমন আরো কত্তো কী?

তাই একজন মোসলমানের কর্তব্য হবে তার সময় ও সাথীর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে সে নিজের জন্য এমন কিছু চয়ন করবে যা আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য চয়ন করেছেন। আর তা হলো কুর'আন, সুন্নাহ্ ও তা থেকে সঞ্চিত প্রজ্ঞা।

কুর'আনের যে কোন অক্ষর পড়া ও তা নিয়ে চিন্তা করার মাঝে বহু সাওয়াব ও ফায়েদা রয়েছে। যা অন্য কিছুর মাঝে পাওয়া যায় না।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا

أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

"যে ব্যক্তি কুর'আনের একটি অক্ষর পড়লো তাকে এর পরিবর্তে একটি সাওয়াব দেয়া হবে। উপরন্তু একটি সাওয়াবকে দশে রূপান্তরিত করা হবে। আমি বলছি না, "আলিফ-লাম-মীম" একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম আরেকটি অক্ষর এবং মীম আরেকটি অক্ষর"। (তিরমিযী, হাদীস ২৮৫৫)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا .

"কিয়ামতের দিন কুর'আনওয়ালাকে বলা হবে, তুমি পড়ো এবং উপরে উঠতে থাকো। তারতীলের (তিলাওয়াতের নিয়ম-কানুন বজায় রেখে) সাথে তিলাওয়াত করো যেমনিভাবে তিলাওয়াত করতে দুনিয়ায়। তোমার অবস্থান হবে শেষ আয়াত হিসেবে যা তুমি পড়বে"।

(আবু দাউদ, হাদীস ১২৫৫ তিরমিযী, হাদীস ৩১৬২)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ﴾ [فاطر: ٢٩] .

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্'র কিতাব তিলাওয়াত করে, নামায কায়িম করে ও আল্লাহ্ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন এক ব্যবসার আশা করে যাতে কখনো লোকসান হবে না"। (ফাত্বির: ২৯)

এ ব্যাপারে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে যা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ

ইরশাদ করেন:

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ .

"আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে সজীব ও সতেজ করুন যে আমার কথা শুনে তা ভালোভাবে ধারণ ও মুখস্থ করে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। কারণ, এমনও হয় যে, কোন কোন শরীয়তের বুঝ ধারণকারী এমন ব্যক্তির কাছে কথাটি পৌঁছে দিলো যে তার চেয়েও বেশি শরীয়তের বুঝ ধারণকারী"।

(তিরমিযী, হাদীস ২৬০২ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

"আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে সজীব ও সতেজ করুন যে আমার কাছ থেকে কোন কিছু শুনে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। কারণ, এমনও হয় যে, কোন কোন ব্যক্তি যার নিকট কথাটি পৌঁছে দেয়া হলো সে শ্রোতার চেয়েও বেশি স্মরণ শক্তিশালী ও বেশি ধারণ ক্ষমতাশীল"।

(তিরমিযী, হাদীস ২৬০১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২৮)

এমন ম্যাগাজিন পড়বেন না যাতে উলঙ্গ ও অশ্লীল ছবি রয়েছে। কারণ, শয়তান এ পথে বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। উপরন্তু প্রত্যেককে কিয়ামতের দিন তার চোখ, কান ও অন্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মূলতঃ শয়তান পাপীকেই সাধারণত পথভ্রষ্ট করার সুযোগ পায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ ۖ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ . [آل عمران: ١٥٥]

"দু' দল পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার দিন তোমাদের মধ্যকার যারা

(যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে) পলায়নপর হয়েছিলো মূলতঃ শয়তানই তাদেরকে পূর্বের কিছু কার্যকলাপের দরুন পদস্খলিত করেছে। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও অতি সহনশীল"। (আলি 'ইমরান: ১৫৫)

'উহুদের দিন রাসূল ﷺ কিছু তীরন্দাজ সাহাবীকে একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর অবস্থান করতে আদেশ করেন। এমনকি তিনি তাঁদেরকে উক্ত জায়গা ছাড়তেও নিষেধ করেন। যখন মোসলমানরা গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে গেলেন তখন কিছু তীরন্দাজ সাহাবী রাসূল ﷺ এর আদেশ অমান্য করে তাঁদের সাথে গনীমত সংগ্রহে যুক্ত হলেন। এ দিকে শত্রুরা যখন তাঁদের ব্যস্ততা দেখে ঘুরে দাঁড়ালো এবং সাহাবায়ে কিরামও তা বুঝতে পেরে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে চাইলেন তখন শয়তান তাঁদেরকে পদস্খলিত করে। শয়তান তাঁদেরকে এ বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তোমরা তো আর শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবে না। কারণ, তোমরা তো রাসূল ﷺ এর আদেশ অমান্য করেছো। প্রথমে তোমরা উক্ত গুনাহ্ থেকে তাওবা করো। অতঃপর যুদ্ধ করতে আসবে। আর এ কথা চিন্তা করেই তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পলায়নপর হলো।

তেমনিভাবে শয়তান তাঁদের কাউ কাউকে তাঁদের পূর্বের গুনাহ্'র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ বলেও কুমন্ত্রণা দেয় যে, আরে তোমরা অন্যকে হত্যা করতে যাবে কেন; অথচ তোমরা তো নিজেই পাপী। তখন তাঁরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পিছপা হলেন।

আর এভাবেই শয়তান আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্দেরকে সময় সময় পদস্খলিত করে। অতএব, যে ব্যক্তি সর্বদা খারাপ ম্যাগাজিন পড়ে যাতে মহিলাদের উলঙ্গ ও অশ্লীল ছবি রয়েছে তখন তার মানসিকতাকে শয়তান একেবারেই অস্থির করে তোলে। সে কখনো সালাত আদায় করতে গেলে তাতে তার মন-মানসিকতা সে কখনো স্থির রাখতে পারে না। বার বার ইতিপূর্বে দেখা চিত্রগুলোর কথা তার মনে পড়ে। সেগুলো তখন আরো সুন্দরভাবে তার চেখের সামনে ভেসে উঠে। তখন সে সালাতে তার একান্ত মনযোগ কখনো ধরে রাখতে পারে না। তখন

সালাত নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করার তার আর কোন সুযোগই থাকে না। এমনকি সে তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন ব্যাপারে দো'আ করা, তাঁর নিকট কোন কিছু আশা করা ও তাঁর আযাবের ভয়ে প্রকম্পিত হওয়ার কোন মানসিকতাই বহন করে না।

আরে আমরা তো কিছু নগণ্য মোসলমান বৈ আর কিছুই নই। তাই আমাদের কথা কিছুক্ষণের জন্য বাদই দিলাম। একদা আমাদের প্রিয় নবী ﷺ ডোরাকাটা একটি কাপড় পড়ে সালাত আদায় করতে গেলে তিনি কিছুটা সালাতের ব্যাপারে গাফিল হড়ে পড়েন।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী ﷺ ডোরাকাটা একটি চাদর পরে সালাত আদায় করছিলেন। অকস্মাৎ সালাতের মধ্যেই রেখাগুলোর দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়লো। তাই তিনি সালাতের সালামের পর বললেন:

اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِيْ هَذِهِ إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ وَائْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِيْ جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ آنِفًا عَنْ صَلاَتِيْ، وَقَالَ: كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِيْ الصَّلاَةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِيْ .

"তোমরা আমার এ ডোরাকাটা চাদরটি আবূ জাহ্মের নিকট নিয়ে যাও। আর তার কাছ থেকে একটি সাধারণ চাদর নিয়ে আসো। কারণ, এটি একটু আগে আমাকে সালাত থেকে গাফিল করেছে"। তিনি আরো বলেন: আমি এটির রেখার দিকে তাকাচ্ছিলাম; অথচ আমি তখন সালাত আদায় করছিলাম। তাই আমার ভয় হচ্ছে এটি আমাকে ভবিষ্যতে আরো ফিতনায় ফেলবে। (বুখারী, হাদীস ৩৭৩ মুসলিম, হাদীস ৫৫৬)

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর একটি ছবিযুক্ত পর্দা জাতীয় একটি চাদর ছিলো যা দিয়ে তিনি একদা ঘরের একটি কোণ ঢেকে রাখলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

أَمِيْطِيْ عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ فِيْ صَلاَتِيْ .

"তুমি আমার চোখের সামনে থেকে এ পর্দাটি সরিয়ে ফেলো।

কারণ, এর ছবিগুলো সালাত আদায়ের সময় আমার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠেছে”। (বুখারী, হাদীস ৩৭৪)

এভাবেই শয়তান অশ্লীল ছবির মাধ্যমে একজন টগবগে যুবক ও যুবতীর চিন্তা-চেতনাকে তার একাকিত্বে খারাপ করে দেয়। তখন সে হস্তমৈথুন ও স্বমেহনের মতো বিশ্রী কাজে লিপ্ত হয়। তেমনিভাবে শয়তান কখনো কখনো তাকে ব্যভিচার ও অশ্লীলতার দিকেও ধাবিত করে। অনুরূপভাবে টেলিভিশন ও সিনেমার পর্দায় দেখা উত্তেজনাকর যে কোন ছবিও একজন যুবক ও যুবতীর মন ও চিন্তা-চেতনাকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। তখন সে যে কোন অন্যায়, অশ্লীল ও ধ্বংসাত্মক কাজে উৎসাহী হয়।

উপরন্তু আমাদের সবারই তো এ কথা জানা আছে যে, কিয়ামতরে দিন প্রত্যেককে নিজ কান, চোখ ও অন্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ﴾

[الإسراء: ٣٦].

“নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর সম্পর্কে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হবে”। (ইসরা': ৩৬)

এর পাশাপাশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বহু হাদীসে হারাম বস্তুর প্রতি তাকাতে নিষেধ করেছেন। যা মানা আমাদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

এ হলো মানব চরিত্র ও মূল্যবোধ ধ্বংসকারী, লজ্জা ও ভদ্রতা বিনষ্টকারী টিভি ও বেশিরভাগ চ্যানেলের কিছু খারাপ দিক। যা অপরাধ ও অত্যাচার শিক্ষা দেয়। শিক্ষা দেয়, চোর কিভাবে চুরি করেছে। হত্যাকারী কিভাবে হত্যা করেছে। অপহরণকারী কিভাবে অপহরণ করেছে। একজন প্রেমিক কিভাবে প্রেমিকার সাক্ষাৎ পেয়েছে। কিভাবে তাকে ধোঁকা দিয়ে তার ইয্যত বিনষ্ট করেছে। কিভাবে একজন ভ্রষ্টা নারী নারী-দুর্বল পুরুষদেরকে অসৎ ও অশ্লীলতার পথে টেনে নিয়েছে।

আরো কত্তো কী! মূলতঃ বর্তমান যুগের অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম মানুষকে ফাসাদের দিকে আহ্বান করে। ফাসাদের প্রচার ও প্রসার ঘটায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরন্তু এ প্রচার মাধ্যমগুলো এমন কিছু আচার-অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ, চরিত্র ও মূল্যবোধ সমাজে প্রচার করে যেগুলোর সাথে ইসলামের কোন ধরনের সম্পর্ক নেই। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, কেউ টিভির পর্দায় কোন মহিলাকে উলঙ্গ হয়ে নাচতে ও কোন পুরুষকে আলিঙ্গন করতে দেখলে তাতে সে কোন ধরনের আশ্চর্যবোধ করে না। বরং সে এগুলোকে এখন খুব স্বাভাবিকই মনে করে। এমন লোক খুব কমই পাবেন যে এগুলোর ঘোর বিরোধিতা করে।

এদের অবশ্যই নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো স্মরণ করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের স্ত্রী সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾[الأحزاب: ٥٣].

"তোমরা যখন তার স্ত্রীদের কাছ থেকে কোন কিছু চাও তখন তা পর্দার আড়াল থেকে চাও। এতে করে তাদের ও তোমাদের অন্তর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকবে। (আহ্যাব: ৫৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ﴾[الأحزاب ٣٠-٣١].

"(হে মুহাম্মাদ) তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাওঃ যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য প্রবিত্র থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের

কর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত। তেমনিভাবে তুমি মু'মিন মহিলাদেরকেও বলে দাওঃ যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে"। (নূর : ৩০-৩১)

টিভি-চ্যানেলের আরেকটি খারাপ দিক হচ্ছে, মানুষের বৈবাহিক জীবনকে অস্থির ও অসহিষ্ণু করে তোলা। যখন কোন পুরুষ টিভি-চ্যানালে মহিলাদেরকে খুব সেজেগুজে অতি সুন্দরীরূপে অত্যন্ত অভিনয় করে পুরুষদের সামনে আসতে দেখে তখন সে নিজ স্ত্রীকে সে ধরনের না হওয়ার দরুন খুব অবহেলা করে। তেমনিভাবে কোন মহিলা যখন টিভি-চ্যানালে পুরুষদেরকে সেজেগুজে খুব সুন্দররূপে দর্শকদের সামনে আসতে দেখে তখন একজন সতী-সাধ্বী মহিলাও নিজের সতীত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্য ফাসিক পুরুষে আসক্ত হয়।

টিভি-চ্যানেলের আরেকটি খারাপ দিক হচ্ছে, মানুষ দিন-রাত এগুলোর পিছে পড়ে স্বালাত, কুর'আন তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ, দু'আ ও ইস্তিগ্‌ফার সব কিছুই ছেড়ে দেয় কিংবা তাতে গাফিলতি করে।

এ ছাড়াও এতে রয়েছে লাগাতার গান-বাদ্য শ্রবণ, অন্তরের বিক্ষিপ্ততা, গাফিলতি, চোখ ও শরীরের তন্ত্রীগুলোর দুর্বলতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣] .

"আর যারা অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলে"। (মু'মিনূন: ৩)

আরো এতে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা, মৌলিকত্ব ও মূল্যবোধ বিরোধী চিন্তা-চেতনার প্রচার-প্রসার। যেমন: ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলামেশা, নারী-পুরুষের সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার, ছেলে-মেয়েদের বিয়ের বয়সসীমা বাড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরন্তু এতে রয়েছে বাতিল, মিথ্যা, ভ্রষ্টতা, ধোঁকা, এমনকি সকল খারাপ ও অবৈধের প্রশিক্ষণ।

সুতরাং প্রত্যেক আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন সচেতন মোসলমান যে সর্বদা নিজ ধর্ম, ইয্যত ও স্ত্রী-সন্তানের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখে তার

কখনোই উচিত হবে না এ জাতীয় কোন কিছু দেখা বা শুনা।

এরই মাধ্যমে কতোই না অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। কতোই না ইয্যত লুণ্ঠিত হয়েছে। কতো মানুষই না এর দরুন নিজ সমবয়সী কিংবা প্রতিবেশী মহিলা এমনকি নিজ বোন-ভাগ্নীর উপর আক্রমণ করে তার ইয্যত ও সতীত্ব হনন করেছে। এরই মাধ্যমে কতোই না দ্বীনদার, পরহেয্গার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছে। কতোই না মিথ্যাকে সত্য বানানো হয়েছে। কতোই না সত্যকে মিথ্যার রূপ দেয়া হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে শুধুমাত্র ইসলামের দৃষ্টিতেই নেককার সাথী ও বন্ধু চয়ন ও গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। যারা আমাদের হাত ধরে আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের দিকে নিয়ে যাবে। তেমনিভাবে তিনি আমাদেরকে বদ্কার সাথী ও বন্ধু চয়ন ও গ্রহণ এমনকি তার সার্বিক অনিষ্ট থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আ-মিন ইয়া রাব্বাল্ আ-লামীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত

সূচীপত্রঃ

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
অবতরণিকা	৫
মুখবন্ধ	৭
একজন সাথীর উপর তার অন্য সাথীর সুদূরপ্রসারী প্রভাব	৮
একজন সাথীর প্রতি তার অন্য সাথীর কিছু কুপ্রভাবের দৃষ্টান্ত	১৯
অনিষ্টকারী, ফ্যাসাদী, কাফির, ফাসিক্ব ও গুনাহ্গারের সাথে উঠাবসা ও তাদের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ এবং তাদের সাথে চলার কিছু ভয়াবহ পরিণতি	৩১
কা'ব বিন্ মালিক ও তাঁর সাথীদ্বয় ﷺ এর ঘটনা	৪৭
নেককারদের সাথে উঠাবসার ফায়েদা সমূহ	৬৩
একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কাউকে ভালোবাসার ফলাফল	১১০
বদ্কারদের সাথে উঠাবসার ভয়াবহ পরিণতি	১৪২
একটি নিকৃষ্ট মজলিস	১৫০
একাকীত্ব ভালো না কি মানুষের সাথে থেকে তাদের কষ্ট সহ্য করা ভালো?	১৯৭
নেককারদের সাহচর্যের ব্যাপারে কিছু মূল্যবান বাণী	২০১
এরা আপনার সাথী; এদের ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকবেন	২০৭